পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 27 Friday, 27 December, 2024 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা ❋ ১১ পৌষ ১৪৩১, শুক্রবার, ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বর্ষশেষে সন্দেশখালি সফরে মুখ্যমন্ত্রী, যোগ দেবেন সরকারি অনুষ্ঠানে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ সন্দেশখালি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৩০ ডিসেম্বর, সন্দেশখালিতে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে একথা নিজেই জানান মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ভোটের আগে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, দিদি সন্দেশখালি যাবেন না? বলেছিলাম পরে যাব। আমি ৩০ ডিসেম্বর সন্দেশখালি যাব। সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেব। আমি মঞ্চ থেকে ১০০ জনের হাতে পরিষেবা পৌঁছে দেব। তবে আলাদা আলাদা ক্যাম্প থেকে অন্তত ২০ হাজার মানুষের হাতে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে সেদিন।এখানে বলে রাখা ভালো, লোকসভা নির্বাচনের আগে সন্দেশখালির ' শেখ শাহজাহানের নাম সামনে আসে। জোর করে জমি দখল, মহিলাদের নির্যাতন-সহ তৎকালীন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে জোর চাপানউতোর তৈরি হয়। সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রভাব ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হবে বলেই ভেবেছিলেন বিরোধীরা। যদিও সন্দেশখালি কাণ্ড সেভাবে অক্সিজেন জোগাতে পারেনি বিরোধী বিজেপিকে। সন্দেশখালিতে ফোটে ঘাসফুল। বছর শেষে সেই সন্দেশখালিতে সরকারি পরিষেবা

প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সফর যথেষ্ট তাপর্যপূর্ণ বলেই দাবি ওয়াকিবহাল মহলের। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও জানান, আগামী ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস। ওইদিন মা, মাটি, মানুষ দিবস হিসাবে পালন করা হয়। তাই ব্লকে ব্লকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হবে। ২ জানুয়ারি সব দপ্তরের কাজ পর্যালোচনায় প্রশাসনিক বৈঠক হওয়ার কথা। আগামী ৬ জানুয়ারি গঙ্গাসাগরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে ভারত সেবাশ্রম সংঘে যাবেন। সেখান থেকে কপিল মুনির আশ্রম। গঙ্গাসাগর মেলার আগে প্রতিবারই পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর আগামী ৮ জানুয়ারি মিলেনিয়াম পার্কের বিপরীতের মেলায় যাবেন। হাওড়া থেকে বেলুড়মঠ, দক্ষিণেশ্বর যাতায়াতের ই-ভেসেলের উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও বছরের শুরুতে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে তাঁর।কলকাতাকে ঢেলে সাজাতে একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবার আলিপুর চিড়িয়াখানার উলটো দিকে খুলতে চলেছে বিগ বাজার। তাতে অবশ্য বিশেষভাবে উপকৃত হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। মমতা এদিন বলেন, আলিপুর চিড়িয়াখানার উলটো দিকে একটা জায়গা আছে। যেখানে একটা অ্যাকোয়ারিয়াম ছিল। ওখানে অ্যাকোয়ারিয়ামটা থাকবে। পাশাপাশি ওখানে বড় বাজার করা হবে। ওখানে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। অর্ধেকটা দেওয়া হবে লেদার হাবের জন্য। আর বাকিটা দেওয়া হবে বাংলার শাড়ি বিপণনের জন্য। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের সব বড় শহরে এক একর করে জমি বিনামূল্যে বিগ বাজার করার জন্য দেওয়া হবে। যার দুটি ফ্লোর সেল্ফ হেল্প গ্রুপের জন্য রাখতেই হবে। বাকিটা দোকান, কমিউনিটি হল, সিনেমা হল থাকবে। এটা টেন্ডার করে দেওয়া হবে। জমি আমাদের তৈরি হয়ে রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কলকাতার উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগও যে বাড়বে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ফের অসুস্থ সোনিয়া গান্ধী, যোগ দিতে পারছেন না কংগ্রেসের নব সত্যাগ্রহে

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ পুনরায় অসুস্থ হয়েছেন কংগ্রেসের সংসদীয় দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধী। দেখভালের জন্য মায়ের কাছে রয়েছেন নবনির্বাচিত সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। যে কারণে তাঁরা যোগ দিতে পারছেন না কর্ণাটকে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের নব সত্যাগ্রহ বৈঠকে। বিশেষ সূত্রে এই সমবাদই জানতে পারা গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ সোনিয়া গান্ধী। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭৮ বছর। বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার চিকিৎসা চলছে তাঁর। দুবার কোভিডেও আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। কোভিড থেকে সেরে উঠলেও নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগতে হচ্ছে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রীকে। সূত্রের খবর, আজ বৃহস্পতিবারও অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তবে তার ঠিক কী হয়েছে সেটা এখনও জানা যায়নি। অসুস্থতার খবর পেয়ে মায়ের কাছেই থেকে গিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। যে কারণে নব সত্যাগ্রহ বৈঠকে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় দুই নেতাই থাকতে পারছেন না নব সত্যাগ্রহ কর্মসূচিতে। প্রসঙ্গত, আজ থেকে কর্ণাটকের বেলগাভিতে শুরু হয়েছে কংগ্রেসের দুদিনের বর্ধিত কর্মসমিতির বৈঠক। ঠিক ১০০ বছর আগে প্রথম ও শেষবার বেলগাভিতেই কংগ্রেস সভাপতির ভার গ্রহণ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এখান থেকেই ডাক দেওয়া দিয়েছিলেন সত্যাগ্রহের। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার শতবর্ষে বৈঠকের নাম রাখা হয়েছে নব সত্যাগ্রহ বৈঠক। এছাড়া ১৯২৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর বেলগাভিতেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কংগ্রেস সেবাদলও। জানা গিয়েছে, এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে কর্মসমিতির সদস্য ছাড়াও কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সদস্য, প্রদেশ সভাপতি, পরিষদীয় দলনেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সংসদীয় কমিটির পদাধিকারী-সহ মোট ২০০ কংগ্রেস নেতার। আগামীকাল ২৭ ডিসেম্বর হবে জয় বাপু, জয় ভীম, জয় সংবিধান র‍্যালি। এই পদযাত্রায় উপস্থিত থাকবেন সব সাংসদরাও। উদয়পুরের চিন্তন শিবিরে যেমন ভারত জোড়ো যাত্রার সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং তিন মাসের মধ্যে তা বাস্তবায়িত হয়েছিল, তেমনই ' কোনও সিদ্ধান্ত হতে পারে এবারও। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা, সংবিধান রক্ষা-সহ আগামী এক বছর কংগ্রেসের কর্মসূচি কী কী হবে, তা ঠিক হবে এই বৈঠকে। সূত্রের খবর, সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকর সম্পর্কে সংসদে যে মন্তব্য করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সেই বিতর্ক এত সহজে থামাতে নারাজ কংগ্রেস। কর্ণাটকের বৈঠক থেকেও এই বিষয়ে কোনও কর্মসূচি ঘোষণা হতে পারে। আবার এক শতাব্দী আগে যেভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল, বিজেপি শাসিত বর্তমান কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধেও তেমন কোনও কর্মসূচির ডাক দিতে পারে দেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল।

যুব শক্তি সর্বদা ভারতের অগ্রগতিতে বড় ভূমিকা পালন করেছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় গণতন্ত্রের বিশালতা গুরুদের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারতীয় গণতন্ত্রের বিশালতা গুরুদের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল, সাহেবজাদাদের আত্মত্যাগ এবং দেশের ঐক্যের মূল মন্ত্র। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লির ভারত মন্ডপমে বীর বাল দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গুরু পরম্পরা সকলকে সমান শ্রদ্ধার সাথে দেখতে শিখিয়েছে এবং সংবিধানও আমাদের একই চিন্তায় অনুপ্রাণিত করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, সাহসী সাহেবজাদাদের জীবন মানুষকে শেখায় দেশের অখণ্ডতা ও ধারণার সঙ্গে আপস না করতে। তিনি বলেন, সংবিধান জনগণকে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাকে সর্বাগ্রে রাখার নীতি দেয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাহেবজাদা জোরওয়ার সিং এবং সাহেবজাদা ফতেহ সিং খুব ছোট ছিলেন, কিন্তু তাদের সাহস ছিল আকাশের চেয়েও উঁচু। তিনি বলেন, বীর বাল দিবসের এই দিনটি শিক্ষা দেয় যে পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, দেশ ও স্বার্থের চেয়ে বড় কিছু নয়। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত, যুব শক্তি সবসময় .ভারতের অগ্রগতিতে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর গণ-আন্দোলন, প্রতিটি বিপ্লবে ভারতের তরুণরা অবদান রেখেছে।

২০২৫ সালের বিদেশ নীতি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে নয়াদিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ আর মাত্র কয়েকদিন পরই বিদায় নেবে ২০২৪। ইতিমধ্যেই ২০২৫ সালের বিদেশ নীতি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে নয়াদিল্লি। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এই সপ্তাহেই আমেরিকায় যাচ্ছেন। নতুন বছরে ভারতে আসতে পারেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আবার মোদীযেতে পারেন আমেরিকায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সম্ভাবনা, চিনে এসসিও সামিটে যোগ দিতে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর। সেই সময় দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তিনি মিলিত হতে পারেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে। ২০২৫-এর গোড়াতেই মার্কিন মসনদে বসবেন ট্রাম্প। আর তার আগেই বরত থেকে আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন জয়শংকর। ট্রাম্পের হবু দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। সেই সঙ্গেই ট্রাম্পকে ভারতে আসার আমন্ত্রণও জানাবেন। ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা কোয়াড সম্মেলনে যোগ দিতে বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতার আসার কথা ভারতে। সেই সঙ্গেই মোদির মার্কিন সফরে যাওয়ার কথাও রয়েছে। পাশাপাশি রাশিয়ার সঙ্গে বার্ষিক সম্মেলনও হওয়ার কথা নয়াদিল্লিতে। যদি সেটা হয়, তাহলে এবার যেমন মোদী রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, সেভাবেই রুশ রাষ্ট্রপ্রধানও আসবেন ভারত সফরে। যদি তাই হয়, তাহলে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত শুরুর পর এই প্রথম তিনি এদেশে আসবেন। এছাড়াও এবার চিনের এসসিও সামিটের মতোই সকলের চোখ থাকবে ব্রাজিলে হতে চলা ব্রিকস সম্মেলনের দিকেও। ২০২৫ সালের শুরুতেই যে রাষ্ট্রপ্রধান ভারতে আসবেন তিনি থরমন শানমুগারাথাম। জানুয়ারির মাঝামাঝিই এদেশে আসবেন সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট। এরপর ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবো সুবিয়ান্তো জোজোহাদিকোসুমো, চিলির প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বরিস ফন্ট ও ভারতে আসার কথা। এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা, চিন ছাড়াও ফ্রান্সে যেতে পারেন। যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জাপানেও। পাশাপাশি জি২০ সামিটে যোগ দিতে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আসিয়ান সামিটে যোগ দিতে মালয়েশিয়াও যাওয়ার কথা তাঁর।

আরজি কর-কাণ্ড ঘটানো এক ব্যাক্তির পক্ষে সম্ভব, রিপোর্ট বিশেষজ্ঞদের

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ সম্প্রতি দিল্লির একটি বিশেষজ্ঞ দল সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন-কে একটি রিপোর্ট দিয়েছে, যেখানে তারা জানিয়েছে যে, এককভাবে একজন ব্যক্তি দ্বারা আরজি কর-কাণ্ড ঘটানো সম্ভব হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, নির্যাতিতার শরীরে যে ধরনের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে, তা বিশ্লেষণ করার পর তারা এ ধারণা প্রকাশ করেছেন। এই রিপোর্টটি ওই কাণ্ডের তদন্তে নতুন দিক নির্দেশ করতে পারে এবং এটি প্রমাণের দিকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশেষজ্ঞদের মতে, নির্যাতিতার শরীরে যে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে, তা দেখেই তারা অনুমান করছেন যে ধর্ষণ এবং হত্যার ঘটনা এককভাবে এক জনের দ্বারা ঘটানো সম্ভব। এর মানে হলো, এই ধরনের ভয়াবহ অপরাধে একাধিক ব্যক্তির জড়িত থাকার প্রয়োজন নাও থাকতে পারে। তবে, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ঘটনাটি এককভাবে ঘটানোর সম্ভাবনা থাকলেও, আরও বিস্তারিত ও বৈজ্ঞানিকভাবে নিশ্চিত হতে হবে, এবং ঘটনার বিস্তারিত তথ্য এবং প্রমাণের সঙ্গে এগুলো মিলিয়ে দেখতে হবে। এই তদন্তের অংশ হিসেবে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা শরীরের আঘাতের ধরন, ধরণের চিহ্ন, ক্ষত, ও অন্যান্য শারীরিক প্রমাণ পরীক্ষা করেছেন। সেই সঙ্গে, তাদের রিপোর্টে আঘাতের ধরন এবং আক্রমণের সময় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব প্রমাণ দেখে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এক জন ব্যক্তির দ্বারা এই ঘটনা ঘটানো সম্ভব, তবে সঠিকভাবে নিশ্চিত হতে আরও বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং প্রমাণের প্রয়োজন। এছাড়া, দিল্লির ওই চিকিৎসক দল জানিয়েছেন যে ফরেন্সিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান ও অন্যান্য তথ্য যাচাই করে, সঠিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে। সিবিআই এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে বিষয়টির ওপর আরও গবেষণা চালানো হচ্ছে, যাতে পুরো ঘটনার স্বরূপ পরিষ্কারভাবে জানা যায়। এই রিপোর্টটি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি তদন্তকারীদের কাছে নতুন তথ্য ও ধারণা প্রদান করছে। পাশাপাশি, এটি তদন্তের গতি ত্বরান্বিত করতে এবং প্রমাণের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদিও এককভাবে একজন ব্যক্তির দ্বারা এই ঘটনা ঘটানোর সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এটি নিশ্চিত করার জন্য আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণের প্রয়োজন। এই ঘটনার তদন্তে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য সিবিআই এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি কঠোরভাবে কাজ করছে। এর মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং অপরাধীকে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে, যাতে এমন ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং নির্যাতিতারা ন্যায়বিচার পেতে পারেন।

অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ২৬ ডিসেম্বর ঃ বিরোধী দলনেতার খুনের আশঙ্কায় মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্য পুলিশের এজেন্সির সঙ্গে জেহাদিদের যোগসাজশ থাকার অভিযোগ তোলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। এবার তাঁর বিরুদ্ধে জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন ভাটপাড়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর অভিমন্যু তিওয়ারি। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবারের মধ্যে বারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদকে থানায় তলব করা হয়েছে বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বুধবার ভাটপা।ার নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অর্জুন সিং। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রাণহানির আশঙ্কা প্রকাশ করেন। অভিযোগ করেন, শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে আইডি ব্লাস্ট করানো হতে পারে। পাবলিক প্রোগ্রামে থাকলে রাসায়নিক স্প্রে করা হতে পারে। এছাড়াও এখন বহু অনলাইন সংবাদমাধ্যম হয়েছে। কেউ সাংবাদিক সেজে ভুয়ো বুম বানিয়ে কাছে গিয়ে হামলা চালাতে পারে।

জেহাদিদের দিয়ে এই হামলা করানোর পিছনে রাজ্য পুলিশ-সহ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হন। বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান টার্গেট শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর মত কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া নিরাপত্তা পাওয়া ব্যক্তিকে রাজ্য এজেন্সির সহযোগিতা ছাড়া খুন করা সম্ভব নয়। হামলাকারীদের সেভ প্যাসেজ করে দিতে বিশেষভাবে দু-তিনজন আইপিএসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সিভিক ভলান্টিয়ারের নামে স্টেট এজেন্সিতে জেহাদি ঢুকিয়ে জাল পাসপোর্ট, আধার কার্ড বানানো হচ্ছে।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শুরু চার্জ গঠন, অব্যাহতি চেয়ে আবেদন পার্থর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অবশেষে শুরু চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়-সহ মোট ৫৪ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই মামলায় যুক্তরা সকলেই আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তার ফলে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়ায় তেমন কোনও বাধা ছিল না। বুধবার ইডি বিশেষ আদালতে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার নথিপত্র জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডির বিশেষ সরকারি আইনজীবীর সওয়ালের মাধ্যমে শুরু হয় চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া। নিয়ম অনুযায়ী, তিনি আদালতকে এই মামলা সম্পর্কে জানান। ইতিমধ্যে মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আদালতে আবেদন জানান। শুক্রবার

এই মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন জানাতে পারেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ঘোষ, মানিক ভট্টাচার্য তাঁর স্ত্রী শতরূপা ও ছেলে সৌভিক। আদালতে মামলা থেকে যারা অব্যাহতি চেয়েছেন, তাদের শুনানি হবে শুক্রবার। তারপরই সম্পূর্ণ হবে চার্জ গঠন। বলে রাখা ভালো, এই মামলায় গত সোমবার চার্জ গঠনের কথা ছিল। কিন্তু ওইদিন মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন জানান ৯ অভিযুক্ত। তাতেই পিছিয়ে যায় চার্জ গঠন। উল্লেখ্য, গত ১৬ ডিসেম্বর নিয়োগ দুর্নীতিতে সুপ্রিম কোর্ট থেকে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এর পরই এই মামলায় চার্জ গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়। বিচার ভবনের নির্দেশ ছিল, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইডিকে নথিপত্র জমা দিতে হবে। সেইমতো ইডিও চার্জ গঠনে তৎপর। তদন্তের জাল গুটিয়ে আনতে সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

ইন্ডিয়া জোট থেকে কংগ্রেসকে ছেঁটে ফেলতে চান কেজরিওয়াল!

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইন্ডিয়া জোটে বড়সড় ফাটল! সূত্রের দাবি, সবচেয়ে বড় শরিক কংগ্রেসকে ইন্ডিয়া জোট থেকেই ছেঁটে ফেলতে চায় দিল্লির শাসকদল আম আদমি পার্টি। এ নিয়ে জোটের অন্যান্য আঞ্চলিক শরিকদের সঙ্গে আলোচনা চাইছে আপ, এমনটাই দাবি একাধিক সংবাদমাধ্যমের। আসলে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে সম্মুখসমরে নেমে পড়েছে আপ এবং কংগ্রেস। একদিন আগেই দিল্লির কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কড়া ভাষায় নিশানা করেছেন। তাঁর দাবি, কেজরিওয়ালকে যতবার 'সুযোগ' দেওয়া হয়েছে, ততবারই তিনি ' ধোঁকা' দিয়েছেন। মাকেন দাবি করেছেন, ২০১৩ সালে কেজরিওয়ালকে সমর্থন করা কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল। সেটাই দিল্লিতে কংগ্রেসের পতনের সবচেয়ে বড় কারণ। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে 'ফর্জিওয়াল' বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। এমনকী,

কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে খোদ শীলা দীক্ষিতের ছেলে সন্দীপ দীক্ষিতকে প্রার্থী করা হয়েছে। যেভাবে ইন্ডিয়া জোটের শরিক কংগ্রেস সরাসরি কেজরিওয়ালকে আক্রমণ করছে, সেটা মেনে নিতে নারাজ আপ। সূত্রের খবর, ক্ষুব্ধ আপ এবার চাইছে ইন্ডিয়া জোট থেকে পুরোপুরি কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে একটি জোট গঠন করতে। যা নিয়ে অন্য দলগুলির সঙ্গে আলোচনা চায় তারা। এমনিতেই এরাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসের নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার করেছে। অন্য শরিকদের সঙ্গেও কংগ্রেসের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে উপনির্বাচন ঘিরে সপা-র সঙ্গে কংগ্রেসের দূরত্ব বেড়েছে। মহারাষ্ট্রেও মহাবিকাশ আগাড়ির মধ্যে সুসম্পর্ক আগের মতো নেই। সব মিলিয়ে ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেস আগে থেকেই বেশ চাপে ছিল। এবার সেই চাপ আরও খানিকটা বাড়ল বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও আপের এই দাবি শেষ পর্যন্ত অন্যান্য শরিক দল মানবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

রাহুলই 'ইন্ডিয়ার' যোগ্য নেতা, মত কংগ্রেস নেতৃত্বের

নয়াদিল্লি,২৬ ডিসেম্বর ঃ দেশের অন্য কেউ নন, রাহুল গান্ধীই 'ইন্ডিয়ার' নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি। ঘরে-বাইরে উল্টো হাওয়া ওঠা শুরু হয়ে গেলেও এখনও এমনটাই মনে করছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। ২৪, আকবর রোডের বিশ্বাস, রাহুল গান্ধীকে সমঝে চলতে শুরু করেছে বিজেপি। তাই এই মুহূর্তে এসব বিষয় মাথায় আনার কোনও মানেই হয় না। তৃণমূল কংগ্রেস তো বটেই, এছাড়াও সমাজবাদী পার্টি, শিবসেনা (উদ্ধব), এনসিপি (শরদ), আম আদমি পার্টি, আরজেডি-সহ বিজেপি বিরোধী একাধিক দল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে জোটের নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করা শুরু করেছেন। যুক্তি, একার কাঁধে বাংলার মাটিতে বারবার বিজেপিকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছেন মমতা। তাই সংখ্যাধিক্যের দাদাগিরি করার বদলে তাঁর ট্র্যাক রেকর্ড এবং অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে বঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই 'ইন্ডিয়ার লাগাম তুলে দেওয়া উচিত। এই দাবি উঠেছে কংগ্রেসের ভিতরেও। প্রবীণ নেতা মণিশঙ্কর আইয়ারও তুলেছেন এই দাবি। কিন্তু এর কিছুকেই গুরুত্ব দিতে নারাজ কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য, একটি জাতীয় দলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে পারে আরেকটি জাতীয় দলই।

মধ্যপ্রদেশে বিদ্যুৎ টাওয়ার ভেঙে পড়ে রাজ্যের ৩ পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ কাজ করার সময় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ টাওয়ার ভেঙে পড়ে মধ্যপ্রদেশে রাজ্যের তিন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের সিধি জেলার আমদাদ গ্রামে পুরনো টাওয়ারটি পরিবর্তন করে নতুন টাওয়ার বসানোর কাজ করার সময় আজ দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ হঠাৎই সেটি ভেঙে পড়ায় দুইজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। বাকি একজন হাসপাতালে মারা যান বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে মৃতদের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। রাজ্য সরকারের তরফে মধ্যপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। এবং মৃতদের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখার চেষ্টা হচ্ছে।

সিরিয়ায় 'বদলা' আসাদ বাহিনীর, গুলির লড়াইয়ে খতম ১৪ নিরাপত্তারক্ষী

সিপিয়া, ২৬ ডিসেম্বর ঃ বিদ্রোহী জোট সরকারকে পাল্টা মার দিল সিরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের অনুগত সেনারা। বুধবার ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর টারতুসের কাছে বর্তমান সরকারের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে আসাদ বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। এর মধ্যে ১৪ জন নয়া অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তারক্ষী বলে জানা গিয়েছে। বাকি তিনজন আসাদের অনুগত সেনা। আসাদ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের কথা জানানো হয়েছে বিদ্রোহী জোট সরকারের তরফে। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আসাদ সরকারের এক আধিকারিক, যিনি দামাস্কাসের কুখ্যাত সেদনায়া কারাগারে বন্দি নির্যাতনে অভিযুক্ত, মঙ্গলবার তাঁকে

গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হয়েছিল। তখনই সংঘর্ষ হয় বন্দর শহর টারতুসের কাছে। গুলির লড়াইয়ে মোট ১৭ জনের নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১৪ জন নয়া অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তারক্ষী। গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। ২০০০ সালে সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের গদিতে বসেন আসাদ আল বাশার। বাবা হাফেজ আল আসাদের পর উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা পান তিনি। যদিও গত ৮ ডিসেম্বর পালাবদল ঘটে গিয়েছে। গৃহযুদ্ধে জয় পেয়েছে বিদ্রোহী হায়াত তাহরির আল-শাম এবং তাদের সহযোগী 'জইশ আল-ইজ্জা'র যৌথবাহিনী। বাধ্য হয়ে দেশে ছেড়েছেন আসাদ। সপরিবারে রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন সিরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট। তবে এখনও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী এলাকার কিছু অংশ প্রাক্তন সরকারের অনুগত সেনা ও মিলিশিয়া বাহিনীর দখলে রয়েছে বলেই খবর। পালাবদলের আড়াই সপ্তাহ পরে মঙ্গলবার তারাই পাল্টা আক্রমণ করল।

অবিলম্বে সীমান্তে হত্যা বন্ধ করুক, ভারতকে হুঁশিয়ারি বিএনপির মহাসচিবের

২৬ ডিসেম্বর ঃ ফের ভারতকে হুঁশিয়ারি বিএনপির। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অবিলম্বে সীমান্তে হত্যা বন্ধ করা উচিত বলে জানালেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিএনপির মহাসচিব বলেন, ' সব সময় সীমান্ত হত্যার বিরুদ্ধে কথা বলেছি এবং আমরা মনে করি, ভারতের অবিলম্বে সীমান্ত হত্যা বন্ধ করা উচিত।' এরপরই ফের ফ্যাসিবাদের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ' এখন মুক্তির আবেগ। আমরা একটা ফ্যাসিবাদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছি। সেই সঙ্গে গণতন্ত্রের জন্য কাজ করছি। সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য কাজ করছি সব সময়ই।' প্রসঙ্গত, বর্তমানে বিএনপি পরিচালনার দায়িত্ব কার্যত মহাসচিব

ফখরুলের হাতেই। শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর বাংলাদেশের কোনও রাজনৈতিক দল হিসাবে বিএনপি প্রথম ঢাকায় ভারতীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিল। ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কীভাবে মজবুত করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করতেই ওই বৈঠক করা হয়েছে বলে জানিয়েছিল ফখরুলের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল। কিন্তু বৈঠকের পর থেকেই খানিকটা ভারতবিরোধী সুর চা।নো শুরু করেন তিনি। গত নভেম্বরেই ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিলেন ফখরুল। এমনকি হাসিনার ভারতে আশ্রয় নেওয়ার বিষয়েও খোঁচা দিয়ে বলেছিলেন, ' প্রধান হোতা ভারতে অবস্থান করছেন।' আরও একবার ফের ভারতকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিলেন বিএনপির মহাসচিব।

বীর বাল দিবসে’ বার্তা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বরঃ বৃহস্পতিবার ‘ বাল দিবসে’ সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।এক্সবার্তায় তিনি লিখেছেন, ’বীর বাল দিবসে’, আমি গুরু গোবিন্দ সিং জির চার সাহেবজাদার সাহসিকতা, দেশপ্রেম এবং ভক্তিকে সালাম জানাই। এই সাহেবজাদারা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করতে মেনে নিলেও ধর্ম ও আত্মসম্মানের সাথে কখনও আপস করেননি। এই দিনটি আগামী প্রজন্মকে এই চার সাহেবজাদার জীবন থেকে শিক্ষা নিতে অনুপ্রাণিত করবে। ‘ বীর বাল দিবস’-এর মাধ্যমে চার সাহেবজাদার বীরত্বগাথা মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিচ্ছে মোদী সরকার।

মহাকুম্ভ মেলা ঃভক্তদের সুবিধার্থে প্রয়াস, ৫-হাজারের বেশি বিশেষ বাসের ব্যবস্থা

প্রয়াগরাজ, ২৬ ডিসেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলার প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে, ভক্তদের সুবিধার্থে নেওয়া হচ্ছে একের পর এক ব্যবস্থা। মহাকুম্ভ মেলায় ভক্তদের সুবিধার্থে ৫-হাজারের বেশি বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।এডিএম বিবেক চতুর্বেদী বলেছেন, পরিবহন দফতর মহাকুম্ভ মেলায় আগত ভক্তদের সুবিধার্থে প্রায় ৫০০০-৬০০০ বাসের ব্যবস্থা করেছে। সুবিধার জন্য ৫৫০টি বৈদ্যুৎতিক বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা ৩টি অস্থায়ী বাস স্ট্যান্ড নির্মাণ শুরু করেছি।

অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ! মহারাষ্ট্রে গ্রেফতার ১৭ জন বাংলাদেশি নাগরিক

মুম্বই, ২৬ ডিসেম্বর ঃ দেশ জুড়ে অনুপ্রবেশ বিরোধী অভিযান চলছে জোরকদমে। মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা এ বার একসঙ্গে ১৭ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করল।মহারাষ্ট্র পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার থেকে মুম্বই, নভি মুম্বই, থানে এবং নাসিকের বিভিন্ন ঠিকানায় স্থানীয় থানাগুলির সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে ১৪ জন পুরুষ এবং তিন জন মহিলা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ কারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে জাল আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড মিলেছে বলেও পুলিশের দাবি। মহারাষ্ট্রে ১৭ জন বাংলাদেশিকে গ্রেফতারের বিষয়ে. বিজেপি নেতা কিরিট সোমাইয়া বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসের এই সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। তিনি মহারাষ্ট্র পুলিশ এটিএস এবং জেলা প্রশাসনকে বাংলাদেশ থেকে আসা রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে অবৈধভাবে বসতি স্থাপন করেছে। আমার মনে হয, আগামী দিনে এই পুরো র‍্যাকেট ফাঁস হবে।

হিন্দুদের দেশত্যাগ নিয়ে সপাট প্রশ্ন তথাগতের

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ আসলে বাংলাদেশ আমারই উঠোনের ওপারে থাকা আর একটি ঘর, যেখানে ইতিহাস রেখে এসেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ। এবং, ছেড়ে আসা বা।রি উঠোনের গাছটার জন্য মন খারাপ করতেন যাঁরা, তাঁরা এমন করে মিথ্যে হয়ে গেলেন? ফিরে যাবোনা আর? সেই চেনা মাটির কাছে? বৃহস্পতিবার একটি দৈনিকে প্রকাশিত একটি লেখায় এই দুটি পৃথক পংক্তি চিহ্নিত করে প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। তোপ দাগলেন, সেই চিরপরিচিত ন্যাকামি, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু বাঙালির সেই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস।

কংগ্রেস কখনওই দেশের জল সংরক্ষণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি মনোযোগ দেয়নিঃপ্রধানমন্ত্রী

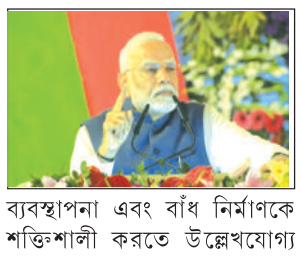

খাজুরাহ, ২৬ ডিসেম্বরঃ কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত বুধবার মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বাবা সাহেব আম্বেদকরের দূরদৃষ্টি ভারতের জলসম্পদ, জল ব্যবস্থাপনা এবং বাঁধ নির্মাণকে শক্তিশালী করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। আম্বেদকর জি ভারতের প্রধান নদী উপত্যকা প্রকল্পগুলির উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় জল কমিশন গঠনের পিছনেও তাঁর প্রচেষ্টা রয়েছে।এরপরই প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস কখনওই দেশের জল সংরক্ষণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি মনোযোগ দেয়নি এবং বাবা সাহেবের প্রচেষ্টাকে কখনও স্বীকৃতি দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, বিগত দশককে ভারতের ইতিহাসে জল সুরক্ষা এবং জল সংরক্ষণের এক নজিরবিহীন দশক হিসাবে স্মরণ করা হবে।

অতিশীকে মিথ্যে মামলায় গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছে বিজেপি, দাবি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৬ডিসেম্বর ঃ মিথ্যে মামলায় শীঘ্রই গ্রেফতার হবেন দিল্লির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মারলেনা। বুধবার সকালে সমাজমাধ্যমে এমনটাই দাবি করলেন এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁর দাবি, সম্প্রতি সরকারের কল্যাণমূলক উদ্যোগের ঘোষণায় ‘ কিছু মানুষ’ বিচলিত হয়েছেন। সরকারের নয়া উদ্যোগগুলি সহ্য করতে পারছেন না। সেই রোষেই মিথ্যে মামলায় অতিশীকে ফাঁসিয়ে গ্রেফতার করার চক্রান্ত করা হয়েছে।কেজরিওয়াল তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, এএপি সরকারের কল্যাণমূলক পদক্ষেপের গতিকে স্তব্ধ করা চেষ্টা চলছে। শীঘ্রই একাধিক নেতার বাড়িতে কেন্দ্রীয় সংস্থা পাঠিয়ে তল্লাশি চালানোর আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন তিনি। এরপরই বিজেপিকে নিশানা করে তিনি লেখেন, মহিলা সম্মান যোজনা এবং সঞ্জীবনী যোজনা প্রকল্পের ঘোষণার পর থেকেই ‘কিছু মানুষ’ বিচলিত হয়ে গিয়েছেন।গত গত বুধবার দুপুরে অতিশীকে সঙ্গে নিয়ে একটি সংবাদিক সম্মেলন করেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল। সেখানে তিনি বলেন, ভুয়ো মামলা তৈরি করে অতিশীকে গ্রেফতার করতে ইডি, সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে বিজেপি। এ প্রসঙ্গে তারা সম্প্রতি একটি বৈঠকও করেছে। কেজরিওয়ালের অভিযোগ, দিল্লিতে বিধানসভা ভোটের আগে এএপি সরকারকে টলাতে ফের একবার উঠে পড়ে নেমেছে বিজেপি।এ প্রসঙ্গে অতিশী বলেন, আমাদের কাছে খবর আছে, বিজেপি আমাকে মিথ্যে মামলায় গ্রেফতার করার চক্রান্ত করেছে। তবে আমার দেশের আইন এবং সংবিধানের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

অটল বিহারি বাজপেয়ী এবং সুশাসন দিবস স্মরণ তরুণজ্যোতির

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর শায়রীর উক্তি-সহ তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্য যুব জনতা মোর্চার সহ সভাপতি তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।তরুণজ্যোতি এক্সবার্তায় লিখেছেন, দাঁও পার সব কিছু লাগা হে, রুক নেহি সাকতে,টুট সাকতে হ্যাঁ মাগার হাম ঝুক নেহি সাকতে।- শ্রদ্ধেয় শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ভারতরত্ন, এবং এক অনন্য রাজনৈতিক ও কাব্যিক ব্যক্তিত্ব, স্বর্গীয় শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী মহাশয়ের ১০০ তম জন্মদিনে তাঁকে জানাই কোটি কোটি প্রণাম।তাঁর ঐতিহাসিক অবদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃসর্বশিক্ষা অভিযান, যা শিক্ষাকে সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। অর্থনৈতিক সংস্কার, যা দেশের অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তি দিয়েছে।- টেলিকম বিপ্লব, যা আজকের ডিজিটাল যুগের রূপরেখা তৈরি করেছে।- সড়ক উন্নয়ন ও সোনালী চতুস্কোণ প্রকল্প, যা যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে।- পরমাণু শক্তিধর ভারত, যার মধ্যে পোখরান পরীক্ষার সাহসী পদক্ষেপ রয়েছে।- কারগিল যুদ্ধ-এ সাহসী নেতৃত্ব এবং বৈজ্ঞানিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, যা দেশের অগ্রগতির দিশা দেখিয়েছে।তাঁর শাসনামলে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্ব ভারতকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। ২০১৪ সাল থেকে, তাঁর জন্মদিনটি ’Good Governance Day’ হিসাবে পালিত হচ্ছে, যা সুশাসনের প্রতিশ্রুতির প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে দৃঢ় করে।আজকের দিনে, এই মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করার সংকল্প করি। সকলকে Good Governance Day-এর আন্তরিক শুভেচ্ছা।

পূর্বস্থলীতে খাল বিল চুনো মাছ পিঠে পুলি ও প্রাণি পালন উৎসব উপলক্ষে প্রাণী পালন বিষয়ে আলোচনা এবং মুরগির ছানা বিতরণ

কালনা,২৬ডিসেম্বরঃখাল বিল চুনো মাছ পিঠে পুলির সাথে যুক্ত হয়েছে প্রাণী পালন উৎসব। আর সেই প্রাণী পালন উৎসব উপলক্ষে, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বাঁশদহ বিলের পাড়ে প্রাণীপালকদের উৎসাহিত করতে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী পালন দপ্তর। ২৫০ জন প্রাণীপালকদের ১০ টি করে মুরগির বাচ্চা তুলে দেয়া হয়। বৃহস্পতিবার ২৫০ জন উপভোক্তা কে হাঁসের বাচ্চা তুলে দেয়া হয়, এছাড়াও রয়েছে শংকর গাভী ও বকনা বাছুর প্রদর্শনী, প্রাণীপালকদের সুষম খাদ্য প্রদান। বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা সভা। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, ওএসডি শ্যামল সরকার, কাটোয়া ১ ব্লকের ব্লকের প্রাণিসম্পদ আধিকারিক সুদর্শন দাস, কালনা ১ ব্লকের প্রাণিসম্পদ আধিকারিক শান্তনু বর্মন, জেলা প্রাণিসম্পদ আধিকারিক রজত দাস, ব্লকের প্রাণিসম্পদ আধিকারিক গুরুপদ মান্ডি সহ আরো অনেকে।

সুযোগ প্রদান ও শিশুদের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়া দেশের পরম্পরার অংশঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ সুযোগ প্রদান ও শিশুদের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়া দেশের পরম্পরার অংশ। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ব্যতিক্রমী কৃতিত্বের জন্য ১৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১৭ জন শিশুকে সাতটি বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান করেন। ১৭ জনের মধ্যে সাতজন ছেলে ও ১০ জন মেয়ে। এই অনুষ্ঠানে সর্বকনিষ্ঠ পুরস্কার বিজয়ী হলেন কলকাতার মাস্টার অনীশ সরকার। যখন শিশুরা প্লে স্কুল এবং নার্সারি ক্লাসে থাকে। মাস্টার অনীশ বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং দাবা খেলোয়াড় হয়েছেন।রাষ্ট্রপতি মুর্মু এদিনের অনুষ্ঠানে বলেন, সুযোগ প্রদান ও শিশুদের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়া দেশের পরম্পরার অংশ। তিনি এই পরম্পরাকে আরও জোরদার করার ওপর জোর দেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, ২০৪৭ সালে যখন দেশ ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপন করবে, এই পুরস্কার বিজয়ীরা হবেন দেশের উজ্জ্বল নাগরিক। তিনি বলেন, এই ধরনের প্রতিভাবান ছেলে-মেয়েরাই উন্নত ভারতের নির্মাতা হয়ে উঠবে।

সিরিয়ার ঘটনাবলীর যৌথ কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলেঃসর্বোচ্চ নেতা

ইরান,২৬ডিসেম্বরঃইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেছেনঃসিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী, মূল হোতা হলো আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। চক্রান্তের প্রধান কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলে রয়েছে।এইসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি যে তাদের হাতে সে সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে। এসব প্রমাণ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, আজ (গত১১ ডিসেম্বর বুধবার) ইমাম খোমেনি হোসাইনিয়ায় ইসলামি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ীর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষ সাক্ষা করেছেন।এতে কোনো সংঃদেহ নেই যে সিরিয়ায় যা ঘটেছে তা আমেরিকা ও ইসরাইলের যৌথ পরিকল্পনার ফসল। হ্যাঁ, সিরিয়ার একটি প্রতিবেশী সরকার এ ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছে এবং করে যাচ্ছে- সবাই তা দেখছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। তিনি সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সাথে ইহুদিবাদী ও আমেরিকার আচরণকে এর অন্যতম প্রমাণ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, তারা যদি সিরিয়ার ঘটনার মূল হোতা না হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য দেশের মত তারা কেন নীরব থাকল না? কেন তারা শত শত স্থাপনা, বিভিন্ন কেন্দ্রের অবকাঠামো, বিমানবন্দর, গবেষণা কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বোমাবর্ষণ করার মতো অযাচিত হস্তক্ষেপ করলো?ঘটনার প্রথম দু’য়েক দিনেই সিরিয়ার ৭৫টি পয়েন্ট হামলার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছে আমেরিকা। বিপ্লবের নেতা এ প্রসঙ্গে বলেনঃ তাদের পাশাপাশি ইহুদিবাদীরাও সিরিয়ার ভূমি দখল করে তাদের ট্যাংক নিয়ে দামেস্কের কাছাকাছি চলে এসেছে। যেই আমেরিকা অন্যান্য দেশের ছোটখাটো সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনায় অনেক বেশি সংবেদনশীলতা দেখায়, তারা একটু প্রতিবাদও তো করলো না, উল্টো বরং তারা সাহায্য করেছে। তো, সিরিয়ার এই ঘটনায় কি প্রমাণ হয় না যে এইসব দুর্ঘটনার পেছনে তাদের হাত রয়েছে?হজরত আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী সিরিয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইহুদিবাদীদের জড়িত থাকার আরেকটি প্রমাণ ব্যাখ্যা করে বলেন শেষের দিনগুলোতে সিরিয়ার একটি অঞ্চলের জনগণের জন্য-বিশেষ করে জয়নাবিয়াহ-এলাকার জন্য

বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে কৃষিকাজ করতে হবে, কর্মশালায় পরামর্শ কৃষিমন্ত্রীর

আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ মাটির স্বাস্থ্য, পুষ্টির ঘাটতি ইত্যাদি কাটিয়ে ওঠার বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ সহ জমিতে শস্য নির্বাচন, মানচিত্র তৈরি করা এবং কৃষকদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গত বুধবার আগরতলায় নজরুল কলাক্ষেত্রে ত্রিপুরা ভূমি ব্যবহার, পরিকল্পনা এবং সমীক্ষা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।আইসিএআর এর নেশন্যাল ব্যুরো অফ সয়েল সার্ভে এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা আঞ্চলিক কেন্দ্র জোড়হাটের উদ্যোগে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন কৃষি ও কৃষি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দু দাস, সচিব অপূর্ব রায় সহ অন্যান্যরা।এই কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে জমির গুণগতমান পরীক্ষা করা হবে। কারণ আগামী প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে পরীক্ষিত জমিতে কোন ধরনের ফসল ফলানো যায় তা বিবেচনা করে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে কৃষিকাজ করতে হবে। মন্ত্রী জানান, বর্তমান সময়ে ডেভলপমেন্ট বা উন্নয়নের কথা কেউ বলে না। সবাই বলে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বা টেকসই উন্নয়ন।এই নিয়ে গোটা বিশ্বেই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য নীতি আয়োগে ১৩টি বিষয়কে চিহ্নিত করেছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার মাটির উর্বরা শক্তি ভালো। তথ্য দিয়ে তিনি জানান, রাজ্যে প্রতি হেক্টর জমিতে ৩ হাজার ২৯৯ কেজি ধান উপন্ন হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান করছে ত্রিপুরা।কৃষি মন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমানে রাজ্যের দক্ষিণ জেলা, গোমতী জেলা এবং সিপাহীজলা জেলা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর। খোয়াই, ধলাই এবং ঊনকোটি জেলায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এই সমস্ত জেলায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জোড় দিতে হবে। এদিনের কর্মশালায় ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে কৃষকদের নিয়ে ছোট ছোট কর্মশালা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আজ একদিনের জম্মু সফরে উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বরঃ শুক্রবার একদিনের সফরে জম্মু যাচ্ছেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।বৃহস্পতিবার উপরাষ্ট্রপতির সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতৃকা অডিটোরিয়ামে এসএমভিডিইউ ক্যাম্পাসে আয়োজিত দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। এই সফরকালে উপরাষ্ট্রপতি মাতা বৈষ্ণো দেবীর মন্দির এবং ভৈরব মন্দির দর্শন করবেন বলে জানা গেছে।

নটি বিনোদিনীর উদ্দেশে প্রণাম কুণালের

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর ঃশেষবারের মত নটি বিনোদিনীর মঞ্চে ওঠার দিনটিকে স্মরণ করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। গত বুধবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, ২৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৬। শেষবারের মত মঞ্চে উঠেছিলেন নটি বিনোদিনী। মুখে ছিল মন্ত্রঃহরি গুরু, গুরু হরি।শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মৃত্যু ১৬ অগাস্ট ১৮৮৬। তার ঠিক ১৩০ দিন পর বঙ্গ নট্যমঞ্চের নক্ষত্র বিনোদিনীর অকাল অবসর। সকলের সব অনুরোধ ফিরিয়ে মঞ্চের আলো থেকে সরে যান তিনি। স্বেচ্ছায়। এক অদ্ভুত জীবন।মৃত্যুপথযাত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ যখন শ্যামপুকুরের বাড়িতে, প্রবেশের কড়াকড়ি এড়াতে ছদ্মবেশে কোট প্যান্ট টুপিতে পুরুষ সেজে একটিবার দেখতে গেছিলেন বিনোদিনী। সঙ্গে কালীপদ ঘোষ। কেউ চিনতে না পারলেও ঠাকুর একবার তাকিয়েই হেসে বলেছিলেন সেই কথা, যা বারবার অনুপ্রাণিত করেছে বিনোদিনীকে।-মা, তোমার চৈতন্য হোক।টুপি খুলে ঠাকুরের পা জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন বিনোদিনী। সেদিনই বোধহয় মন ঠিক করে নেন ঠাকুর চলে গেলে তিনিও নিজেকে সরিয়ে নেবেন মঞ্চ থেকে। ২৫ ডিসেম্বর তাই নটি বিনোদিনীর শেষ অভিনয়।তখনকার সমাজ, গিরিশ ঘোষের সাহস, শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ, পতিতাপল্লী থেকে আসা ব্যক্তিগত জীবনের ভাঙাগড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে মঞ্চে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা, থিয়েটার বাঁচাতে আত্মত্যাগ ও বঞ্চনার যন্ত্রণা- বিনোদিনী সব মিলিয়ে হয়ে উঠেছেন বাংলা অভিনয়জগতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চরিত্র।নটি বিনোদিনীর উদ্দেশে জানাই প্রণাম। আমার ‘পুজারিনি’ উপন্যাসটিতে এই গোটা সময়টিকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। জীবনে আমি বহু ধরণের বহু লেখা, বই লিখেছি। কিন্তু আমার কাছে এটা আমার সেরা লেখা। সেরা কাজ। আমি তৃপ্ত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এটা আমাকে লেখার সুযোগ দিয়েছন। যদি মনে হয়, পড়ে দেখবেন।

আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কোনও আপস নয়, অভিনেতা ও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে বার্তা রেভন্থের

হায়দরাবাদ, ২৬ ডিসেম্বর ঃ তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভন্থ রেড্ডি বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদে তেলেগু অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। চলচ্চিত্র প্রযোজক সুরেশ বেবি, কে এল নারায়ণ, দামোধর, বিভিএসএন প্রসাদ, চিন্না বাবু, সুধাকর রেড্ডি চলচ্চিত্র পরিচালক কর্তলা শিবা, অনিল রবিপুদি, কে রাঘবেন্দ্র রাও, প্রশান্ত বর্মা শিল্পী নাগার্জুন, শিব বালাজি, ভেঙ্কটেশ প্রমুখ হায়দরাবাদের আইসিসিসি বিল্ডিংয়ে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন।সূত্রের খবর, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভন্থ রেড্ডি তেলেগু অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে বৈঠকে বলেছেন, আইন-শৃঙ্খলার বিষয়ে কোনও আপস করা হবে না এবং তেলেঙ্গানা সরকার তেলেগু চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির পাশে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, তেলেগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে অবশ্যই দায়বদ্ধ হতে হবে।

ফিরে দেখা ২০২৪, বিষয়ঃসরকারি কার্যক্রম ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

বিশেষপ্রতিবেদনঃ গুয়াহাটি, ১ জানুয়ারি ঃ গুয়াহাটি মহানগর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে চলাচলের জন্য ২০০টি বিদ্যুৎ পরচালিত যাত্রীবাহী বাস উৎসর্গ মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার।- গুয়াহাটি, ১৪ জানুয়ারি ঃ অসম সরকার মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য চালু করছে ’মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা’ প্রকল্প। এদিন এই প্রকল্প ঘোষণা করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।- গুয়াহাটি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃচালু অসম সরকারের ‘ সেতু পোর্টাল’। ফিঙ্গারপ্রিন্ট্রের বলে ৫০০-এর বেশি সরকারি পরিষেবা এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে।- সরভোগ (অসম), ২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বরপেটা জেলার অন্তর্গত সরভোগে ১০ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত মাল্টি ইউটিলিটি ভবনের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার।- রামকৃষ্ণনগর (অসম), ১ মার্চ ঃ করিমগঞ্জের রামকৃষ্ণনগরে প্রস্তাবিত ৫৭৮ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভূমিপুজন ও শিলান্যাস করেছেন ড. হিমন্ত বিশ্বশর্মা।- জাগিরোড (অসম), ৩ আগস্ট ঃ বহুজনের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং টাটা সনস লিমিটেডের চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরনের হাতে অসমের জাগিরোডে ২৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে প্রস্তাবিত সেমি কন্ডাক্টর প্ল্যান্ট -এর ভূমিপূজন।- পাথারকান্দি (অসম), ৪ অক্টোবর ঃরাজ্যের জন্যস্বাস্থ্য ও কারিগরি, দক্ষতা, নিয়োগ ও শিল্পদ্যোগ এবং পর্যটন বিভাগের মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়ার হাতে শ্রীভূমি (তদানীন্তন করিমগঞ্জ) জেলার অন্তর্গত রামকৃষ্ণনগর এবং পাথারকান্দিতে পৃথক দুটি সম-জেলা (কো-ডিস্ট্রিক্ট)-র উদ্বোধন।- গুয়াহাটি, ১৯ নভেম্বর ঃঅসমের করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন করে ‘ জেলা করতে সিলমোহর পড়েছে রাজ্য ক্যাবিনেটে।- গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বর ঃ বিজ্ঞপ্তি জারি করে অসমের করিমগঞ্জ জেলা ও করিমগঞ্জ শহরের নামাকরণ ‘ করেছে রাজ্য সরকার।- গুয়াহাটি, ২৬ নভেম্বর ঃঅসমের হোজাই জেলা সদরের বিদ্যমান নাম ‘ নগর’-এর পরিবর্তন করে নতুন নাম ‘ শংকরদেব নগর’-এ অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেস্টঃকনস্টাসকে কোহলির ধাক্কা নিয়ে তোলপাড়

মেলবোর্ন, ২৬ ডিসেম্বর ঃ ঘটনা বৃহস্পতিবার এমসিজিতে টেস্টের প্রথম দিনে। ম্যাচের ১০ম ওভার শেষে সিরাজের শেষ বলে সিঙ্গেল নিয়ে হাতের গ্লাভস খুলতে খুলতে অন্য প্রান্তের সতীর্থ ব্যাটসম্যান উসমান খাজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন স্যাম কনস্টাস। তখন উল্টো দিক থেকে বল হাতে এগিয়ে আসা বিরাট কোহলির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ধাক্কার পর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় কোহলি ও কনস্টাসের। মাঠের আম্পায়ারেরা এসে পরিস্থিতি শান্ত করেন।আইসিসির আচরণবিধিতে বলা আছে, ‘ যে কোনও ধরনের শারীরিক সংঘর্ষ নিষিদ্ধ। ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা না বুঝে, সেটা যেভাবেই হোক আম্পায়ার কিংবা অন্য খেলোয়া।রে সঙ্গে হেঁটে বা দৌড়ের সময় মুখোমুখি হয়ে পথে বাধা তৈরি করলে তারা আইনটি ভঙ্গ করবে।’ম্যাচ রেফারি পাইক্রফট মনে করেন, কোহলি লেভেল টু পর্যায়ের অপরাধ করেছেন। তার জন্য ৩ কিংবা ৪টি ডিমেরিট পয়েন্ট পেতে পারেন কোহলি। ৪ ডিমেরিট পয়েন্ট পেলে এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা হতে পারে কোহলির। সে ক্ষেত্রে সিডনির শেষ টেস্টে হয়তো খেলা হবে না কোহলির। ২০১৯ সালের পর থেকে কোহলি আইসিসির শাস্তি পাননি।

মেঘালয়ে বিএসএফ-এর হাতে ধৃত আরও তিন বাংলাদেশি ও দুই ভারতীয় দালাল

শিলং, ২৬ ডিসেম্বর ঃ মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড় জেলায় বিএসএফ-এর হাতে আরও তিন বাংলাদেশি ও দুই ভারতীয় দালাল ধরা পড়েছে। গত সোমবার পাকড়াও করা হয়েছিল ১৩ জন বাংলাদেশি নাগরিক এবং প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকার চিনি, মাদকদ্রব্য এবং একটি মোটর সাইকেল বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ।গত মঙ্গলবার বিএসএফ-এর ৪ নম্বর ব্যাটালিয়ন সূত্রে জানা গেছে, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সতর্ক জওয়ানরা পাঁচ ব্যক্তিকে আটক করেছেন। এদের মধ্যে তিনজন বাংলাদেশি নাগরিক এবং দুজন ভারতীয় দালাল। এই দালাল বাংলাদেশিদের পারাপার করতে সহযোগিতা করছিল। ধৃত পাঁচজনকে পাইনুরসলা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, এর আগে গতকাল বিএসএফ-এর জওয়ানরা পূর্ব খাসিপাহাড়া জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালানের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে

আবহাওয়া

বড়দিনেও জমজমাট শীত উপভোগ করতে পারল না মহানগরী। তাপমাত্রা এদিনও স্বাভাবিকের ওপরেই। উত্তুরে হাওয়া বাধা পাচ্ছে বলে ডিসেম্বরেও জাঁকিয়ে পড়ছে না শীত। ।বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৭ ডিগ্রি বেশি। আগামী সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। তবে কিছু জেলা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ কুয়াশাচ্ছন্ন থাকতে পারে। তবে, সতর্কতার মতো পরিস্থিতি নেই। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৬ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা৫৬মনিট এবং রাত ১ টা ৫৬মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৭মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫২মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১০ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার, ইংরেজীঃ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ১১ পৌষ, চান্দ্রঃ ২৬ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১১ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৫ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৬ পোইনু, আসামঃ১০ পুহ, মুসলিমঃ২৪-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরীশ্রীসফলা একাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৭ঃ০৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫৭ঃ০৪।চন্দ্র উদয় ঃশেষ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৫৪(২৬) এবং অস্তঃদুপুর ০১ঃ৫৩ঃ৪৭(২৭)।

কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃএকাদশী (নন্দা) রাত্রিঃ১১ঃ২২ঃ২৭ দং ৪২৪৩১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃস্বাতী সন্ধ্যা ঘ ০৫ঃ৩৩ঃ৫৮ দং ২৮১১৬০ পর্যন্ত পরে বিশাখাকরণঃবালব রাত্রিঃ১১ঃ২২ঃ২৭ দং ৪২৪৩১২.৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃসুকর্মা রাত্রিঃ১০ঃ২৫ঃ৩৪ দং ৪০২০৬০ পর্যন্ত পরে ধৃতিঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ১৭ঃ১০ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ২৯ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ২৩ঃ৪৯ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ০৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৫০ঃ২৯ থেকে - ০৯ঃ২৩ঃ৪৯ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৩ঃ৪৯ থেকে - ০৩ঃ৩৭ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৩০ঃ২৯ থেকে - ০৬ঃ১৭ঃ১০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ০৯ঃ৫০ঃ২৯ থেকে - ১০ঃ৩৩ঃ০৯ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৮ঃ৩০ঃ২৯ থেকে - ০৯ঃ২৩ঃ৪৯ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০২ঃ১৭ঃ০৯ থেকে - ০৩ঃ৩৭ঃ০৯ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৩ঃ৩৭ঃ০৯ থেকে - ০৪ঃ৫৭ঃ০৯ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১১ঃ৩৭ঃ০৯ থেকে - ০১ঃ১৭ঃ০৯ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮১১৯৫২ (১৯) ৪ পদচন্দ্রঃ৬২৫৪৫১৮ (১৬) ২ পদমঙ্গলঃ৩৯২১২১ (৮) ২ পদবুধঃ৭১৭৪৬২৮ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ১২০৩৩৬ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৯২৭৩৪৬ (২৩) ২ পদশনিঃ১০১৬৫২১৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯৫০৫৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯৫০৫৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ ধনু রাশি সকাল ০৭ঃ৩৭ঃ৪৯ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৯ঃ২৪ঃ৪২ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১০ঃ৫৮ঃ০৬ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১২ঃ২৯ঃ০৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০২ঃ০৯ঃ৪৪ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৪ঃ০৮ঃ০৭ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ২৭ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৩৭ঃ০৯ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১০ঃ৪৮ঃ৩০ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্রি ১২ঃ৫৮ঃ৪১ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১২ঃ৫১ পর্যন্ত। বৃশ্চিকরাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ২৮ঃ৩৫ পর্যন্ত।

প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে মধু বিক্রি করে বিকল্প কর্মসংস্থান খুঁজে পেল সুন্দরবনের কুলতলির ৫২ জন মৌলে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ২৬ ডিসেম্বরঃ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে মধু বিক্রি করে স্বনির্ভর ও বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেল সুন্দরবনের কুলতলির ৫২ জন মৌলে। জলে কুমির ডাঙায় বাঘ এই অতি প্রচলিত প্রবাদ বাক্যকে উপেক্ষা করেই সুন্দরবনের নদী জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরে কিংবা মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করেন অধিকাংশ সুন্দরবনবাসী। সুন্দরবনের নদী জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কিংবা মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রায়শই বাঘের হামলায় আহত কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত হয় মৎস্যজীবী কিংবা মৌলীদের। চলতি বছরেই এখনো পর্যন্ত সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনের শিকার হয়েছেন ১৮ জন মৎস্যজীবি। যার মধ্যে মারা গেছে ১১ জন মৎস্যজীবি। আর এবারে অভিনব পথ দেখালো কুলতলির মৈপীঠের ভুবনেশ্বরীর ৫২ জন মৌলে পরিবার। বাঘের হামলার সম্মুখীন না হয়েই তাঁরা সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ করেছে ও তা বিক্রি করে বছরে আয় করছেন কয়েক লক্ষ টাকা।

সুন্দরবনের ভুবনেশ্বরীর ৫২ জন মৌলে পরিবার মিলে ২০১৯ সালে তৈরি করেন সমবায় সমিতি। তৎকালীন দঃ২৪ পরগনা ডিএফও নভেন্দু গুপ্তর উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনদফতরের অন্তর্গত তিনটি পর্যটন কেন্দ্রে মৌমাছির বাক্স বসানোর কাজ শুরু হয় পরীক্ষামূলক ভাবে। জীবনে ঝুঁকি নিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ না করে তাঁরা বনি ক্যাম্প, চুলকাটি ও কলস দ্বীপের সংরক্ষিত এলাকায় মৌমাছির বাক্স বসিয়েসুন্দরবনের প্রাকৃতিক মধু সংগ্রহ করার কাজ শুরু করে। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে তাদের ব্যবসা ব্যাপক গতি পায়। ২০২৩ সালে দিল্লিতে বসেছিল জি- ২০

র আসর। যেখানে ৪২ টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা উপস্থিত হয়েছিলেন। আর সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তরফ থেকে রাষ্ট্র প্রধানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল উপহার সামগ্রীতে ভরা চন্দন কাঠের বাক্স। যে উপহার তালিকায় ছিল কাশ্মীরের কেশর থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিংয়ের সুস্বাদু চা এবং সুন্দরবনের মধু।

বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ৫২ টি মৌলে পরিবারের তৈরি হওয়া সমবায় সমিতির বনফুল মধুকেই সিলেক্ট করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। আর এরপরেই সুন্দরবনের মধুর চাহিদা বেড়ে গিয়েছে বেশ কয়েক গুণ। তাদের ব্র্যান্ড ভ্যালুও বেড়ে গিয়েছে। আর শীত পড়তেই সুন্দরবনের বনফুল মধুর চাহিদা ওঠে তুঙ্গে। অনলাইন কিংবা তাদের স্টোর থেকে বিক্রি হচ্ছে এই মধু। কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে শুরু করা এই ব্যবসা এখন দাঁড়িয়েছে বছরে আড়াই কোটি টাকা। আর সুন্দরবনের মধুর ব্যবসার রমরমার পুরো ক্রেডিট টাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই দিচ্ছেন সুন্দরবনের মৌলিরা। এই মধু বিক্রি করে এখন প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছেন কুলতলির মৌলে পরিবারগুলি।

সুন্দরবনের খলশে, তোরা, বাণী, কেওড়া ও গড়ান সহ বিভিন্ন ম্যানগ্রোভ গাছের ফুলের মধু যা সর্দি কাশি থেকে শুরু করে কাটা ও পোড়ায় অনিবার্য ওষুধ বলেই দাবি করছেন সুন্দরবনের মৌলেরা।

বনদফতর ও রাজ্য সরকারের কাছে তাদের আবেদন আরো বেশি করে মৌলেদের ঝুঁকিহীন ভাবে মধু সংগ্রহ করার জন্য আরো কিছু সংরক্ষিত পর্যটন কেন্দ্রে মৌমাছির বাক্স বসানোর অনুমতি দেওয়া হোক। এ ছাড়াও মৌমাছির বাক্স গুলি প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাই সরকার যাতে তাদের মৌমাছির বাক্সের বিমা করানোর ব্যবস্থা করেন তাহলে উপকৃত হয় সুন্দরবনের মৌলেরা।

গঙ্গার ঘাটের পাশের বনজঙ্গল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার ব্যবসায়ীর মৃতদেহ

শান্তিপুর, ২৬ ডিসেম্বরঃ গত ২৩ ডিসেম্বর সকালে ব্যবসার কাজে যান শান্তিপুরে। বেলা গড়িয়ে গেলে পরিবার থেকে ফোন করে হলে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেননি বাড়ির লোক। নিখোজ ডায়েরি করা হয় বগুলা থানায়।

অবশেষে শান্তিপুরের তারাপুর গঙ্গার ঘাটের পাশের বনজঙ্গল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, সময়ের গলার সোনার চেন ও হাতের সোনার আংটি ছিল, যা পাওয়া যায়নি। মোবাইলের সিম কার্ড পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, সরস্বতী পুজোয় বাচ্চা মেয়েরা যে বাসন্তী রঙের লালপাড় শাড়ি পরে, তাতে লাল পাড় বসানোর লেজার মেশিন রয়েছে গুপ্তিপাড়ায় সমর দাসের। কিন্তু সম্প্রতি শান্তিপুরের এক ব্যবসায়ী ওই মেশিন বসানো, শান্তিপুরের ক্রেতারা শান্তিপুর থেকেই ওই কাপড় কিনতে শুরু করেছিলেন।

শান্তিপুরের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলার জন্যই নাকি সমর গিয়েছিলেন।

প্রয়োজনে শান্তিপুরের থেকেও কম দামে ওই শাড়ি সরবরাহ করার ব্যাপারে নাকি কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তারপরই রহস্যমৃত্যু। পরিবার এই মৃত্যুর সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

বড়দিনে হাওড়ার ডোমজুড়ে গভীর রাতে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

ডোমজুড়, ২৬ ডিসেম্বরঃ ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে হাওড়ার ডোমজুড়ে গভীর রাতে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক যুবকের। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রচণ্ড গতিতে আসা বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের একটি বিদ্যুতের পোলে সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে। তাঁকে উদ্ধারের পর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃত যুবকের নাম রাহুল কোলে (১৯)। ডোমজুর থানা এলাকার নোনাকুন্ডু শিবতলার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। এদিন রাতে প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ ডোমজুড় থানা এলাকা বিশালক্ষী নাট্যসমাজ ক্লাবের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, এদিন রাতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ওই যুবক বাইকে করে ডোমজুড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে স্থানীয় ওই ক্লাবের কাছে হঠাৎই বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের পোলে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন রাহুল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এলাকার বাসিন্দারা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এলাকার বাসিন্দারাই তাঁকে ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

কল ট্যু একশন ১৮১ তম পৌষ মেলার ডাক

বোলপুর, ২৬ ডিসেম্বরঃ কল টু একশন এখন ১৮১ তম পৌষ মেলার ডাক। পূর্বপল্লী মেলার মাঠের উত্তর দিকে বিশ্বভারতীর দর্শন বিভাগের উল্টোদিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরামের ঝাঁচকচকে স্টল। সেখানে অহোরাত্র লাইভ সম্প্রচারে চলছে বিভিন্ন মিডিয়া পার্সন থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মূল্যবান বক্তব্য।

মিডিয়া ফোরামের নতুন প্রকল্প কল টু অ্যাকশন কীভাবে কাজ করবে তা নিয়ে তা নিয়ে বিস্তারিত জানালেন ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরামের উদ্যোক্তা মলয় পীট। তিনি জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের ডিজিটাল এবং অসংগঠিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের একত্রিত করে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রোমোশনের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে। বিশেষ প্রশিক্ষণ ও উন্নত স্ট্রাটেজির মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে সঠিক প্রচারের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে। জানা গেছে, কল টু একশন এক আধুনিকতম পরিসেবা মূলক কার্যকর প্রচেষ্টা। ফোন কলেই সার্ভিস প্রোভাইড এই লক্ষ্যে সাংবাদিকতা থেকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ভ্রমণ - সমস্ত ধরনের সামাজিক পরিসেবাকে এক ছাতার তলায় এনে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফোরাম এক যুগান্তকারী বিপ্লব আনতে চলেছে। এর কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন এজেন্সির মতোই বহুমুখী। কোন একটি কোম্পানির ভালো কাজকে চ্যানেলে প্রমোশন করে বিজনেস করার পথ সুগমে নতুন দিশারি এই ভাবনা।

তার ফলে কোম্পানি যেমন লাভবান হবে, তেমনি লাভবান হবে সেই মিডিয়া চ্যানেল। এক্ষেত্রে যোগসূত্রের কাজ করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম। একটি চুক্তিভুক্ত পদ্ধতিতে এই প্রমোশনের কাজ হলে আর্থিক লাভবান হবে বিভিন্ন ইউটিউব বা ফেসবুক চ্যানেল। এক্ষেত্রেও সার্ভিস প্রোভাইডার ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম। কোনো বিক্রেতার প্রোডাকশন, তার ফোন নম্বর দিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম বর্তমানে কেবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে স্যাটেলাইটে সম্প্রচার করবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরামের নিজস্ব এ্যাপসে পজিটিভ খবরের সাথে সাথে ফোন নম্বর দেওয়া থাকলে কাঙ্ক্ষিত প্রমোশন হবে কয়েক মুহূর্তে। ফোন নম্বরসহ খবরের লিঙ্ক দিয়ে পোস্ট হয়ে থাকলে সমস্ত নোটিফিকেশন চলে যাবে এ্যাপস ডাউনলোডারদের কাছে। এক্ষেত্রে কল টু একশনের জন্য প্রাথমিক কাজ হলো ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরামের এ্যাপস ডাউনলোড করা। তারপর লাইক ও শেয়ারিং যত হতে থাকবে, ততই লাভবান হতে থাকবে মিডিয়াপার্সন এবং পাশাপাশি প্রমোশনের ফলে লাভবান হবে কোনো ব্যবসায়িক সংস্থা। এইভাবে পারস্পরিক নির্ভরতামূলক সহযোগিতায় খুলে যাবে নিশ্চিত আয়ের পথ। সেক্ষেত্রে সদর্থক খবর হতে পারে সফলতার মূল চাবিকাঠি।

একটি শিল্প বান্ধব পরিবেশ তৈরির অনুকূলে থাকলে রাজ্যে শিল্প বাঁচবে, মানুষের চাকরি সুরক্ষিত থাকবে, কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা থাকবে। শুধু নেতিবাচক খবর নয়, ইতিবাচক খবরের মাধ্যমে এই বিপ্লব আনতে সক্ষম কল টু একশ্ বলে মনে করে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম।

যৌতুক হিসেবে পালঙ্ক দিতে না পারায় বিয়ের এক মাসের মাথায় স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ

সোনারপুর, ২৬ ডিসেম্বরঃ যৌতুক হিসেবে পালঙ্ক দিতে না পারায় বিয়ের এক মাসের মাথায় স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ। বরপনের দাবীতে বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালানো হত বলে অভিযোগ। স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। ঘটনায় স্বামী অরুপ নস্কর, শ্বশুর প্রণব নস্কর, ভাসুর স্বরুপ নস্কর ও বৌদি পুজা নস্করের বিরুদ্ধে সোনারপুর থানার খুনের অভিযোগ দায়ের। অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন বারুইপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি ক্রাইম ফয়সেল বিন আহমেদ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের চন্দনেশ্বর থানা এলাকার বাসিন্দা সীতা মন্ডল (১৮) এর সাথে দেখাশোনা করে বিয়ে হয় সোনারপুর থানা এলাকার কালিকাপুর মুড়োগাছির বাসিন্দা অরুপ নস্করের সাথে। মাত্র এক মাস আগে ১৭ নভেম্বর বিয়ে হয় তাদের। স্বামী অরুপ নস্কর কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানা এলাকায় একটি লেদার কারখানায় কাজ করত। বিয়ের পর থেকেই পনের দাবিতে তার উপর অত্যাচার চালানো হত বলে অভিযোগ। ২৪ ডিসেম্বর রাতে শেষবারের মত পরিবারের সাথে কথা হয়। ২৫ ডিসেম্বর সকালে বারবার বাবা ও মা সীতার ফোনে ফোন করলেও ফোন ধরেনি। দুপুরবেলা মেয়ের বাবাকে ফোন করে মেয়ে মারা গিয়েছে বলে জানানো হয়।

বৃদ্ধার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য হাওড়ায়

হাওড়া, ২৬ ডিসেম্বরঃ এক বৃদ্ধার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ার ডোমজুড়ে। বাড়ির কাছেই একটি গাছে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার বড়দিনে ওই ঘটনা ঘটে। গাছের ডালে মশারির নেট দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারাই। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম অলোকা বৈদ্য (৭২)। ডোমজুড়ের তেতুলকুলি জলা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় পুলিশ। বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

মাছ ধরার হরেক কিসিমের জাল পৌষমেলায়

শান্তিনিকেতন, ২৬ ডিসেম্বরঃ শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর মাঠে পৌষ মেলায় এবার হরেক কিসিমের মাছ ধরার জাল। কোনোটার নাম খেয়া জাল। আবার কোনোটার নাম ফাঁসি জাল, পেট জাল, ফ্যাকা জাল। মাছেভাতে বাঙালির জন্য এই বিপুল আয়োজনের দেখা মিলবে মেলার দক্ষিণ দিকে নাগরদোল্লার পিছনের গেটের প্রবেশ পথে। সেখানে গুনগুনিয়ে জাল বিক্রেতা সুর ভেঁজে চলেছেন, মাছের মতো সেরা দেখি অল্প জলের তিঁতকুটি। সারা বাজার ঘুইরা মরি। পাই না আমি সরপুঁটি। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, মোট চারজনের দল দশ হাজার টাকা দিয়ে স্টল কিনেছেন। বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মণ্ডহারবারের কলসবাজার। একজনের নাম কুতুবউদ্দিন মোল্লা। তিনি জানালেন, তার কাছে মেশিনের তৈরী ও হাতে বোনা জাল দুইই আছে। হাতে বোনা জালের দাম পাঁচ হাজার। মেশিনে বোনা জালের দাম অনেক কম। তবে মানের তরিতফাৎ আছে-- জানালেন পাশেই বসে থাকা মহম্মদ আব্দুল খালেক ও সইফুল আলম। কুতুবউদ্দিন জানান, খেয়া জাল হাজার থেকে তিন হাজার পর্যন্ত দাম। ফাঁসি জাল পঞ্চাশ টাকা থেকে হাজার পর্যন্ত।

ফ্যাকা জালের কোনোটার আঠারোশো। আবার কোনোটার তিন হাজার। তিনি আরও জানান, মেশিনে বোনা জালগুলো তামিলনাড়ু থেকে আসে। তারা বড়ো বাজারে কিনে কাটিংকরে মাছ ধরার উপযোগী জাল বানান। জানা গেল, এই মাছ ধরার জাল বিক্রি করতে কুতুবউদ্দিন আসেন শান্তিনিকেতন পৌষমেলায়, জয়দেব মেলায় এবং পাথরচাপুরি মেলায়। এই মাছ ধরার জাল বিক্রি করে স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে নিয়ে তাঁর পাঁচ জনের সংসার। বড় মেয়ে মেঘনা খাতুন নবম শ্রেণিতে পড়ে। আরেক মেয়ে তাসমিনা ক্লাস ওয়ানে পড়ে। আর ছোট ছেলে আল আমিন মোল্লা খুবই ছোট। কুতুবউদ্দিন জানায়, পঁচিশ ডিসেম্বর তাঁর আবাস যোজনার টাকা ঢোকার কথা ছিল। এখনো পান নি। এদিকে মেলায় পড়ে আছেন। একটু চিন্তা হচ্ছে বৈকি।

শপিং মল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরঃ বাংলার নিজস্ব ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতে সমস্ত জেলা সদরে বিশেষ শপিং মল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। নবান্নে আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সাংবাদিকদের বলেন, এজন্য জমি চিহ্নিত করার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। তা মল তৈরি করতে আগ্রহী সংস্থাকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। তবে মলের দুইটি তলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে তাদের উৎপন্ন পণ্য বিপণনের জন্য দিতে হবে। এই শর্তেই আগ্রহী সংস্থাকে দেওয়া হবে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানান, চর্মশিল্পে বাংলার খ্যাতি এখন বিশ্বজোড়া। এবার দেশ-বিদেশ থেকে আগত পর্যটকদের সামনে একে আরও ভালো ভাবে তুলে ধরতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আলিপুর জেল মিউজিয়ামের সামনে চর্ম ও কুটির শিল্প সামগ্রীর একটি শপিং মল তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। যেটি রূপায়নের কাজ করবে হিডকো। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ওই শপিংমলের ৫০ শতাংশ জায়গাতেই থাকবে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সের উৎপাদকদের তৈরি বিভিন্ন চর্মজাত পণ্য। আর বাকি ৫০ শতাংশ জায়গায় থাকবে বাংলার শাড়ি সহ হস্তশিল্পের সম্ভার। এছাড়াও আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে দমকল বিভাগে ২৬৪ জন কে নতুন পদে নিয়োগ করা হবে বলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। জঙ্গিপুর ও দাইহাট এই দুটি নতুন কেন্দ্র ছাড়াও মোট ছটি অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্রে বিভিন্ন পদে ৪৪ জন করে নিয়োগ করা হবে।

সপ্তাহ ব্যাপী দক্ষিন বারাশত সংস্কৃতি মেলার সূচনা করলেন জয়নগরের সাংসদ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৬ ডিসেম্বরঃ দক্ষিন বারাশত এলাকায় সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে চলেছে দঃ বারাশত সুটেন্ডস এন্ড ইয়ুথ কালচারাল ফোরাম। আর তাদের উদ্যোগে মঙ্গলবার দঃ বারাশত হাইস্কুলে ২৪ তম বর্ষের দঃ বারাশত সংস্কৃতি মেলা শুরু হলো। চলবে ৩০ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। মঙ্গলবার এই মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, দঃ বারাশত সারদামনি বালিকা

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রাবণী ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, দঃ বারাশত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবদীপ ভট্টাচার্য, অনিমেষ হালদার,কমল কুমার মিত্র, বাসুদেব রায় মন্ডল সহ আরো অনেকে। এই এক সপ্তাহ ব্যাপী মেলাতে মোট ২৫ টি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। এছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, আলোচনা সভা ছাড়া একাধিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হচ্ছে।

আবাস যোজনার টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তোলাবাজির অভিযোগ

বনস্পতি দে, আরামবাগ হুগলি, ২৬ ডিসেম্বরঃ আবাস যোজনার টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তোলাবাজি শুরু করেছেন এলাকার এক দাপুটে তৃণমূল নেতা ও তার লোকজন। এ বিষয়ে কেউ কিছু বললে হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে। আরামবাগের আরান্ডি১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আরাকুল গ্রামে এই অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ায় । ঘটনার প্রতিবাদ করায় ওই এলাকার আরও এক তৃণমূল নেতা শেখ আব্বাসউদ্দিনকে বেধড়ক মারধর করা হয়। তিনি আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, আরান্ডি১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আরাকুল গ্রামে আবাস যোজনায় এ বার প্রায় ১৬ জন উপভোক্তা বাড়ি পেয়েছেন। অভিযোগ, এই এলাকার প্রাক্তন প্রধান সোহরাব হোসেন মানুষকে ভয় দেখিয়ে টাকা তুলছেন। তাঁর ভাইপো আরাফাত দলবল নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা তুলে আনছেন। ইতিমধ্যে চাপে পড়ে অনেকে টাকা দিয়েও দিয়েছেন। এই অবস্থায় গ্রামের মানুষকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝানোর কাজ শুরু করেছিলেন ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী শেখ আব্বাসউদ্দিন। বুধবার সকালে তিনি এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন। অভিযোগ, এ দিন সন্ধ্যায় সোহরাব ও আরাফতের লোকজন বেধড়ক মারধর করে আব্বাসউদ্দিনকে। আক্রান্ত নেতা বলেন, 'পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে কোনও দিন আমি খুন হয়ে যেতে পারি। কারণ, এই কাজে আমি বহুবার বাধা দিয়েছি। সব জেনেও চুপ করে রয়েছে পুলিশ।' তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি মুন্সি ইকবাল বিষয়টি দেখছেন। এলাকার বাসিন্দা সঞ্চিতা অধিকারী, দিলীপ অধিকারী, মমতা অধিকারী বাড়ি পেয়েছেন। অভিযোগ, আরাফত এসে তাঁদের কাছ থেকেও টাকা নিয়ে গিয়েছেন। সঞ্চিতা বলেন, 'তৃণমূল আমরাও করি। আমাদেরও টাকা দিতে বাধ্য করেছে সোহরাব ও আরাফত। টাকা না দিলে এখান থেকে বেরনো যাবে না।

ভয়ে পুলিশে অভিযোগ করতে পারছি না।' বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, সব জেনেও চুপচাপ প্রশাসন। আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, 'কেউ অভিযোগ করেনি। তবু আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।' অভিযোগ অস্বীকার করে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা শেখ আরাফত বলেন, 'এ রকম ঘটনা ঘটলে প্রশাসন তার ব্যবস্থা নিক। আমরা কোনও মারধর করিনি।'

জন্মতিথি পালন করল রামকৃষ্ণ মঠ

বারাসাত, ২৬ ডিসেম্বরঃ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৭২ তম এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের ১৭১ তম জন্মতিথি উপলক্ষে বারাসাত রামকৃষ্ণ মিশনে পাঁচ দিনব্যাপী যে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল বৃহস্পতিবার তা শেষ হলো। রামকৃষ্ণ মিশন মঠ বারাসাতের তরফ থেকে স্বামী প্রাণেশ্বরানন্দ মহারাজ জানান প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরেও সারোদা মায়ের জন্ম তিথি অর্থাৎ কৃষ্ণা সপ্তমী থেকে কৃষ্ণা একাদশী পর্যন্ত এই পাঁচ দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন মঙ্গলারতী, বেদ পাঠ, স্তবগান, বিশেষ পুজো, পাঠ, ভজন - কীর্তন, যাত্রা এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসীবৃন্দ দ্বারা পরিবেশিত বৈকালিক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। আজ অনুষ্ঠানের শেষ দিনে স্বামী শিবানন্দ শির্ষক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছেন বামুনমুড়া রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দুর্গাত্মানন্দ মহারাজ, বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ- সাধারণ সম্পাদক স্বামী বলভদ্রানন্দ মহারাজ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজ প্রমূখ। এই অনুষ্ঠানের শেষে বারাসাত রামকৃষ্ণ মিশনের তরফ থেকে কালীপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। পাঁচ দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ বারাসাত সহ বেলুড় মঠ, কল্যাণী, নিমপীঠ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গোলপার্ক ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গা থেকে অতিথিরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

বাংলাদেশের আশু সমাধান করতে অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরামের আলোচনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরঃ অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরাম বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক এই সিম্পোজিয়ামটি আয়োজন করছে হোটেল পিয়ারলেস ইনে কলকাতায়। উল্লেখ্য, গত চার মাস ধরে বাংলাদেশে

হিন্দু সম্প্রদায় ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের পর স্থানীয় গুণ্ডাদের দ্বারা যন্ত্রণাদায়ক নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে। আমাদের জন্য এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন সত্ত্বেও, মোঃ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বর্তমান অস্থায়ী সরকার কার্যত নীরব এবং পুলিশ প্রশাসন উক্ত গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বরং তারা বাংলাদেশে হিন্দুদের সম্পত্তি ও সবকিছু ধ্বংস করতে উক্ত গুণ্ডাদের উস্কানি দিচ্ছে। অতএব, এটি মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার এবং আন্তর্জাতিক আইনের সরাসরি লঙ্ঘন। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলি হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো এবং সহিংসতা উস্কে দেওয়ার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এর ফলে গণহিংসা, মন্দির ধ্বংস, পরিবারের বাস্তুচ্যু তি ঘটেছে, এবং সম্প্রদায় নেতাদের অন্যায্য নির্যাতন। বিশেষ করে, হিন্দু ধর্মীয় নেতারা নির্বিচারে আটক এবং মিথ্যা অভিযোগের সম্মুখীন হচ্ছেন, যা সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক নেতৃত্বকে ক্ষুন্ন করছে। বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষের এই বিষয়গুলি সমাধানে নিষ্ক্রিয়তা সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। অতএব, এই ক্রিয়াগুলি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন করে। বাংলাদেশে হিন্দুদের আরও লঙ্ঘন রোধ এবং নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং অধিকার নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য। এই পরিস্থিতিতে, আমরা জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এবং বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি যে-১. ধর্মীয় নেতাদের মুক্তি, আটক হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের অবিলম্বে মুক্তিএবং তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ খারিজ। ২. অনলাইন ঘৃণা মোকাবেলা ঘৃণ্য বক্তব্য রোধে কঠোর নিয়ম প্রয়োগ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলিকে জবাবদিহি করা। ৩. সহিংসতার তদন্ত হিন্দুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার তদন্ত এবং অপরাধীদের বিচারের জন্য একটি স্বাধীন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।৪. সুরক্ষা জোরদার করা, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রক্ষা এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রচারের জন্য শক্তিশালী আইন বাস্তবায়ন। ৫. বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর গণহত্যা সংঘটিত করার জন্য মোঃ ইউনুসের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত বিচার করেছে এবং বিচারের পর মোঃ ইউনুসকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেওয়া উচিত। তাই অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরাম এই সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যে সমগ্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে অনুরোধ করছে । এদিন আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া ফোরামের মুখপাত্র ও আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জি, বিচারপতি দীপক সাহারায়, বিচারপতি সি.এস.কারনান কর্নেল সৌমিত্র রায়, ব্রিগেডিয়ার দেবাশীষ দাস, কর্নেল পৃথ্বীরঞ্জন দাস , কেরিয়ার রাষ্ট্রদূত এবং আইনজীবী অশোক দাস অধিকারী সহ অন্যান্যরা।

সরকারি বিধি নিষেধের ফলে সুন্দরবনে ভ্রমণে বাধায় পর্যটকেরা

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ২৬ ডিসেম্বরঃ এবার সুন্দরবন ভ্রমণে এসে সমস্যায় পর্যটকরা, জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি না মেলায় হতাশ অনেকেই। প্রতি বছর শীতের মরশুমে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য ঢল নামে পর্যটকদের। কিন্তু এবার সুন্দরবন ভ্রমণে এসে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে অনেক পর্যটককেই। কারণ জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি মিলছে না। আর অনুমতি না মেলায় লোকালয় লাগোয়া নদী বক্ষে ভ্রমণ সেরেই ফিরতে হচ্ছে অনেককেই। আর সে কারণে ক্ষুব্ধ হতাশাগ্রস্থ পর্যটকেরা। গত ১লা ডিসেম্বর থেকে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে প্রতিদিন পাঁচ হাজারের জন পর্যটক সহ ১৫০টি লঞ্চ ও ভুটভুটি জঙ্গলে ভ্রমণের জন্য যেতে পারবেন। অনলাইনে বুকিং করেই তাঁরা সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের জঙ্গল ও বন্য প্রাণ দেখার সুযোগ পাবেন। অনলাইনে

নির্ধারিত পর্যটক সংখ্যা পূরণ হয়ে গেলেই আর মিলছে না কোনো বুকিং। ফলে সমস্যায় পড়ছেন পর্যটকেরা। হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে তাঁদেরকে, অথবা গভীর জঙ্গল লাগোয়া নদী, খাঁড়ির পরিবর্তে লোকালয় লাগোয়া এলাকায় নদীবক্ষে ভ্রমণ করেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হচ্ছে তাঁদেরকে। আগে অফলাইনে মিলত পর্যটকদের অনুমতি। কিন্তু সম্প্রতি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প সম্পূর্ণ অনলাইনেই বুকিং ব্যবস্থা চালু করেছে। পর্যটক পিছু অনুমতি মূল্য, জলযানের অনুমতি মুল্য, গাইডের অনুমতি মূল্য সবই বাড়ানো হয়েছে সম্প্রতি। সে সবে সমস্যা না হলেও পর্যটকদের প্রবেশের উদ্ধসীমা বেধে দেওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। কারণ সারা বছর সেই পরিমাণ পর্যটক সুন্দরবন ভ্রমণে আসেন না, যতটা আসেন এই শীতের ভরা মরশুমে। এখন প্রতিদিন গড়ে দশ থেকে বারো হাজারের বেশি পর্যটক আসছেন সুন্দরবন ভ্রমণে। সেখানে অর্ধেকের বেশি জঙ্গলের অভ্যন্তরে ভ্রমণের অনুমতি না পেয়ে হতাশ হচ্ছেন। সোদপুরের বাসিন্দা নির্মল সরকার, সুবোধ মজুমদাররা বলেন, ''পরপর দুদিন চেষ্টা করেও অনলাইনে বুকিং করতে পারিনি। তাই হতাশ হয়েই এবার ফিরে যেতে হলো আমাদের। এদিকে এই সমস্যার ফলে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিদিনই বচসায় জড়াচ্ছেন পর্যটকরা। প্যাকেজ বুকিং করে এসে জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ তাঁদের অনেকেই। ক্যানিং ও কুলতলির পর্যটন ব্যবসায়ী নিউটন সরকার, নিতাই রায়, নিমাই মন্ডল সহ আরো কয়েকজন বলেন, ' অন্তত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যদি বন দফতর এই উর্ধ্বসীমার নিয়ম শিথিল করতো তাহলেও কিছুটা সামলানো যেত। এখন প্রতিদিনই পর্যটকদের সাথে ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে। বেড়াতে এসে তাঁরা জঙ্গল দর্শন না করে ফিরে যাচ্ছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ ও করছেন। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, ' জঙ্গলে আমরা নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি পর্যটকদের ঢুকতে দিতে পারি না। কারণ ওখানে বন্য প্রাণ রয়েছে। অতিরিক্ত জলযান প্রবেশে পরিবেশে দূষণ বাড়বে। ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষার জন্য, সুন্দরবনকে রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগে অফলাইনে বুকিং চালু থাকায় নিয়ম থাকলেও তা কার্যকর হয় নি। কিন্তু এখন অনলাইনে সেই নিয়মের বাইরে কিছুই করা সম্ভব নয়। আর এই ভরা মরশুমে সুন্দরবনে এসে হতাশ পর্যটকরা চায় সরকারি নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হোক।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৭ সংখ্যা, শুক্রবার ১১ পৌষ, ১৪৩১

ভারতের সমর শক্তি

ভারতের সমর শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে বিরোধী শক্তিগুলি। তারা ভারতের সঙ্গে যেমন বন্ধুত্ব করছে পাশাপাশি আবার ভারত বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। এইদিকে ভারত সজাগ দৃষ্টি রাখতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত এখন আর কাউকে বিশ্বাস করছে না। বিশ্বাসের মাসুল দিতে হয়েছিল চিন ভারত যুদ্ধের সময়ে। ভারত সামরিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে চিন ভারত আক্রমণ করে। চিনকে ভারত আর বিশ্বাস করে না। সেই কারণে ভারত ক্রমশ সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। তাতে চিন বেশ ক্ষুব্ধ। পাকিস্তান আর কোনও ট্যাফু করছে না। সামরিক শক্তিতে ভারত চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে বলে বিশ্ব সামরিক সমীক্ষা থেকে জানতে পারা গিয়েছে। শীর্ষ স্থানে রয়েছে আমেরিকা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছ রাশিয়া এবং তৃতীয় স্থানে রয়ছে চিন। তালিকার সবার পিছনে রয়েছে ভূটান। ২০০৬ সাল থেকে গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ার মিলিটারি স্ট্রেংথ র‍্যাঙ্কিং একটি সমীক্ষা চালাতে শুরু করে দিয়েছিল। এটিই তার ফসল বলা যেতে পারে। ৬০টি বিষয়ের ওপরে ভিত্তি করে ১৫৫টি দেশকে নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল সেনা বাহিনীর সংখ্যা, তাদের সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা, সামরিক সরঞ্জাম, ভুপ্রকৃতিগত অবস্থান, মজুত থাকা রসদ প্রভৃতি। এই সমস্ত খতিয়ে দেশে প্রতিটি দেশকে পাওয়ার ইনডেক্স স্কোর দেওয়া হয়েছে। সেই সংখ্যা যত কম সেই দেশ ততখানিই শক্তিশালী। এবছর ভারত সহ চারটি দেশ আগেকার অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছে। ভারত ক্রমশ সামরিক শক্তি দিয়ে বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। আগামি দিনে আরও সামরিক অস্ত্র তৈরি এবং মজুত করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। ইজরায়েলের সামরিক প্রযুক্তি নিয়ে ভারত যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ইজরায়েল ভারতকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে বলে আস্বাস দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে লক্ষদ্বীপে ইজরায়েলের ইঞ্জিনিয়াররা প্রবেশ করেছে। সেখানকার পানীয় জলের প্যান্ট তৈরি করার দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করেছে। ইজরায়েল লক্ষদ্বীপে প্রবেশ করলে মলদ্বীপে রাজনৈতিক উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে বলে সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। ২০০৬ সাল থেকেই আমেরিকা শীর্ষস্থান অধিকার করে রেখে দিয়েছে। আমেরিকার পাওয়ার ইনডেক্স হল ০.০৬৯৯। রাশিয়ার ০.০৭০২। আর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে চিন। তার পাওয়ার ইনডেক্স হল ০.০৭০৬। ভারতের ইনডেক্স হল ০.১০.২৩। তার ফলে ভারত এখন বেশ কিছু ক্ষেত্রে চিনের থেকে পিছিয়ে রয়েছে। গত বছর ব্রিটেন ছিল পঞ্চম স্থানে। এবার উত্তর কোরিয়া সেই স্থান দখল করে নিয়েছে। ব্রিটেন রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে। পাকিস্তান সপ্তম স্থানে রয়েছে। দশম স্থানে রয়েছে ইতালি এবং একাদশ স্থানে ফ্রান্স।

মোবাইল আশক্তি থেকে

বই পাঠক তৈরি করে সেটা বোঝা উচিত। বিমল মিত্র 'আসামি হাজির' বইটি লিখলেন। সেই বইটিও পাঠক তৈরি করেছে। বিশাল লেখার সমাহারে বইটি তৈরি হয়েছে। এই বিশাল বইটির গল্পের মধ্যে একটি ছন্দ রয়েছে। সেই লেখার ছন্দই পাঠকদের বই পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে। বিমল মিত্রের আর একটি বই রয়েছে তার নাম হচ্ছে 'বেগম মেরি বিশ্বাস'। মহাভারত আকারে বই বলা যেতে পারে। বাংলার নবাবের পতন এবং ইংরেজ শাসনের সূচনার পটভূমিকায় বইটি লেখা হয়েছে। বইটি পড়তে শুরু করলে একেবারে শেষ না করে ওঠা একেবারে অসম্ভব। বিশাল আকারের লেখা উপন্যাসটি পড়তে একেবারে বিরক্ত লাগবে না। তখন বই পড়ারা একটা নেশা ছিল। আবার উল্লেখযোগ্য লেখকেরাও ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই উন্নতমানের বই লিখতে পারতেন। শংকরের লেখা 'কত অজানারে' বইটি কতগুলি সংস্করণ হয়েছে তা বোধ হয় কেউ জানে না। প্রতি বছরই এই বইটি সংস্করণ হয়েছে। বাঙলিরা প্রত্যেকেই এই বইটি পড়েছেন। আবার তাঁর লেখা আর একটি বই 'চৌরঙ্গী' বইটিও খ্যাতি অর্জন করেছে। বাঙালি জীবনে 'স্যাটা বোস' চরিত্রকে নিয়ে আসেছিলেন লেখক শংকর। ফার্ন রোডে আর একজন গোয়েন্দা লেখক থাকতেন। তিনি ছিলেন ডাক্তার নীহাররঞ্জন রায়। তিনি গোয়েন্দা উপন্যাস গল্প লিখতেন। তাঁর গোয়েন্দা চরিত্র ছিল কিরীটী রায়। 'কালো ভ্রমর' বিখ্যাত গোয়েন্দা বই। দস্যু কালো ভ্রমরের সঙ্গে কিরীটা রায়ের গ্রেফতারের গল্প। দস্যু কালো ভ্রমরকে ধরতে পারছে না গোয়েন্দা কিরীটি। দস্যুকে ধরতে বর্মা পর্যন্ত ছুটে গিয়েছে। চোখে ধুলো দিয়ে দস্যু কালো ভ্রমর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কিরীটী তাকে ধরতে পিছু ধাওয়া করেছে। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো গল্প। আসলে বই লেখা হবে একেবারে সরস করে। সরস বই লেখক হতে পারলে তাকে আর বই ছাপানোর কথা চিন্তা করতে হবে না। পাঠকেরা প্রকাশদের বিবক্ত করে ছাড়বে। প্রকাশ নিজেদের বাঁচার তাগিদে লেখকের বইটি প্রকাশ করবে। প্রকাশ হয়ে বইটি অপেক্ষামান পাঠকদের হাতে পড়তে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পারে প্রকাশকেরা। কার্টুন শিল্পী নায়ারণ দেবনাথ নিজে ছবি আঁকতেন এবং গল্প লিখতেন। তিনি নিজেই সেই গল্প তৈরি করতেন। তাঁর সৃষ্টি চরিত্রগুলির মধ্যে বিখ্যাত হয়েছে 'বাঁটুল দি গ্রেট' এবং 'হাঁদা ভোঁদা'। এই সব কার্টুন এক সময়ে পাঠক সৃষ্টি করেছিল। শিশু পাঠক তৈরি হয়েছিল। এখন শিশুরা মোবাইল দিয়ে কার্টুন দেখে। কিন্তু যখন মোবাইল ছিল না তখন ছিল 'শুকতারা' এবং 'শিশুসাথী' বা 'মৌচাক' এর মতো শিশুদের মাসিক পত্রিকাগুলি। শিশুদের বহু বইও ছিল পড়ার মতো। 'ঠাকুমার ঝুলি', 'রাক্ষস খোকস', 'ঠাকুরদার ঝুলি'।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেন যে মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্থ হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগত রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে।

খেতরির রাজার জলসাঘরে ময়না বাঈ স্বামী বিবেকানন্দকে ভজন সঙ্গীতের সুরে মুগ্ধ করলে বাঈজীকে 'মা' বলে স্বীকৃতি দিলেন সন্ন্যাসী

রবীন্দ্র কুমার শীল

খেতরির রাজসভায় বসে রয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। পাশে বসেছেন খেতরির রাজা। খেতরির রাজসভায় একজন বাঈজী এসেছেন গান শোনাতে। স্বামী বিবেকানন্দ রাজার সঙ্গে কথা বলতে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একনিষ্ঠ সাধক এবং ধার্মিক সন্ন্যাসী। রাজা তাঁকে বাঈজীর গান শোনার জন্য অনুরোধ করলেন সঙ্কোচ নিয়ে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে রাজি ছিলেন না। কিন্তু রাজা তাঁকে বহুবার অনুরোধ করলেন। তিনি স্বামীজীকে বললেন, আপনি সঙ্গীত করেন। সঙ্গীতের রেওয়াজ আপনার আছে। বহু সঙ্গীত আপনি নিজ কণ্ঠে পরিবেশন করেছেন। সঙ্গীত সম্পর্কে আপনার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। আমি আপনাকে বাঈজীর গান শুনতে বলছি একটি মাত্র কারণে এর গান সত্যিকারের রেওয়াজি গান। গানের মধ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুর তাল রয়েছে যা আপনাকে অবাক করে দেবে। একজন বাঈজী কী করে এই রকম গান গাইতে পারে তা সাধারণ ভাবে বলা একেবারে অসম্ভব। আপনি গান আগে শুনুন। তারপরে আপনার ভালো না লাগলে আপনি উঠে যাবেন। বাঈজীর গান বলে একে অবহেলা করবেন না। স্বামী বিবকোনন্দ এবারে রাজি হলেন। বাইজী গান ধরলেন-' প্রভু মোর অবগুণ চিত না ধর, সমদর্শী হ্যায় হাম তুমহারা।' এই গান শুনে স্বামী বিবেকানন্দ আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। বাঈজী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার কথা বললেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। তাঁকে মাতা বলে সম্বোধন করলেন। এর পর থেকে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর যতবার দেখা হয়েছে তত বারই স্বামীজী তাঁকে মা বলে ডেকেছেন। মায়ের সম্মান দিয়েছেন। খেতরি রাজসভায় গেলেই তিনি রাজাকে বলতেন যে 'মাকে ডাকুন আমি তাঁর গান শুনবো।' এই ঘটনার বহু পরে বেলুড় মঠের একজন সন্ন্যাসী রাজস্থানের খেতরিতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন সেই বাঈজীর পরিচয় বের করার জন্য। তিনি সেই বাঈজীর পরিচয় বের করেন। সেই বাঈজীর নাম ছিল ময়না বাঈ। ময়না বাঈ ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী। তিনি রাজস্থানের সব রাজ প্রসাদে গান গেয়েছেন। সব রাজারা তাঁর গান শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতো। কিন্তু কোনও একটি অজানা কারণে দেখা গেল যে ময়না বাঈজী আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বামী বিবেকানন্দকে গান শোনাবার পরে তাঁর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। রাজারা বহু তাঁর খোঁজ করেছিলেন কিন্তু কোথাও তাঁর দেখা পাওয়া অসম্ভব হয়ে গেল। তবে আন্দাজ করা যায় যে রঙীন জগত থেকে তিনি কেন নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে

নিয়ে গিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের দেখা পাওয়ার পর তিনি হয়তো কোনও শক্তি, কোনও উপলব্ধি লাভ করেছিলেন যা তিনি আগে আর কারোর কাছ থেকে পাননি। রামকৃষ্ণ মিশনের সেই সন্ন্যাসী ময়না বাঈজের অনুসন্ধান শুরু করলেন। তিনি গোটা রাজস্থান চষে ফেললেন। বহু খোঁজার পর তিনি সন্ধান পেলেন ময়না বাঈয়ের। তখন তিনি বৃদ্ধা। অশীতিপর ময়না বাঈ তখন সেই গ্রামে একটি ছোট কুটিরে দিন গুজরান করছেন। অসহায় সম্বলহীন। তিনি সেখানে একা থাকেন না। তাঁর সঙ্গে থাকে তাঁর আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণের একটি ছবি এবং অপর ছবিটি হল স্বামী বিবেকানন্দের। এই দুটি ছবি নিয়েই চলে তাঁর দিনযাপন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে সব সময়ে মা বলে সম্বোধন করেছেন এটা তিনি কোনও দিনই ভুলতে পারেননি। দুটি ছবিকে ঘিরে তিনি সেই কুটিরে গান গেয়ে চলেন। ভক্তিমূলক সঙ্গীত। তাদেরকে নিজের সন্তানের মতো লালন পালন করছেন বাঈজী। ছবির সঙ্গে বসে অন্তরের কথা বলেন বৃদ্ধা ময়না বাঈ। তাঁর মন থেকে অর্থ, সম্পত্তি এবং বিত্তশালী হওয়ার লালসা দূর হয়ে গিয়েছে। তিনি এখন পরম ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছেন। তাদেরকে আঁকড়ে ধরেই চলছে তাঁর শেষ জীবনের পালা। আধ্যাত্মিক জীবন যাত্রা শুরু করে দিয়েছেন। সেখান থেকে এক বিন্দু সরে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর নেই। রামকৃষ্ণ মঠের সেই সন্ন্যাসী জানতে চেয়েছিলেন সেদিনের কথা। ময়না বাঈ জানিয়েছিলেন যে তিনি সাক্ষাৎ তাঁর গোপালকে গান শুনিয়েছিলেন খেতরির রাজসভায় যিনি তাঁকে মা বলে ডেকেছেন। সম্মান দিয়েছেন। এর আগে তিনি কারোর কাছ থেকে এত সম্মানলাভ করেননি। সবাই তাঁকে বলতো কোঠেওয়ালী, তওয়ায়েফ এবং বাঈজী। এই অ্যাখ্যায় রাজ রাজারা ভূষিত করেছিল তাঁকে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে মা বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁকে সম্মান দিয়েছেন। তাঁকে নজরানা দেননি। দিয়েছেন মাতৃ-ভলোবাসা। সেই ভালো বাসাকে অবলম্বন করেই জীবনের বাকিটা দিন কাটিয়ে দিতে চান তিনি। সেই কারণে তিনি এখন লোক জীবনের অন্তরালে থাকতে বেশি ভালোবাসেন। তিনি বলেছেন, ' আমি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করেছি। তিনি আমার গান শুনেছেন। আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে। আর কিছুই চাই না এই ইহজীবনে।' স্বামী বিবেকানন্দকে যেসব গান ময়না বাঈ শুনয়েছিলেন তার অধিকাংশ গানই ছিল ভজন। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে বহু ভজন গান গেয়েছেন। তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে ভজন গান রোজ একটি করে শোনাতেন। আবার কোনও সময়ে ঠাকুর আবদার ধরতেন, 'ওরে নরেন, আর একটি গান কর। তোর গলা খুব মিষ্টি। তোর গান শুনলে মনে হয় আমি স্বর্গে বসবাস করছি।' ঠাকুরের ইচ্ছায় আবার নরেন সুর তুলতেন। ভজন গাইতেন। আবার কোনও সময়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেন। 'অন্তর মম বিকশিত কর অন্তর তর হে।' স্বামী বিবেকানন্দ কোনও দিন কোনও অনুষ্ঠান গান গেয়ে পয়সা রোজগার করেননি। গান গেয়ে পয়সা রোজগার করার দিকে তাঁর মন ছিল না। তিনি তখন সখের সঙ্গীতাসরে গিয়ে গান গাইতেন সবার অনুরোধ। ভালো তানপুরা বাজাতে পারতেন। তবলায় সঙ্গত করতে পারতেন। তিনি নিজেই বেশ কয়েকবার বলেছেন যারা গান গান তাদেরকে তবলা শিখতে হবে। তবলার বোলকে জানতে হবে। তবেই তবলার সঙ্গে গানের মিল সুর মিললো কিনা তা স্বয়ং বুঝতে পারবে। বেতাল তবলা বোল ধরলে গানও লঘু হয়ে যাবে। গানের গম্ভীরতা থাকবে না। বেসুরো গানে পরিণত হবে। সেই কারণে যারা গান গাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাদেরকে অতি অবশ্যই তবলা শিখতে হবে। তবলার বোল সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করতে হবে।

রাজা রামমোহন রায় তাঁর মানিকতলার বাড়িতে বাঈজীর গানের আসর বসতো। সেই বাঈজী গানের আসরে সমাজের প্রতিপত্তি লোকেরা উপস্থিত থাকতেন। নিকি বাঈ রাজা রামমোহন রায়ের বাড়িতে অধিক রাত পর্যন্ত গান গাইতেন। তাঁর দর ছিল প্রতি রাতের জন্য হাজার টাকা। প্রায় দুশো বছর আগে এক হাজার টাকার অর্থ এযুগের নিরিখে ত্রিশ লক্ষ টাকা। ১৮২৩ সালে রাজা রামমোহন রায়ের বাড়িতে নিকি বাঈজী যখন গানের আসর বসাতেন তখন তাঁর নাম মধ্য গগনে। তাঁর সুরের মুর্চ্ছনার ভেসে

যেত চিৎপুরের মধ্য রাত। তাঁর পায়ের ছন্দে, ঘুঙুরের শব্দে ভেঙে যেত নিশি যামিনীর ঘোর। রাত গভীর হলে বাতাসে ভাসতো ঠুমরি আর দাদরা উদাসী সুর। বাঈজীদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন দুইজন বাবু। প্রথম জন হচ্ছে রাজা নবকৃষ্ণদেবের পুত্র রাজকৃষ্ণ দেব এবং দ্বিতীয়জন হচ্ছেন চূড়ামণি দত্তের পুত্র কালী প্রসাদ দত্ত। সেই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন সামরিক অভিসার তাঁর নাম ফ্রেডরিক উইন। এই সামরিক সাহেব লিখেছেন যে নিকি বাইকে দেখতে প্রায় রতি দেবীর মতো। নিকি বাঈকে গান এবং নাচবার জন্য বারোশত টাকা এবং সেই দামের দুই জোড়া শাল উপহার দেওয়া হয়েছিল। ১৮১৪ সালে কিষাণচন্দ্র রায়ের বাড়িতে, ১৮১৫ সালে রামচন্দ্র রায়ের বাড়িতে, ১৮২৩ সালে রামমোহন রায়ের বাড়িতে এবং ১৮৩২ সালে আশুতোষ দেবের বাড়িতে নিকি তাঁর নৃত্য এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ১৮০৮ সালের ৬ অক্টোবর দুর্গা পুজোর সময়ে রাজা নবকৃষ্ণ দেবের পুত্র রাজকৃষ্ণদেব শোভাবাজার রাজবাড়ির নতুন মহলে বাঈজী নাচের আসর বসিয়েছিলেন। নিকি বাঈজীর প্রথম সেখানেই আবির্ভাব ঘটে। এই আসরে উপস্থিত ছিলেন লর্ড মিন্টো।

গোটা কলকাতা তখন তোলপাড়। বাঈজী হীরা বুলবুল তাঁর পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করার ব্যাপারে তৎপরতা দেখাতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলে হিন্দুদের ধর্মের এবং সমাজের ভিত একেবারে কাঁপতে শুরু করেছিল। এই নিয়ে তুমুল ঝড় এবং বাকবিতন্ডা শুরু হয়ে গেল। প্রথমত হচ্ছে মুসলিম। দ্বিতীয়ত হচ্ছে বাঈজী। তৃতীয়ত হচ্ছে একজন নারী কোঠেওয়ালী। তওয়ায়েফ। পিতৃ পরিচয়হীন পুত্রের কোনও অধিকার নেই হিন্দু কলেজে ভর্তি হওয়ার। কলেজটির নাম হল 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ'। শোনা গিয়েছিল এই ভর্তি কারণ নিয়ে তৎকালীন এডুকেশনাল কাউন্সিল ও হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। বাঈজীর সন্তান বলে হিন্দু কলেজে ভর্তি হতে পারবে না এ ব্যাপারে সমাজ দ্বিমত পোষন করতে শুরু করে দিয়েছিল। হীরাবুলবুল এর পক্ষে জনসমর্থন থাকলেও হিন্দু সমাজের মাথারা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলেন যাঁরা এ ব্যাপারে আপত্তি করতে থাকে। তার ফলে হীরা বুলবুলকে সেখানেই থেমে যেতে হয়। রাজা রামমোহন রায়ের খুবই প্রিয় ছিলেন মৃদঙ্গবাদক গোলাম আব্বাস। রামমোহন রায় একবার অনুরোধ করেছিলেন গালাম আব্বাস একবার হীরা বুলবুলের সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজানোর জন্য। গোলাম আব্বাস রাজি হননি। কারণ বাঈজীর সঙ্গে বাজালে তাঁর সম্মান কমতে থাকবে। পরে অনেক অনুরোধের পর গোলাম আব্বাস রাজি হন। তবে হীরা বুলবুল কূট কৌশল গ্রহণ করে ধ্রুপদ গান ধরলেন। গোলাম আব্বাস কোথায় সম বুঝতে পারলেন না। এতে তিনি অপমানিত হয়েছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই সময়ে হীরা বুলবুলকে নিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে বাঈজীর গানের আসর বসাতেন। সংসদের বাঙালি চারিতাভিধানে নিকি বাঈজীর সম্পর্কে লেখা হয়েছে-' ১৯ শ শতাব্দীর এক নামকরা বাঈজী। ঐ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাঈজীরা কলকাতায় আসতে থাকেন এবং অনেকেই পেশাদার জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ক্রমে কলকাতায় পশ্চিমা বাঈজীদের রীতিমতো একটা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তৎকালীন সংবাদপত্র থেকে জানা যায়, ১৮২৩ সলে নর্তকী নিকি রাজা রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানবাড়িতে নাচ করেন। ঐ সময়ে বেগমজান, হিঙ্গুল, নান্নিজান, সুপনজান প্রভৃতি আরও কয়েকজন নর্তকী-গায়িকার নাম পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত। উক্ত ১৯ শ শতাব্দীর প্রথমভাগে নিকি, মধ্যভাগে হীরা বুলবুল এবং শেষভাগে শ্রীজান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।'

কলকাতায় তখন বাবুদের সংস্কৃতি প্রবল জোয়ার বইতে শুরু করে দিয়েছিল। সারা রাত ধরে ময়ফিল হতো। কলকাতার অধিকাংশ জমিদারদের বাগান বাড়িতে আলোর রোশনাই বয়ে যেত। পাশাপাশি ছিল কবিগান। অ্যান্টনি কবিয়াল থেকে শুরু করে ভোলা ময়রা তখন কলকাতাকে মাত করতে শুরু করে দিয়েছেন। রসে রঙ্গে মজে ছিল কলকাতার বাসিন্দারা। তার সঙ্গে সায় দিত সাহেবরা। তারাও বাঙালিদের এই বিনোদনে অংশ গ্রহণ করতো। তখন বাঙালিরাই ছিল ইংরেজ সাহেবদের পরম বন্ধু। ইংরেজদের সঙ্গে দোস্তি থেকে শুরু করে খানাপিনা ব্যবসা বাণিজ্য সবই চলতো। সাহেবার তখন বাঙালিদের প্রচুর বিশ্বাস করতো। সাহেবদের টাকার দরকার পড়লে বাঙালিরা টাকা ধার দিত।

আজকের বিশ্বে সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র একেবারে মিলেমিশে একাকার হয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক

সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিরোধ রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের কোনও বিরোধ নেই। সেটা প্রমানিত হয়ে গিয়েছে আমেরিকা এবং ব্রিটেনকে দিয়ে। ব্রিটেনে এবং আমেরিকাতে গণতন্ত্র খুবই শক্তিশালী। তারপরে সেখানে

আবার ধনতন্ত্রও খুব শক্তি ধরে। তার ফলে এই দুটো দেশ ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় খুবই উন্নত। ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার সময়ে থেকে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই ধনতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রবেশ ঘটে আমেরিকা সহ গোটা ইউরোপে। তার ফলে ইউরোপের অধিকাংশ দেশই এখন গণতন্ত্রের অত্যন্ত প্রহরী। বলা যেতে পারে তারাই এখন গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। নাহলে সমাজতন্ত্র কবে এসে এই সব দেশগুলিকে গ্রাস করে নিত। রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল যখন ভারত ব্রিটিশ শক্তির অধীনে ছিল। স্বাধীন ভারত তৈরি করার এবং বিপ্লবী ভারত তৈরি করার ব্যাপারে রাশিয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কলকাতা সমাজতান্ত্রিক নেতা মুজফফর আহমেদকে সামনে রেখে রাশিয়া ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবতে থাকে। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এমএন রায় এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনারা ভারতকে স্বাধীন করতে উদ্যেগী যেমন হয়েছিলেন ঠিক তেমনি আবার বারতকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। তারা কিন্তু ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। তারা ভারতের কমিউনিস্টদের ওপরে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে শুরু করে আবার কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া গিয়েছে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা ব্রিটেনের অনুচর হয়ে বসে রয়েছে। ব্রিটেন বরাবরই সমাজতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা বিরুদ্ধে ছিল। আজও ব্রিটেন রাশিয়াকে একদম দেখতে পারে না। তার দৃষ্টান্ত রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ। ইউক্রেনকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে ইংল্যাণ্ড প্রথম থেকেই। তার ফলে আমেরিকাকে ইউক্রেনকে সমর্থন করতে থাকে। আসলে দেখা গেলে মার্কিন প্রশাসনকে ইল্যাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। ইংল্যাণ্ডের বিদেশ নীতির সঙ্গে আমেরিকার বিদেশ নীতির খুব বড় তফাত নেই। দুটি দেশই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। ভারত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে। সেই কারণে ভারতের সংবিধানকে সেরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ধারক এবং বাহক বলা হয়ে থাকে। ভারতের শাসন ব্যবস্থায় সমাজতন্ত্র শব্দটি থাকলেও সেটা কিন্তু সীমাবদ্ধ রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতায় এবং জোট নিরপেক্ষতায়। তার ফলে ভারতকে এখন কোনও ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা চলে না। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ইসলাম দেশে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তান ইসলাম দেশে পরিণত। তার মধ্যে ভারত শুধু মাত্র ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে বিরাজ করছে। ভারতের ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান করে। ভারতের শিল্পপতিরা স্বাধীনভাবে ভারতে ব্যবসা করার অধিকার লব্ধ করে থাকে। সেখানে কিন্তু জাতীয় নজরদারি করা হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার কোনও শিল্প সংস্থার ওপরে খবরদারি করে না। তার ফলে শিল্পপতিরা স্বাধীনভাবে শিল্পনীতি গ্রহণ করতে পারে। ভারতের নিজস্ব শিল্পনীতি রয়েছে। সেই শিল্পনীতিতে শিল্পপতিদের স্বাধীন মত প্রকাশের এবং শিল্প সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করার অধিকার তুলে দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি শিল্প সংস্থায় ভারত সরকার কোনও রকম হস্তক্ষেপ করে না। আবার সরকারি শিল্পগুলিতে ভারত সরকারের সংবিধানিক শিল্পনীতিকে গ্রহণ করে চলে। তার ফলে সব শিল্পগুলি তাদের নিজেদের স্থানে বলতে গেলে স্বাধীন সত্ত্বার অধিকারী। ধনতান্ত্রিক শিল্পনীতি গ্রহণ না করতে পারলে আর্থিক সমৃদ্ধি হওয়া একেবারে অসম্ভব সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। রাশিয়ার সমাজতন্ত্র এর আজকে পতনের একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানে শিল্পনীতি সরকারি সিদ্ধান্তের ওপরে ন্যাস্ত ছিল। সব সময়ে সরকারি নজরদারি থাকার ফলে শিল্পগুলি কিন্তু স্বাধীনত সত্ত্বা লাভ করে বেড়ে উঠতে পারলো না। নাগরিক স্বাধীনতা না থাকার ফলে বহু ক্ষেত্রে স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তার ফলে একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গেল যে রাশিয়ার জনগণ দেশের প্রচলিত আইন।

পিসি সরকারের ইন্দ্রজাল

পিসি সরকারের ইন্দ্রজাল কি সবাই দেখতে পেয়েছেন? বর্তমান কালের ছেলেমেয়েরা ইন্দ্রজাল কাকে বলে তা জানতে পারেনি। ইন্দ্রজাল হচ্ছে সিপি সরকারের ম্যাজিক। বাংলা আগে ম্যাজিকের দেশ ছিল। সেই বাংলা থেকে এখন ম্যাজিক উধাও হয়ে গিয়েছে। কোথাও আর ম্যাজিক দেখতে পাওয়া যায় না। ম্যাজিকের ওপরে কারোর আগ্রহ আর নেই। পিসি সরকার (সিনিয়র) প্রদীপ কুমার সরকার আগে নিউ এ্যাম্পায়ার সিনেমা হলে ম্যাজিক প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন। তিনি নিজেই ছিলেন একজন বিশ্ব বিখ্যাত মাজিসিয়ান। তিনি জাপান, আমেরিকা থেকে শুরু করে বিশ্বের প্রতিটি দেশে গিয়ে ম্যাজিক দেখিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন। সেই কারণে তাঁকে ভারতের জাদু সম্রাট বলা হয়ে থাকে। তাঁর পুত্র বর্তমানে পিসি সরকার (জুনিয়র) জাদু প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি এখন আর বলতে গেলে অবসর গ্রহণ করেছেন জাদুজগত থেকে। তাঁর মেয়েরা এখন জাদু খেলা দেখায় দেশে বিদেশে। কলকাতার রাস্তায় আগে জাদু খেলা দেখতে পাওয়া যেত। তা এখন আর নেই বলা যেতে পারে। সত্যজিৎ রায় জাদু বিদ্যা শিখতে পিসি সরকারের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি তখন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবি করবেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। তবে এই জাদু বিদ্যা পড়ে কাজে লেগে ছিল। জাপান দেশ পিসি সরকারকে খুবই সম্মান দিয়েছে। আমেরিকার রাস্তায় একবার চোখ বেঁধে লাইকেল চালিয়ে ছিলেন পিসি সরকার (সিনিয়র)। পিসি সরকার পরিবার ভারতের একটি গর্ব। ভারতকে জাদুর দেশ বলে বিশ্বের কাছে পরিচিত করিয়েছিলেন পিসি সরকার (সিনিয়র) তারপরে তাঁর পুত্র পিসি সরকার (জুনিয়ার) একনও ভারতের জাদুকে বিশ্বের দরবারে পেঁছে দিতে কসুর করে না। তবে ভারতীয় জাদুর ভক্ত অনেক

পাঠকদের কলম থেকে

শীত বরফের সুযোগ নিচ্ছে পাক জঙ্গিরা

শীতের বরফ পড়ার সময় থেকে পাকিস্তান সেনারা মরিয়া এবং বেপরোয়া হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তারা বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা জুড়ে আক্রমণ কথা ভাবতে শুরু করেছে। আসলে ভারতীয় সেনাদের নাস্তানাবুদ করতেই পাকিস্তান এই সব কাজ করতে শুরু করে। ভারতীয় গোয়েন্দারা আঁচ করেছে যে শীতের মধ্যেই কাশ্মীরে বড় ধরনের নাশকতা চক্রান্ত করছে পাকিস্তানীরা। শীতকালে বরফ পড়ার সময়ে রাস্তাগুলো দুর্গম হয়ে ওঠে। সেই সময়ে প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়াটা পাকিস্তানের পরিচিত চাল। প্রতি বছরের মতো এবারেও ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা তাই নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছিল। সীমান্ত এবং নিয়ন্ত্রণরেখার ওদিকে বহু জঙ্গিদের সমাবেশ হয়েছে বলে জানতে পেরেছিল। সেই কারণে ভারতীয় সীমান্ত এলাকা রীতিমতো টহলদারির ব্যবস্থা করা হয়। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে তথ্য আসতে শুরু করেছিল। মাত্র কয়েকদিন আগে জঙ্গিদের গোলাগুলি চলে। ভারত সেনারা কঠোর নজর রাখতে শুরু করেছে। জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষকতা করা বন্ধ করুক পাকিস্তান। এদিকে ভারত সরকার থেকে বলা হয়েছে যে দেশকে সুরক্ষিত রাখতে যা করা দরকার সেটা করবে ভারত। কোনও রকম ঢিলেমি দেওয়া হবে না। চিনের সঙ্গে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা নিয়ে চাপের মধ্যে রয়েছে মোদি সরকার। তারই মধ্যে যেভাবে পাকিস্তান ভারতকে নাস্তানাবুদ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে তাতে চিন্তায় পড়ে গিয়েছে ভারত। চিন যে ভারতের সীমান্ত ত্যাগ করতে শুরু করেছে। চিনকে এবং পাকিস্তানকে একই সঙ্গে সামাল দিতে হচ্ছে ভারতকে। এদিকে চিন অসংযত ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ায় ভারত চিনের মধ্যে বৈঠক হয়েছিল সীমান্ত নিয়ে। সেই বৈঠকে কোনও সমাধান সূত্র বের করা হয়। তার ফলে সীমান্ত থেকে চিনা সেনারা সরেছে। তারপরে বহুবার সেনা কর্তাদের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বারবার বলা হয়েছে পুলওয়ামায় ভারতের সীমান্ত এলাকা থেকে চিন তাদের সেনা সরিয়ে ফেলুক। বৈঠকে চিন রাজি হয়েছে। ফলে সীমান্তে চিনা সেনা উত্তেজনা কমেছে। আবার চিনের সঙ্গে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল বৈছক করেছেন। তিনি চিন সফরে গিয়েছিলেন। চিনের নাম না করে মোদি চিনের দিকে তাক করে আগ্রাসন নীতির নিন্দা করেছেন। চিন সব জেনে বুঝে তাদের আগ্রাসান নীতিকে বজায় রেখেছে। একদিকে চিনকে সীমান্ত এলাকায় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে ভারতের সেনা বিভাগ আবার অন্য দিকে ভারতীয় সেনারা পাকিস্তান সেনার সঙ্গে মোকাবিলা করছে জম্মুতে। আমেরিকায় ডেমোক্র্যাট শাসন কালে পাকিস্তান পরমাণু যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিল। সেই সব ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন দ্রুত নাক গলিয়েছিল। গত একমাস ধরে পাকিস্তান লাগাতর হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে চলেছে কাশ্মীরে। জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরই ইসলামাবাদ সীমান্ত এলাকায় সক্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে। যদি জো বাইডেন চান না ভারতের অভ্যন্তরীন বিষয়ে নাক গলাতে। তিনি চাইছেন বিশ্বশান্তি। এটাই তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বারবার পরিস্কার হয়ে প্রকাশ পেতে শুরু করে দিয়েছে। দিকে বাইডেন রাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। এখন বাইডেন ঘরে ফেরার আয়োজন। সেই কারণে তিনি আর কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন না। তার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এসে আমেরিকার নীতি গ্রহণ করবে। সেখানে পাকিস্তানের ব্যাপারে আমেরিকা কোন নীতি গ্রহণ করে চলে যার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ভারতকে। কিন্তু পাকিস্তানকে ভালো নজরে দেখেন না ট্রাম্প।

-শঙ্কর লাল কর্মকার, কলকাতা।

শান্তিপুরে গিয়ে নিখোঁজ হন হুগলির কাপড় ব্যবসায়ী, উদ্ধার দেহ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৬ ডিসেম্বরঃ হুগলির নিখোঁজ ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার নদিয়ার শান্তিপুরে। রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্য বলাগড়ের গুপ্তিপাড়াতে। হুগলির বলাগড় থানার গুপ্তিপাড়ার বাঁধাগাছি এলাকার বাসিন্দা যুবক সমর দাস পেশায় ব্যবসায়ী। তাঁর কাপারে উপর ডিজাইন করা অ্যাপ্লিকের ব্যবসা, কাঠের ব্যবসাও রয়েছে। গত ২৩ ডিসেম্বর সকালে ব্যবসার কাজে যান শান্তিপুরে। বেলা গড়িয়ে গেলে পরিবার থেকে ফোন করে হলে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেননি বাড়ির লোক। নিঁখোজ ডায়েরি করা হয় বলাগড় থানায়। অবশেষে শান্তিপুরের তারাপুর গঙ্গার ঘাটের পাশের বনজঙ্গল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, সমরের গলার সোনার চেন ও হাতের সোনার আংটি ছিল, যা পাওয়া যায়নি। মোবাইলের সিম কার্ড পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, সরস্বতী পুজোয় বাচ্চা মেয়েরা যে বাসন্তী রঙের লালপাড় শাড়ি পরে, তাতে লাল পাড় বসানোর লেজার মেশিন রয়েছে গুপ্তিপাড়ায় সমর দাসের। কিন্তু সম্প্রতি শান্তিপুরের এক ব্যবসায়ী ওই মেশিন বসানোয়, শান্তিপুরের ক্রেতারা শান্তিপুর থেকেই ওই কাপড় কিনতে শুরু করেছিলেন। শান্তিপুরের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলার জন্যই নাকি সমর গিয়েছিলেন। প্রয়োজনে শান্তিপুরের থেকেও কম দামে ওই শাড়ি সরবরাহ করার ব্যাপারে নাকি কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তারপরই রহস্যমৃত্যু। পরিবার এই মৃত্যুর সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

নন্দীগ্রামে দোকানের সামনেই টিএমসি কর্মীকে পিটিয়ে খুন

কাঠগড়ায় বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২৬ ডিসেম্বরঃ অশান্ত নন্দীগ্রাম। সেখানে আবারও খুন তৃণমূল কর্মী। উত্তপ্ত এলাকা। দফায় দফায় বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের। মৃত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর নাম মহাদেব শ্রীসাই (বিল্লা)। অভিযোগের তীর বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি এই নন্দীগ্রামে শ্রীকান্ত মণ্ডল নামে আরও এক তৃণমূল কর্মীকে বাড়িতে ঢুকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার পর ফের খুন তৃণমূল কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম এক নম্বর ব্লকের গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সেখানে বৃন্দাবনচক ২৫৩ নম্বর বুথের সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বিল্লাই। সাতেঙ্গা বাড়ি এলাকায় ওই কর্মীর একটি ছোট কাঠের স্টল রয়েছে। অভিযোগ বুধবার রাতে দুষ্কৃতীরা তার দোকানের সামনেই পিটিয়ে খুন করে। ঘটনা স্থলে নন্দীগ্রাম থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। প্রাক্তন মন্ত্রী অখিল গিরি বলেন, ‘‘উনি বিজেপির সক্রিয় কর্মী। ভোর রাতে ওকে দোকানের সামনেই মেরে ফেলেছে। কয়েকদিন আগেই এক তৃণমূল কর্মীকে মেরে ফেলেছিল। এখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে। ভয় দেখানো হচ্ছে। আসলে বিজেপি পরপর নন্দীগ্রামে হারছে। সেই কারণে কর্মীদের খুন করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভয় দেখাচ্ছে।’’ বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘আমি বিজেপি রাজ্য সভাপতি হিসাবে পরিষ্কার বলে দিতে চাই বিজেপি খুনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। আর বিজেপি এ ধরনের রাজনীতি করতেও চায় না। আমি বলব তদন্ত হোক। অপরাধী ধরা পড়ুক। এটা তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কারণেও ঘটতে পারে। কিন্তু তদন্ত হওয়া উচিত।’’ বিজেপি নেতা দিব্যেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, ‘‘রাজ্য সভাপতি প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তার প্রতিক্রিয়ার পর আমার প্রতিক্রিয়া শোভা পায় না। স্বাভাবিক ভাবেই আমি রাজ্য সভাপতির সঙ্গে সহমত পোষণ করছি।’’

১০০ সদস্য পদ সংগ্রহ করতে পারলেই বড় পুরস্কার বিতর্কে জড়ালেন বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৬ ডিসেম্বরঃ নির্দিষ্ট সংখ্যায় দলের সদস্য সংগ্রহ করতে পারলে মিলবে দলীয় পদ। এই ঘোষণার পর এবার সদস্য সংগ্রহে আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করে বিতর্কে জড়ালেন বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা। বিধায়ক নিজের ফেসবুক পোস্টে এই পুরস্কার ঘোষণা করতেই অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। সুযোগ পেয়ে বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। দেশ জুড়ে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে। বিধায়ক থেকে সাংসদ, দলের উঁচুতলা থেকে নীচু তলা সর্বস্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে দল। সূত্রের খবর, বাঁকুড়া বিধানসভায় যে সংখ্যক সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে তা এখনও ছুঁতে পারেনি বিজেপি নেতৃত্ব। ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্দিষ্ট সেই লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে বিভিন্ন কৌশল নিয়েছেন বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা। সদস্য অভিযানে গতি আনতে ফেসবুকে পোস্ট করে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছিলেন বিধানসভার প্রত্যেক পদাধিকারী, শক্তি কেন্দ্র প্রমূখ ও সদস্যরা প্রত্যেককে ১০০টি করে সদস্য সংগ্রহ করতে হবে। নাহলে আগামীদিনে তিনি দলের পদাধিকারী হতে পারবেন না। দলের পদের প্রলোভন দেখানোর পর এবার সদস্য অভিযানে মোদি জ্যাকেট ও আর্থিক পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে ফেসবুক পোস্ট করে বিতর্ক তৈরী করেছেন ওই বিধায়ক। সম্প্রতি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা ফেসবুকে পোস্ট করে জানান, যে যে বুথ সভাপতি আগামী ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে ১৫০ জন সদস্য সংগ্রহ করবেন, তাঁদের একটি করে মোদি জ্যাকেট এবং যে বুথ সভাপতিরা ৭৫টি করে সদস্য সংগ্রহ করবেন, তাঁদের প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে দেওয়া হবে। বিধায়কের এই পোস্ট সামাজিক মাধ্যমে তোলপাড় ফেলেছে। বিধায়কের দাবি, দলের কর্মীদের উৎসাহ দিতেই ওই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে দলীয় বিধায়কের এই পোস্ট নিয়ে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়েছে দল। বিষয়টি জানা নেই বলে দাবী করে দলের জেলা সভাপতি বলেন, ‘‘বেশি সংখ্যায় সদস্য সংগ্রহ করলে উত্তরীয় দিয়ে তাঁকে সম্মান জানানোর কথা বলা হলেও আর্থিক পুরস্কারের কোনও প্রশ্ন নেই।’’ বিধায়ক কীভাবে এই ঘোষণা করলেন তা খতিয়ে দেখতে হবে। তৃণমূল এই ঘটনাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। তৃণমূলের দাবি, বিজেপির কোনও কর্মী যেমন এই সদস্য সংগ্রহ করছেন না তেমনই সাধারণ মানুষ বিজেপির সদস্যপদ নিতে চাইছেন না। তাই মরিয়া হয়ে এখন বিজেপি বিধায়ককে আর্থিক পুরস্কারের প্রলোভন দেখাতে হচ্ছে।

অবশেষে বন্দি হল খাঁচায়, স্বস্তি পেলেন বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৬ ডিসেম্বরঃ কখনও তুলে নিচ্ছিল ছাগল। কখনও বা কুকুর মেরে ফেলেছিল। সেই চিতার আতঙ্কে রীতিমতো বাইরে পা ফেলতে ভয় পাচ্ছিলেন এলাকাবাসী। নওয়া-খাওয়া ঘুম উড়েছিল তাঁদের। কাজ কর্মে বেরতেও পারছিলেন না তাঁরা। অবশেষে স্বস্তি। আলিপুরদুয়ারের মথুরা চাবাগানের ১৭ নম্বর সেকশনে খাঁচাবন্দি হল চিতাবাঘ বা লেপার্ড। বৃহস্পতিবার সকালে লেপার্ডটি খাঁচাবন্দি হলে স্থানীয় বাসিন্দারা বনদফতরকে খবর দেয়। বনকর্মীরা এসে লেপার্ডটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, লেপার্ডটিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিলাপাতা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। এর আগে মথুরা চা বাগানের মেইন ডিভিশনে দু'টি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা গরু, ছাগল, কুকুরকে মেরে ফেলছে লেপার্ড। রবিবার তার আক্রমণে একটি গরুর মৃত্যু হয়েছিল। এ দিকে, চিতাবাঘের ভয়ে কাজে বেরতে পারছিলেন না চা বাগানের শ্রমিকরা। বিষয়টি জানানো হয়েছিল বনদফতরে। যার জেরে খাঁচা বসানো হয়। এরপর সেই খাঁচায় এদিন ধরা পড়ে পূর্ণ বয়স্ক একটি লেপার্ড। এই নিয়ে মথুরা চা বাগানে তিনটি লেপার্ড ধরা পড়ল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি আরও লেপার্ড রয়েছে। এই লেপার্ডটি খাঁচাবন্দি হওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তিতে স্থানীয় বাসিন্দা ও চা শ্রমিকরা। এ দিকে, উত্তরে চিতাবাঘ জালে এলেও বনদফতকে নাজেহাল করে ছাড়ছে বাঘিনি জিনাত। অনুমান করা হচ্ছে পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে লুকিয়ে রয়েছে সে। তাকে ধরার জন্য একাধিক টোপ দিলেও কিছুতেই আয়ত্তে নিয়ে আসা যাচ্ছে না তাকে।

NOTICE OF BREAK OPEN OF LOCKERS

TAKE NOTE that the lockers listed below and held with Deutsche Bank AG, Kolkata Branch (Bank), shall be broke open on [28/03/2025] for non-payment of locker rentals for a period of considerable point of time. Attempts to contact the locker holders, at their registered address, have failed leaving no option to the Bank but to break open the lockers in compliance with the contractually agreed terms of the locker arrangement read with the applicable Reserve Bank of India Regulations.

Locker No.	Locker Holder Name
OF3-13 (Old No F-13)	Surajit Chakravarti

Dated this 27th day of December 2024.

DEUTSCHE BANK AG
9, Shakespeare Sarani, Ground Floor, Brooke House, Kolkata-700071
Contact: +91 33 - 71009696

দেওয়াল চাপা মৃত শিশু

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৬ ডিসেম্বরঃ বাড়ির পাশেই খেলছিল চার বছরের শিশু। আচমকাই ভেঙে পড়ে পাশের বাড়ির মাটির দেওয়াল। সেই দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল চার বছরের জয় দাস নামে এক শিশুর। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের প্রসাদপুর এলাকার ঘটনা।

ভুল সংশোধন

এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি শ্রী নির্মল কুমার ঘোষ এবং শ্রী নির্মল চন্দ্র ঘোষ, পিতা- মোহিনী মোহন ঘোষ, গ্রাম-মিরাটী, পোঃ- ব্রাহ্মণপাড়া, পূর্ব থানা- লাভপুর, বর্তমান থানা-কীর্ণাহার, জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১৩০২ Vide No.-11326, dt.-24.12.2024 J.M. 1st Class Bdpur আমি একই ব্যক্তি।

OFFICE OF THE CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT
Vill: CharaPanchla, P.O.: Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, CharaPanchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 01 no. of Schemes (New Construction Guardwall at D Panchla near Sk para Anganwari), Fund: 5th SFC, vide Memo No.-**CPGP/385/5th SFC/2024.** Last date of submission of Bid up to **05.00 PM on 08.01.2025.** Date of opening of Bid on **10.01.2025 at 05.00 PM.** Detail information available in website **https://wbtenders.gov.in** and at this GP Office during the working hours.

Sd/- **Pradhan,**
CharaPanchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিপিএম/জিএসইউ/আদ্রা, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নবর্ণিত অনুযায়ী জিসি/জিএসইউ/আদ্রা-র জন্য ১ (এক)টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ সিপিএম-জিএসইউ-এডিআরএ-০৩-২০২৪-এস-২পি, তারিখ ঃ ২১.১২.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** গতি শক্তি ইউনিট, আদ্রা ডিভিসন-এর জন্য জেনারেল কনসালট্যান্ট নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব আহ্বান (আরএফপি)। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৭,৭৬,৮২,১৪৪ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **১৫.০১.২০২৫ দুপুর ৩টা**। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ দেখা যাবে। (PR-949)

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA, MANTUMRA, CHHATNA, BANKURA

Please visit at
www.wbtenders.gov.in
for participating in e-Tender Notice No. **16/JAM/2024-25 (2nd Call)** dated **26/12/2024**, last date of submission **04/01/2025 upto 02.00 P.M.**
Sd/-
Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna, Bankura

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মুক্তার মিঞা পিতা- জাকির মিঞা সাং- বাবুরবাগ, পোঃ- রাজবাটি, বর্ধমান, ৭১৩১০৪, এর পক্ষে ঘোষনা করিতেছি যে, রায়ান ১ নং পঞ্চায়েত এলাকাধীন সাধনপুর মৌজার L.R. ১৪৩৩ খতিয়ানভুক্ত, R.S. দাগ ১৮৫/২৫৮ যাহার L.R. দাগ ২১১, পরিমান ১৮ ইঞ্চি মাপে ৪ কাঠা ৮ ছটাক বা ০.০৭৪ একর ফাঁকা জায়গা অসীম কুমার মালিক, মিন্টু মালিক, জিতেন কুমার মালিক, কৃষ্ণপদ মালিক, অপূর্ব কুমার মালিক এবং পান্নালাল মালিকের নিকট হইতে গত ইংরাজী ১৩.০৩.২০২৪ তারিখে বর্ধমান এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৭০৮ নং কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন। উক্ত জায়গাটি গত ইংরাজি ২০.০২.২০১৭ তারিখে বর্ধমান এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বুক VI এর ৫৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে উল্লিখিত বিক্রেতাগনের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার পান্নালাল মালিক পিতা স্বর্গীয় রাম রঞ্জন মালিক রেজিস্ট্রি করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে উক্ত জায়গাটি মুক্তার মিঞার নামে B.L.&L.R.O. বর্ধমান ১ অফিসে মিউটেশন করা হইবে। উক্ত আমমোক্তার নামা সম্পর্কে কাহারও কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহলে অদ্য হইতে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ B.L.&L.R.O. বর্ধমান ১ অফিসে লিখিত ভাবে জানাইতে হইবে। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

মহঃ নাজিমুদ্দিন (অ্যাডভোকেট)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট বর্ধমান

মানবনিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটসমূহের ইন্টারলকিং

ই-টেণ্ডার নং. এসএনটি-৪০-এলএমজি -২০২৪-২৫ তারিখঃ ২৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** লামডিং মণ্ডলের গুয়াহাটি-ফরকাটিং জংশন এবং চাপরমুখ জংশন-শেনচোয়া জংশন-আমনি খণ্ডে ইএলবি এবং জরুরীকালীন শ্লাইডিং বুমের ব্যবস্থা সহিত ০৯ টি মানব নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটের ইন্টারলকিং। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭,৩৫,২২,৮০৬.৯১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫,১৭,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৭-০১-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৭-০১-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়”

HOOGHLY RIVER BRIDGE COMMISSIONERS
St. Georges Gate Road, Kolkata-21
Telefax no. : 033-2248-6787

Abridged N. I.e T. NO.: HRBC/JPM(W)/SR/09/2nd Call/24-25

Online bids are invited by J.P.M(Works), HRBC for the following work **“Cutting of branches of trees, jungles & hedges of Kolkata interchanges of Vidyasagar Setu & approaches roads & ramps and from HRBC office exit gate to electrical sub-station building and uprooting trees from pier-top of Kolkata viaduct for the year 2024-25.”** from bonafied and resourceful agency having credential of similar nature of work as per Government rules. Starting date of submission of bid **27.12.2024 at 10:00 AM**. Last date submission of bid (online) will be on **03.01.2025 at 10:00 AM**. Other details may be seen from the website **http://etender.wb.nic.in & www.hrbc.in**.

Sd/-
Joint Project Manager (Works)

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিং

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-এপি-পিসিএল-লিজ। বর্ণনা ঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (একক বগি); **একক দর:** প্রতি ট্রিপে লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৭-০১-২০২৫ তারিখে **১১:০০** টা।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	লট শেষের তারিখ ও সময়
এএ/১	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৭-০১-২০২৫ তারিখে ১১:৩০ টা
এএ/২	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৭-০১-২০২৫ তারিখে ১১:৪০ টা
এএ/৩	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৭-০১-২০২৫ তারিখে ১১:৫০ টা
এএ/৪	১২৩৭৮-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৭-০১-২০২৫ তারিখে ১২:০০ টা
এএ/৫	১৫৪১৭-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৭-০১-২০২৫ তারিখে ১২:১০ টা
এএ/৬	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৭-০১-২০২৫ তারিখে ১২:২০ টা
এএ/৭	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৭-০১-২০২৫ তারিখে ১২:৩০ টা
এএ/৮	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৭-০১-২০২৫ তারিখে ১২:৪০ টা

প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/ইএমইউ/২০২৪, তারিখ ঃ ২৪.১২.২০২৪ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রচারের চুক্তিস্বত্ব প্রদানের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-ইএমইউ-২৪। বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেকের (জানালা এবং বাধ্যতামূলক প্রতীক চিহ্ন ব্যতিরেকে) সমগ্র পার্শ্ব দেওয়ালের বহির্গাত্রে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে গ্রাফিক ফিল্ম) ভিনাইল পেন্ট করা এবং অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে বাণিজ্যিক প্রচারের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/৫ পর্যন্ত)। **এসইকিউ নং এবং লট নং নিম্নরূপ ঃ এএ/১, এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩০-২৪-১** (বিজ্ঞাপন ট্রেনের অভ্যন্তরে ও বাইরে)। **এএ/২, এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩১-২৪-১** (বিজ্ঞাপন ট্রেনের অভ্যন্তরে ও বাইরে)। **এএ/৩, এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩২-২৪-১** (বিজ্ঞাপন ট্রেনের অভ্যন্তরে ও বাইরে)। **এএ/৪, এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩৩-২৪-১** (বিজ্ঞাপন ট্রেনের অভ্যন্তরে ও বাইরে)। **এএ/৫, এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩৪-২৪-১** (বিজ্ঞাপন ট্রেনের অভ্যন্তরে ও বাইরে)। **নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় ঃ** ০৮.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা।

HWH-507/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সংশোধনী

RDB INFRASTRUCTURE AND POWER LIMITED-এর পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞাপনে ২৫.১২.২০২৪ তারিখে পৃষ্ঠা ৫ নং-এ প্রকাশিত হয়েছে যেখানে বিজ্ঞাপনের শীর্ষে কোম্পানির নাম এবং শিরোনাম RDB REAL ESTATE CONSTRUCTIONS LTD., CIN: U70200WB2018PLC227169, Regd. Office: Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-11, Kolkata-700001, Phone: 033-4450 0500 ভুল মুদ্রিত হয়েছিল।

পরিবর্তে হবে

RDB INFRASTRUCTURE AND POWER LMITED
(formerly known as RDB Realty & Infrastructure Limited)
CIN: L68100WB2006PLC110039
Regd. Office: Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-10, Kolkata-700001, Phone: 033-4450 0500,
Fax: 033-22420588, Email id - secretarial@rdbindia.com,
Website: www.rdbindia.com

অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য অনুতপ্ত।

কাটিহার ডিভিশনে বিজ্ঞাপনের চুক্তি

কাটিহার ডিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-এডিভিটি-আরজিজে-কেএজে। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় :** ০৭-০১-২০২৫ তারিখে **১১:০০** টা। **দিন: ১০৯৫;**

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-কেআইআর-কেএজে-ওএইচ-১৯০-২৪-১ (এডভার্টাইসিং-আউট অফ হোম)	৩ বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনে নির্দিষ্ট/নির্ধারিত স্থানে কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, ওল্ড মালদা জংশন এবং সামসি রেলওয়ে স্টেশন/কাছাকাছি রেলওয়ে এলাকায় স্টেশনে পিপি শেড, আরইউবি গার্ড এবং এলসি গেট (ওভার লোড স্টপাব) -এ বোর্ড/হোর্ডিংয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য চুক্তি বরাদ্দ।

নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ ০৭-০১-২০২৫ তারিখে **১১:৩০** টা। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মেলায় কম্বল চুরির অপবাদে এক মহিলা সাফাই কর্মীকে হেনস্থা, উত্তাল বিষ্ণুপুর মেলা

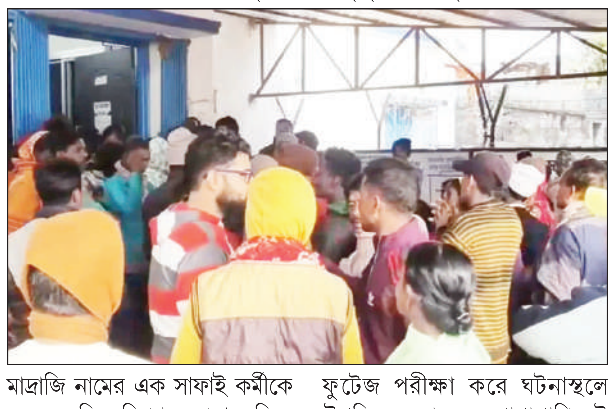

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৬ ডিসেম্বরঃ বিষ্ণুপুর মেলা থেকে কম্বল চুরির অপবাদ দিয়ে এক মহিলা সাফাই কর্মীকে হেনস্থা করার প্রতিবাদে পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন পুরসভার সাফাই কর্মীরা। মহিলা সাফাই কর্মীর সম্মানহানি ও হেনস্থা করার জন্য অবিলম্বে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে গ্রেফতারের দাবিতে বৃহস্পতিবার পুরসভায় বিক্ষোভ দেখান অন্যান্য সাফাই কর্মীরা। একই সঙ্গে তাঁদের হুঁশিয়ারি অবিলম্বে এই ঘটনার সঠিক বিচার না মিললে মেলা প্রাঙ্গনে তাঁরা সাফাই কাজ করবেন না। বিষ্ণুপুর হাইস্কুল মাঠে চলছে বিষ্ণুপুর মেলা। জাতীয় স্তরের এই মেলার প্রাঙ্গন প্রতিদিন সাফাই এর কাজ করেন বিষ্ণুপুর পুরসভার সাফাই কর্মীরা। বুধবার মেলা প্রাঙ্গন থেকে বেশ কিছু কম্বল চুরি যায়। আর এতেই সন্দেহ গিয়ে পড়ে এক মহিলা সাফাই কর্মীর উপর। অভিযোগ, সুপর্ণা মাদ্রাজি নামের এক সাফাই কর্মীকে কম্বল চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে প্রথমে তাঁকে ফোন করে কম্বল ফেরত দেওয়ার কথা বলেন বিষ্ণুপুর পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তুহিনশুভ্র কুণ্ডু। চুরির কথা অস্বীকার করেন ওই মহিলা সাফাই কর্মী। পরে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যান্যদের পাশাপাশি ওই সাফাই কর্মীকে বিষ্ণুপুর থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলেও অভিযোগ। পরে মেলা প্রাঙ্গনের সিসি ক্যামেরা পরীক্ষা করে দেখা যায়, ওই মহিলা সাফাই কর্মী নয়, কম্বল চুরি করেছে অন্য কোনও ব্যক্তি। আর এই ঘটনার পরেই সাফাই কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার সকালে বিষ্ণুপুর পুরসভার সাফাই কর্মীদের একাংশ পুরসভায় হাজির হয়ে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন। চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মহিলা সাফাই কর্মীকে হেনস্থার অভিযোগে অবিলম্বে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে গ্রেফতারের দাবি তুলতে থাকেন বিক্ষোভকারী সাফাইকর্মীরা। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গনের সাফাই কাজে যোগ না দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা। এদিকে এই ঘটনা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে পুরসভা। পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তুহিন শুভ্র কুণ্ডু কোনও বক্তব্য দিতে চাননি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (W/S)S.S. Unit, KMC** invites e-tender online system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/WS/EE/SSU/W-122/4/24-25/R3/18**
Name of the Work: **Augmentation of Water Pressure by Replacing Old 100 mm. dia. PVC Service Main by D.I. at M.L. Gupta Road near H/No.-235, H/No. 197/3, H/No.-888 etc. in Ward No.-122, Br.-XIII.** Estimated Amount: **₹ 1,90,207.19.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **21 days**.

2. NIT No.: **KMC/WS/EE/SSU/W-122/5/24-25/L1/19**
Name of the Work: **Laying of 100 mm. dia. D.I. Pipe at M.L. Gupta Road near H/No.-91/F/2, H/No.-91/8, H/No.-91/30A, 64/7/21C, R.R.M. Roy Road in Ward No.-122, Br.-XIII.** Estimated Amount: **₹ 1,14,519.87.** Earnest Money: **₹ 2,300.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date of submission of bid: **07.01.2025, 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **09.01.2025, 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **27.12.2024, 10.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (W.S)/(TPS), KMC** invites e-tender online in two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/WS/TPS/13(RT)/2024-2025.**
Name of the Work: **Restoration Service of overhead Crane at 0.625 MGH Pump Room of Station Number 1 at TPS.** Estimated Amount: **₹ 2,41,706.71.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **20 days.**

2. NIT No.: **KMC/WS/TPS/94/2024-2025.**
Name of the Work: **Construction of Walkway and Development surrounding 72" Valve area of Station Number Three at Tallah Pumping Station.** Estimated Amount: **₹ 4,86,835.07.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

3. NIT No.: **KMC/WS/TPS/95/2024-2025.**
Name of the Work: **Protection and Painting of Fencing Grill between Old Boiler House and Walkway at Tallah Pumping Station.** Estimated Amount: **₹ 2,92,226.02.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **20 days.**

4. NIT No.: **KMC/WS/TPS/96/2024-2025.**
Name of the Work: **Covering of Zonal Valve area of Station Number Two at Tallah Pumping Station.** Estimated Amount: **₹ 3,21,655.67** Earnest Money: **₹ 6,500.00.** Period of Completion: **30 days.**

5. NIT No.: **KMC/WS/TPS/97/2024-2025.**
Name of the Work: **Protection and Painting of Fencing Grill in Front of P Quarter at Tallah Pumping Station.** Estimated Amount: **₹ 3,15,438.12.** Earnest Money: **₹ 6,500.00.** Period of Completion: **20 days**. Last date and time of submission of bid: **11.01.2025 up to 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5). For details information please visit. The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-I/BR-III, KMC** invites e-tender online percentage bid system for the following works :–

1. NIT No.: **LTG/365/MKT/BR-III/Z-I/24-25**
Name of the Work: **Repairing & Replacement of Electrical Wirings, Passage Lighting at Manicktala Kankurgachi Municipal Market under Br.-III, KMC.** Estimated Amount: **₹ 1,80,856.66.** Earnest Money: **₹ 3,700.00.** Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of bid: **04.01.2025 (1.00 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **26.12.2024 (5.00 p.m.)**

2. NIT No.: **LTG/323/BR-III/Z-I/24-25**
Name of the Work: **Miscelleneous Repairing Work of Electrical Arrangements at different Institution under Br.-III, KMC.** Estimated Amount: **₹ 1,98,700.33.** Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **20 days**. Last date and time of submission of bid: **13.01.2025 (1.00 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **28.12.2024 (5.00 p.m.)** The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting Zone-II, KMC** invites e-tender online in two bid system for the following work :–
NIT No.: **LTG/139/36/V/Z-II/24-25**
Name of the Work: **Renovation of High Mast Lighting system at different places of Ward No.-36**. Estimate Amount: **₹ 3,99,175.23** Earnest Money: **₹ 8,000.00**. Period of Completion: **5 days**. Last date and time of submission of bid: **04.01.2025 up to 6.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **27.12.2024 (6.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/WS/West/W86/T010/2024-25**
Name of the Work: **Development of Filter Water Supply by Replacement 150 mm. dia F.W. Service Main inside Vivekananda Park (Infront of Prem. No.-63, Purna Das Road) in Ward No.-86**. Estimated Amount: **₹ 2,50,269.00.** Earnest Money: **₹ 5,100.00.** Period of Completion: **18 days.**

2. NIT No.: **KMC/WS/West/W86/T011/2024-25**
Name of the Work: **Development of Filter Water Supply by Laying 100 mm. dia D.I. Service Main from Pre. No. 170, Rashbehari Avenue to P-255, Purna Das Road & others Allied Work in Ward No.-86.** Estimated Amount: **₹ 2,99,807.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **21 days**. Last date of receipt/opening of Tender(Online): **09.01.2025, 1.00 p.m. / 11.01.2025, 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from the website **https://etender.wb.nic.in & https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Water Supply), Br.-XVI, KMC** invites e-tender for the following work:–
NIT No.: **KMC/WS/JOKA/30/2024-25**
Name of the Work: **Development of Existing Water Supply Network by Laying of New 100 mm. dia D.I. Pipe at Talpukur Road from Pre. No. 2/1 to 53/1 & 52/1, Sabarna Para from 100 to 86/3 & 107 and Bagpota Road from 1D/3 to 3/9D in Ward No.-126, Br.-XVI**. Estimated Cost: **₹ 3,28,799.05**. Earnest Money: **₹ 6,600.00**. Period of Completion: **19 days**. Last date of submission of bid: **13.01.2025 at 5.00 p.m.** Tender will be opened on: **16.01.2025 at 1.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.01.2025 at 5.00 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

1114/24-25

গৃহকোন

ফ্রিজের সুন্দর পরিপাটি উপস্থাপন আপনার অন্দরসাজে যোগ করতে পারে বাড়তি মাত্রা

অনেক বাসায় দেখা যায়, উৎসব আয়োজনে ঘর সাজানোর ধুম পড়ে গেছে, অথচ অন্দরসজ্জার অন্যতম অনুষঙ্গ ফ্রিজটির দিকে কারও নজরই নেই, আগের মতোই ঘরের এক কোণে অবহেলায় সেটি পড়ে আছে। অথচ ফ্রিজের সুন্দর পরিপাটি উপস্থাপন আপনার অন্দরসাজে যোগ করতে পারে বাড়তি মাত্রা। সাধারণত আমাদের দেশে তিনটি কালার টোনের ফ্রিজ বেশি দেখা যায়। লাইট গ্রে, অফ হোয়াইট এবং ব্ল্যাক। নতুন ডিজাইনের ফ্রিজগুলোতে অ্যাক্রিলিক ঘরানার রঙের ব্যবহার হয়ে থাকে। যে কারণে স্বাভাবিকভাবেই ফ্রিজগুলো চকচকে হয়ে থাকে। এ ধরনের ফ্রিজ একটু ডেকোরেটিভ করে তুললেই ঘরের সাজ বদলে যায়। অপর দিকে যাঁদের ফ্রিজ একটু পুরোনো, তাঁদেরগুলো সাজানোর জন্য আছে অন্য কৌশল। এই যেমন ফ্রিজে আঠাযুক্ত স্টিকার ব্যবহার করতে পারেন। খুব ছোট ছোট জিনিস

দিয়েই কিন্তু ঘরের ফ্রিজটিকে সাজিয়ে তোলা যায়। বিশেষ কোনো উৎসব বা দিনে ফ্রিজের ওপর রাখতে পারেন ছোট কোনো গাছ। যদি প্রতিদিন পানি পরিষ্কার করার সময় পান, তাহলে ইনডোর প্ল্যান্ট রাখাই ভালো। তা সম্ভব না হলে কৃত্রিম গাছ ব্যবহার করতে পারেন। সঙ্গে রাখতে পারেন বাঁশের ঝুড়ি বা ট্রে। ট্রেতে কিছু ফল সাজিয়ে রাখতে পারেন। কাল বড়দিন, এমন দিনে ফ্রিজেও থাকতে পারে বড়দিনের আমেজ। বাজারে অনেক ধরনের ফ্রিজ ম্যাগনেট পাওয়া যায়। ছোট ছোট ক্রিসমাস ট্রি, সান্তা ক্লজ আর স্টার দিয়ে সাজাতে পারেন ফ্রিজ। স্নো বলের কিছু ম্যাগনেট আছে, যেগুলো ফ্রিজের হ্যান্ডলে ব্যবহার করতে পারেন। এ আয়োজনে বাড়িতে আসা অতিথির মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। এ তো গেল, যাঁরা বড়দিনে ঘর সাজাবেন তাঁদের কথা। বাসায় যদি ফ্রিজার থাকে, তাহলে তার ওপর রাখতে পারেন কফি স্টেশনের আয়োজন।

কফি খেতে খেতেই জমে উঠতে পারে আড্ডা। আলোকসজ্জা যেকোনো উৎসবে বাড়তি আবহ যোগ করে। ফ্রিজের ওপর কাগজের ছোট ল্যাম্পশেড রাখতে পারেন। আলো আঁধারিতে আসবে বাড়তি দ্যোতনা।

আসছে নতুন বছরে ঘরের ফ্রিজটিকে ঘিরেও হতে পারে নতুন আমেজ। ফ্রিজ সাজানোর সময় খেয়াল রাখবেন, তা যেন খুব বেশি আড়ম্বরপূর্ণ না হয়ে যায়। বেশি জিনিসের ব্যবহার ফ্রিজকে করে তোলে ঘিঞ্জি, নষ্ট করে এর স্বাভাবিক সৌন্দর্য। ফ্রিজে যে অনুষঙ্গগুলো ব্যবহার করবেন, তা যেন অবশ্যই ঘরের অন্যান্য অনুষঙ্গের সঙ্গে মানানসই হয়, এ বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখবেন। আর ফ্রিজের আশপাশে অন্য আসবাব না রাখাই ভালো।

এমনভাবে টেবিল-চেয়ার রাখতে হবে, যাতে আসবাবের সংখ্যা অতিরিক্ত মনে না হয়

নতুন দম্পতিদের মধ্যে একজন হয়তো পছন্দ করেন আধুনিক ধাঁচ, আরেকজনের মন টানে রেট্রো স্টাইল। দুটি নকশাই নিয়ে আসা সম্ভব একটি খাবার টেবিলে। তবে খাবার ঘর যে ধাঁচেই সাজাতে চান না কেন, খেয়াল রাখুন, ঘরটা কত বড়। এমনভাবে টেবিল-চেয়ার রাখতে হবে, যাতে আসবাবের সংখ্যা অতিরিক্ত মনে না হয়। আবার পরিবারের সদস্যসংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজন মেটানোর দিকটাও মাথায় রাখতে হবে। কাপড়, কৃত্রিম চামড়া বা রেক্সিনে মোড়ানো চেয়ার আধুনিক অন্দরসজ্জায় সমাদৃত। নিরপেক্ষ (নিউট্রাল) রংগুলো চলছে এখন। চাপা সাদা, ধূসর, রুপালি, বেজ, বাদামি কিংবা কফিরঙা চেয়ার বেছে নিতে পারেন। কেউ কেউ অবশ্য প্রাণবন্ত রঙের ছোঁয়াও চান। সে ক্ষেত্রে এসব নিরপেক্ষ রঙের চেয়ারের মধ্যে দুটি চেয়ারের রং হতে পারে উজ্জ্বল। ভিন্ন রঙের দুটি চেয়ার টেবিলের দুই পাশে রাখলে চমৎকার দেখাবে। রঙে ও উপকরণে বৈচিত্র্য যদি সব চেয়ারের মধ্যে দুটি চেয়ারের জন্য ভিন্ন রং চান, তাহলে কোমল ধাঁচের ল্যাভেন্ডার, গাঢ় সবুজ, হালকা জলপাই, টিয়া বা কমলা রঙের মধ্যে যেকোনো রং বেছে নিতে পারেন। নীল আর ফিরোজার মিশেলে সৃষ্ট চাপা কোনো নীলাভ রং কিংবা নীলের অন্যান্য চাপা ধাঁচের শেডও সুন্দর দেখায়। আবার নিরপেক্ষ রং একেবারেই না রাখতে চাইলে সব কটি চেয়ারই এ রকম রঙে করা যেতে পারে। চেয়ারের পুরোটাই হতে পারে 'মোড়ানো' ধরনের। কোনোটার আবার পিঠ ও আসন হয় 'মোড়ানো' ধরনের। পায়ায় থাকতে পারে কাঠ, বোর্ড বা ধাতব উপকরণ।

আকার-আকৃতিতে ভিন্নতা

চেয়ারের আকার-আকৃতি হতে পারে নানা রকম। কোনোটার নকশা আবার নিচ দিক থেকে চওড়া হয়ে ওপরের দিকে সরু হয়ে গেছে এমনও দেখা যায়। ঢেউখেলানো নকশাও হতে পারে। কাপড় মোড়ানো হলে কিন্তু চারকোনা চেয়ারেও খানিকটা গোলাকার ভাব চলে আসে। আবার কোনো চেয়ারে হাতল থাকে, কোনোটিতে থাকে না। কোনোটির হাতল আবার মিশে যায় পিঠের অংশের সঙ্গে। সব মিলিয়ে অনেকভাবেই বৈচিত্র্য হতে পারে। আপনার পছন্দ ও বাজেট অনুযায়ী বেছে নিতে পারবেন পরিপাটি নকশার চেয়ার। তবে খেয়াল রাখবেন, দামের কারণে মানের সঙ্গে যেন আপস করতে না হয়। চাইলে খাবার টেবিলের এক দিকে কাঠের বেঞ্চও রাখতে পারেন। ছোট্ট অন্দরে বেঞ্চের ব্যবস্থা রাখা ভালো। কম বয়সীরা বেশ আরাম করেই বসতে পারে এমন ব্যবস্থায়। বেতের চেয়ারে সাদা গদি বসিয়ে দিতে পারেন। বেতের টেবিলে বসানো কাচের ওপরে পাটের রানার, পাটের টেবিল ম্যাট বিছিয়ে দিতে পারেন।

নবদম্পতির অন্দর ভাবনায়

এটা ঠিক যে সংসারে খুব বড় টেবিল কিংবা আটখানা চেয়ারের প্রয়োজন নেই। অনেক নতুন সংসার শুরু হয় ছোট্ট বাসায়। সেখানে বড় আসবাব রাখার জায়গা নিয়েও বিপত্তি বাধতে পারে। বাজেটও থাকতে পারে তুলনামূলক কম। সেসব বিষয় হিসাব নিকাশ করলে ছোট্ট, ছিমছাম সংসারে ছোটখাটো টেবিল আর কমসংখ্যক চেয়ারই ভালো।

তবে মাঝেমধ্যে সেই সংসারে অতিথিও তো আসতে পারেন। সুযোগ থাকলে একটু বড় বা মাঝারি আকারের টেবিল আর ছয়টা চেয়ারের ব্যবস্থা করতে পারেন আপনি। পরিবারের সদস্যসংখ্যা, অতিথি ও অন্দরের জায়গা, এমন নানা দিক বিবেচনায় রেখে বেছে নিতে হবে নতুন সংসারের খাবার ঘরের চেয়ার।

সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে ৬৯তম রেলওয়ে সপ্তাহ উদযাপন হল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার মিশ্র। শ্রী সৌমিত্র মজুমদার, শ্রী সুরিন্দর পাল, সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সহ সমস্ত বিভাগীয় প্রধানগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রুশ হামলা থেকে রক্ষা পায়নি ইউক্রেন

ড়দিনেও রুশ হামলা থেকে রক্ষা পায়নি ইউক্রেন। আজ বুধবার ইউক্রেনের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে কয়েকটি শহরে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা করেছে রুশ বাহিনী। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি একে বর্বরোচিত হামলা বলে মন্তব্য করেছেন। এ হামলায় খারকিভে ছয়জন আহত ও নিপ্রোপেত্রভস্ক শহরে একজন নিহত হয়েছেন।

রুশ বাহিনীর হামলার পর খারকিভের প্রায় পাঁচ লাখের বেশি মানুষ তীব্র শীতের মধ্যে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছেন। এ ছাড়া কিয়েভের কিছু অঞ্চল বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জেলেনস্কি বলেন, 'আজ বড়দিনকে আক্রমণের জন্য বেছে নিয়েছেন পুতিন। এর চেয়ে অমানবিক আর কী হতে পারে? ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রসহ ৭০টির বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ও কয়েক শ ড্রোনের মাধ্যমে হামলা চালানো হয়েছে।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ হামলার কথা স্বীকার করে বলেছে, কিয়েভের সামরিক শিল্পে সহায়তাকারী জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা করা হয়েছে।

হামলার লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বলেছে, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ও বুধবার সকালে তাদের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ৫৯টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ৫৪টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে। এদিকে রুশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় রাশিয়ার ভ্লাদিকাভকাজ শহরের একটি বিপণিবিতানে আগুন লেগে যায়। রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলের ওই শহরের মেয়র জানায়, রুশ আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ড্রোনটিকে ধ্বংস করলেও এ বিধ্বস্ত অংশ পড়ে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।

পার্কস্ট্রীটের সন্ধ্যায় জন জোয়ার

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরঃ শিতের ঠান্ডা হাওয়া আর খুশির আমেজে গা মেলিয়ে দিতে প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বছরেও থমকে ছিল না ৮ থেকে ৮০ সকলে। তাই বছরের শেষ দিনগুলো আরো বেশি আনন্দ মুখর করে তুলতে ২৫শে ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় শহর কলকাতার প্রাণকেন্দ্র পার্কস্ট্রীটে জন জোয়ার চোখে পড়ে। প্রতিদিনের চেনা পার্ক স্ট্রিট সেজে উঠেছে ঝলমলে রঙিন আলোয়। শুধু শহরবাসী নয় দূর দূরান্ত থেকে সাধারণ মানুষের ভিড়ে মুখরিত হয়ে উঠেছে পার্ক স্টিট। আলোর রোশনাই আর সান্তাক্লসের হাতছানিতে মাতোয়ারা সকলে। লাল টুপি মাথায় দিয়ে খুদেরাও কোলে চড়ে অভিভাবকদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে। ভিড় ঠেলে অল্প বয়স্ক থেকে কলেজ পড়ুয়া, বাকি ছিল না প্রেমিক - প্রেমিকাদের ঢল এরই সাথে ছিল সদ্য বিবাহিতদের ভীড়। হাতে - হাত ধরে একে অপরকে খেয়াল রেখে হেঁটে চলেছে ক্রিসমাসের এর উৎসবের আনন্দে।

বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইরকন-এর সাথে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত

মালিগাঁও, ২৬ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় রেলওয়েতে প্রথমবারের জন্য ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই) এবং পাওয়ার সাপ্লাই ইনস্টলেশন (পিএসআই) সহ বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি সমঝোতা চুক্তির (এমওইউ) মাধ্যমে ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এর সাথে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এক অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আজ ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে এই সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতনকুমার শ্রীবাস্তব এবং ইরকন-এর চিফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী এইচ. এম. গুপ্তা। ১৯৭৬ সাল থেকে বিশেষত ভারত ও বিদেশে জটিল ভূখণ্ডে প্রত্যাহ্বানমূলক পরিকাঠামোর প্রকল্প রূপায়নের জন্য ইরকন একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্থা। এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে লামডিং ও তিনসুকিয়া ডিভিশনের ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই) এবং পাওয়ার সাপ্লাই ইনস্টলেশন (পিএসআই)-এর রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। লামডিং ও তিনসুকিয়া ডিভিশনের বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ তীব্রগতিতে অগ্রসর হচ্ছে, ইতিমধ্যে অধিকাংশ সেকশন বৈদ্যুতিকীকরণ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৪২৫ আরকেএম ২০২৫-এর জুন মাসের মধ্যে চালু করার লক্ষ ধার্য্য করা হয়েছে। সেকশনগুলি দ্রুত চালু করার ফলে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজের

রক্ষণাবেক্ষণ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার জন্য নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ ও ত্রুটি-বিচ্যুতিতে মনোযোগ দেওয়ার প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ রেলওয়ে কর্মীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কারণ ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন ট্রেন পরিচালনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ বর্তমানে এক নতুন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে এবং সেকশনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও যে কোনও ত্রুটিতে মনোযোগ দেওয়ার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ০২ বছর সময়ের সংযোজিত চুক্তি হিসেবে ইরকন-এর সাথে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যা পদ্ধতিগত রক্ষণাবেক্ষণের দিকে এক অনুকরণীয় পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বৈদ্যুতিকীকরণ পরিকাঠামোর পরিচালনার ক্ষেত্রে জ্ঞান বিনিময় এবং সর্বশেষ প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে এই সমঝোতা চুক্তিটি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য একটি প্লেটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

নিজের তৈরি বিদ্যুচ্চালিত যান নিয়ে ফ্রিটাউনের রাস্তায় সান্বা

ব্যস্ত শহর সিয়েরা লিওনের রাজধানী ফ্রিটাউন। এই শহরে প্রকৌশলের শিক্ষার্থী জেমস সান্বার একটি ওয়ার্কশপ রয়েছে। সেখানে তিনি ইলেকট্রিক নানা যন্ত্রাংশ ও ব্যাটারি নিয়ে কাজ করেন। তাঁর আশাসিয়েরা লিওয়নের গণপরিবহন ব্যবস্থা পরিবেশবান্ধব করবেন তিনি। পশ্চিমা আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওনের বড় বড় শহরগুলোর রাস্তাঘাটে ব্যস্ত সময়ে জগাখিচুড়ি অবস্থা দেখা দেয়। এ সময় রাস্তায় থাকে বিপুলসংখ্যক মিনিবাস, স্কুটার, ট্যাক্সি ও তিন চাকার যান 'কেকেহ'। যানবাহনগুলো থেকে বের হওয়া বিষাক্ত ধোঁয়ায় দূষিত হয় পরিবেশ। পরিবেশদূষণের শিকার হয়েছেন সান্বার পরিবারেরই একজনতাঁর চাচা। বিষাক্ত ধোঁয়া থেকে শ্বাসতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হন তিনি। পরে সেই রোগেই মারা যান। এরপর সিয়েরা লিওনের যানবাহনগুলো পরিবেশবান্ধব করার অভিযানে নামেন ২৩ বছর বয়সী সান্বা। লক্ষ্য ছিলনিজের নকশায় বিদ্যুচ্চালিত কেকেহ তৈরি করবেন। ফ্রিটাউনের রাস্তায় এখন দেখা যায় চার চাকার গোলাপি রঙের একটি যান। বাতিল ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সেটি। চলে ব্যাটারিতে। নিজের নকশায় যানটি তৈরি করেছেন সান্বা। এই প্রকল্প এখনো শুরুর দিকে রয়েছে। সান্বা বলেন, বায়ুদূষণের কারণে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু থেকে মানুষকে বাঁচাতে ইলেকট্রিক যান তৈরি করতে চান তিনি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) জানিয়েছে, ঘরের বাইরের বায়ুদূষণের কারণে প্রতিবছর আনুমানিক ৪২ লাখ মানুষ বয়স হওয়ার আগেই মারা যাচ্ছেন। নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোর ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে এই বায়ুদূষণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা রাখছে যানবাহন থেকে নির্গত হওয়া বিষাক্ত ধোঁয়া। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ইউএনইপির তথ্য অনুযায়ী, দূষিত বায়ুর অতিক্ষুদ্র কণার (আড়াই মাইক্রনের চেয়ে ক্ষুদ্র) কারণে ২০২১ সালে সিয়েরা লিওনে ১ হাজার ২০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। দেশটির মোট জনসংখ্যা ৮৫ লাখ।

'ব্যবসা, পরিবেশদুই ক্ষেত্রেই ভালো' সান্বা প্রথম তাঁর প্রকৌশলবিদ্যা কাজে লাগান চাচার জন্য একটি ইলেকট্রিক হুইলচেয়ার বানানোর ক্ষেত্রে। এরপর তিনি 'সিয়েরা ইলেকট্রিক' নামে নিজের একটি প্রতিষ্ঠান খোলেন। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, সৌরবিদ্যুচ্চালিত কেকেহ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহারের উপযোগী ইলেকট্রিক যান উৎপাদন করা। সৌরশক্তিচালিত কেকেহ উৎপাদন শুরুর জন্য অর্থসংকটে পড়তে হয়েছিল সান্বাকে। তখন তিনি 'এনইইভি স্যালন' নামের একটি স্টার্টআপের সঙ্গে অংশীদারত্বে যান। ফ্রিটাউনভিত্তিক এই স্টার্টআপটির এরই মধ্যে শতাধিক সৌরবিদ্যুচ্চালিত তিন চাকার সাইকেল রয়েছে। এ ছাড়া বিদ্যুচ্চালিত যানের ব্যাটারিতে চার্জ দেওয়ার জন্য তিনটি স্টেশনও রয়েছে তাদের।

বিদ্যুচ্চালিত যানবাহনগুলোকে সিয়েরা লিওনে বহু বাধার মুখে পড়তে হয়। দেশটিতে হরহামেশা দেখা দেয় লোডশেডিং। এ ছাড়া ছয় মাস ধরে চলে বর্ষাকাল।

এ সময় সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনও কঠিন। ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাংকের দেওয়া একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিয়েরা লিওনের মাত্র ২০ শতাংশের বেশি বাসাবাড়িতে জাতীয় গ্রিড বা ছোট ছোট বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ যায়। এনইইভি স্যালনের চার্জিং স্টেশনগুলোতে জাতীয় গ্রিড, জেনারেটর ও সৌরশক্তির মধ্যে অদলবদল করে বিদ্যুৎ সরবরাহ জারি রাখা হয়। সান্বা বলেন, জীবাশ্ম জ্বালানিচালিত কেকেহের চেয়ে সৌরবিদ্যুচ্চালিত কেকেহ গুলো বেশি সাশ্রয়ী। এর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম। জ্বালানিও কেনা লাগে না। এনইইভি স্যালনের তৈরি সবচেয়ে ছোট কেকেহটির দাম প্রায় ৫ হাজার ২৭০ ডলার। বিশ্বের সবেচেয়ে দরিদ্রের তালিকায় থাকা একটি দেশে এই দাম অনেক বেশি।

Name Change

I, Narayan Das (Old Name) S/o Naresh Chandra Das Residing at Rautari, Vtc - Maheswarpur, P.o - Rautari, District - Nadia, Pin- 741248 W.B. India shall henceforth be known as Narayan Chandra Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 41/2024 Dated 26-12-2024. Narayan Das (Old Name) and Narayan Chandra Das (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Debraj Khastagir (Old Name) S/o Manas Kumar Khastagir Residing at T-73, Subhash Pally, Vtc+P.o - Garia, District - 24 Pgs (S), Pin- 700084 West Bengal India shall henceforth be known as Devraj Khastagir (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 26-12-2024.Debraj Khastagir (Old Name) and Devraj Khastagir (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, ABDUL HALIM (Old Name) S/O LATE ABUL KASHEM MOLLAH Residing at Thalia Musalman Para, P.O - Thalia, P.S - Joypur, District - Howrah, Pin - 711401 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL HALIM MOLLAH (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 26-12-2024. ABDUL HALIM (Old Name) and ABDUL HALIM MOLLAH (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Parvez S/o Muzaffar Hossain Residing at 11/W, Topsia 2nd Lane, P.o + P.s - Tiljala, District - Kolkata, Pin- 700039 West Bengal India shall henceforth be known as Md Parvez Rana. I declare that Md Parvez and Md Parvez Rana is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-12-2024.

Name Change

I, MD ERAZ MULLICK And IRAJ MOLLICK (Old Name) S/O HAZI MOTALIB MULLICK Residing at South Nibra Battala, P.O.- Nibra, P.S - Domjur, District - Howrah, Pin - 711409 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ERAZ MULLICK (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 26-12-2024. MD ERAZ MULLICK And IRAJ MOLLICK (Old Name) and ERAJ MULLICK (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kati Rani Das D/o Sadhan Chandra Das Residing at Putikhali, Putikhali, District - Nadia, Pin - 741507 West Bengal India shall henceforth be known as Fatu Rani Das. I declare that Kati Rani Das and Fatu Rani Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 26-12-24

Name Change

I, AYESHA SIDDIKA (Old Name) W/O ABDUL HALIM MOLLAH Residing at 24, Gope Lane, P.O+P.S - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AYESHA SIDDIKA MOLLAH (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 26-12-2024. AYESHA SIDDIKA (Old Name) and AYESHA SIDDIKA MOLLAH (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mosaraf Hossain Molla S/o Jaynal Abdin Molla Residing at Ramjannagar, Kulpi, District - 24 Pgs (S), Pin - 743351 West Bengal India shall henceforth be known as Md Mosaraf Hossain Molla. I declare that Mosaraf Hossain Molla and Md Mosaraf Hossain Molla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public, Kolkata on 26-12-24

Name Change

I, MD AYMAN MOLLICK (Old Name) S/O ERAZ MULLICK Residing at Dakshin Nibra Battala, P.O.- Nibra, P.S - Domjur, District - Howrah, Pin - 711409 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD AYMAN MULLICK (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 26-12-2024. MD AYMAN MOLLICK (Old Name) and MD AYMAN MULLICK (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sona Agarwal (old name) wife of Sanjay Dhanuka, residing at 119/120/1, RAJ BALLAV SAHA LANE, P.S- HOWRAH, HOWRAH-711101, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Simran Dhanuka (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 26/12/2024. Simran Dhanuka (new name) and Sona Agarwal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, MD SAYFUDDIN MOLLAH (Old Name) S/O MD ABDUL HAQUE Residing at Chaksri Krishna, P.O.- Hirapur, District - Howrah, Pin - 711310 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD SAYFUDDIN MOLLA (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 26-12-2024. MD SAYFUDDIN MOLLAH (Old Name) and MD SAYFUDDIN MOLLA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Dulu Pada Hazra (old name) son of Late Sudhir Hazra, residing at DEBHOG, BAISHNAB CHAK,EAST MEDINIPORE-721657, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Dhulupada Hazra (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 26/12/2024. Dhulupada Hazra (new name) and Dulu Pada Hazra (old name) both are same and identical person.

Name Change

I KSHIRODE KUNDU (old Name) S/o Late Jasha Kundu. Residing at Vill + PO-MUNIA DIHI P.S-BURWAN, DIST-MURSHIDABAD STATE-W.B PIN 742161, I have changed My Name to KHIRODE KUMAR KUNDU (New Name) by Natary public bolpur, Birbhum on 26/12/24. KHIRODE KUMAR KUNDU & KSHIRODE KUNDU is same one identical person.

Name Change

I AYESHA SULTANA, W/O MD IMTIAJ KHAN, R/O PURATAN CHACK (BAT-TALA), BURDWAN,BARDHAMAN, 713102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AYESA SULTANA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2024,THAT AYESHA SULTANA AND AYESA SULTANA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Mohibor Laskar (old name) S/o Manchur Laskar, residing at Bayishata, Killa, Durganagar, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743338, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Mahibar Laskar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata on 23/12/2024.Mohibor Laskar(old name) are Mahibar Laskar (new name) both are same and identical person.

Name Change

I, SUMIT AGARWAL, SON OF SHYAMA PRASAD AGARWAL, RESIDING AT DIAMOND CITY NORTH BLOCK, 12 - 2E, 68 JESSORE ROAD, NORTH 24 PARGANAS - 700055, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMIT KUMAR AGARWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2014.THAT SUMIT AGARWAL AND SUMIT KUMAR AGARWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Arun Kumar Chatterjee, son of Kalicharan Chatterjee, residing at 265/20, G.L.T. Road, Baranagar (M), North 24 parganas - 700036,West Bengal,shall henceforth be known as Arun Chatterejee vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 24/12/2024.That Arun Kumar Chatterjee and Arun Chatterejee both are the same and one identical person.

Name Change

I, Mohammadd Ghulam Rasool & Golam Rasul (old name) son of Late Abdullah, residing at 14/A, Colootola Lane, P.O.- C.R Avenue, P.S.- Bowbazar, Kolkata- 700073, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ghulam Rasool (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 26/12/2024. Ghulam Rasool (new name) and Mohammadd Ghulam Rasool & Golam Rasul (old name) all are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Sujata (পুরাতন নাম) স্বামী Anuj Sharma, ঠিকানা- 92/1B, Narkeldanga Main Road, Kankurgachi, Kolkata-700054, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.12.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sujata Sharma (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sujata Sharma (নতুন নাম) এবং Sujata (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Sorfa Khatoon (old name) W/O Late Md Naimuddin, residing at 7B, Micheal Madhusudan Sarani, P.S.- Watgunge, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Sarfa Khatoon (new name) as declared before the Notary public at Kolkata on 24/12/2024. Sarfa Khatoon (new name) and Sorfa Khatoon (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Nanda Dulal Maiti (পুরাতন নাম) পিতা Late Kalipada Maiti, ঠিকানা Vill.- Gosaiberd, P.O.- Dalpara, Panskura, East Medinipur, Pin-721139, West Bengal, India, ফাস্ট ক্লাসএক্সেকিউটিভে ম্যাজিস্ট্রেট,তমলুক Dated 02.04.2014 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nanda Kumar Maiti (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nanda Kumar Maiti (নতুন নাম) এবং Nanda Dulal Maiti (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Rabindra Nath Das (old name) S/O Haripada Das, residing at Vill.- Baramatkatpur, P.O.- Belda, P.S.- Belda, Dist.- Paschim Medinipur, Pin Code 721424, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Rabindra Das (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Dantan , Paschim Medinipur on 16/12/2024. Rabindra Das (new name) and Rabindra Nath Das (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Dipak Talukder, Malu Talukder (পুরাতন নাম) পিতা Birendra Lal Talukder ঠিকানা Sukanta Pally, Boral, Rajpur Sonarpur, District - 24 Pgs (S), Pin - 700154, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 26-12-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Dipak Kumar Talukder (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Dipak kumar Talukder (নতুন নাম) ও Dipak Talukder, Malu Talukder (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Maloy Kumar Mukherjee & Maloy Namita Mukherjee (পুরাতন নাম) পিতা Paresh Nath Mukherjee , ঠিকানা- 3/3A Eden Richmond Park, 16 Dharmotala Road Kodalia, Baruipur, Pin-700146, P.S.- Sonarpur, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.12.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Maloy Mukherjee (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Maloy Mukherjee (নতুন নাম) এবং Maloy Kumar Mukherjee & Maloy Namita Mukherjee (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Joydeb Baral (Old Name) S/O-Rabindranath Baral residing at Vill- Kalyandaha, P.o- Kalyandaha, P.S- Chapra, Dist- Nadia, West Bengal, Pin-741123. I have change my name to Jaydeb Baral by Executive Magistrate (1st class) Krishnagar court on 25/10/2024. Jaydeb Baral & Joydeb Baral both are same and one identical person.

মেট্রো ২০২৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১৪.৭ কোটির বেশি যাত্রী বহন করেছে

কলকাতা,২৫ ডিসেম্বর ঃ চলতি অর্থবছরে মেট্রো রেলে যাত্রী সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। নভেম্বর ২০২৪ শেষ পর্যন্ত, মোট ১৪.৭২ কোটি যাত্রীদের বহন করা হয়েছে মেট্রো রেলওয়ে যা গত বছরের ১২.৭ কোটির তুলনায় ১৫.৯১ বেশি। একই সময়ের মধ্যে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য, মেট্রো রেল টিকিট পরিষেবাও উন্নত করেছে। বর্তমানে কাউন্টার থেকে টোকেন ইস্যু করা ছাড়াও, যাত্রীরা মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ, ইউপিআই ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের পাশাপাশি ASCRM মেশিনের সাহায্যে টিকিট ক্রয় করতে পারে এবং স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে পারে। এটি আমাদের যাত্রীদের তাদের সময় বাঁচাতে সাহায্য করেছে এবং তাদের পরিবর্তনের জন্য চিন্তা করতে হবে না। নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত, মোট ৯.৩৪ লাখ অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারী এবং ০.৪৮ লাখ iOS সিস্টেম ব্যবহারকারী 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন। মেট্রো রেলের ৬১৬ নম্বর আছে। কিউ আর বৈশিষ্ট্য সহ AFC এবং PC গেট যা যাত্রীদের ঘঙ ভিত্তিক টিকিটের সাথে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে সক্ষম করে। বর্তমানে ৩৬৫ নম্বর বুকিং কাউন্টারগুলি UPI পেমেন্ট সিস্টেম পরিচালনা করতে সক্ষম। ফলে যাত্রীরা এখন ভিড় এড়াতে মেট্রো স্টেশনে পৌঁছানোর আগে মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপের সাহায্যে টিকিট কিনছেন।হ্যান্ড হেল্ড টার্মিনালের সাহায্যে টিকিটের ব্যবস্থাও প্রথমবারের মতো চালু করা হয়েছে যা গত উৎসবের মরসুমে ভিড় পরিচালনা করতে অনেক সাহায্য করেছে। যাত্রীদের অনুপযুক্ত ভ্রমণ কর্তৃপক্ষের সাথে ভ্রমণ বন্ধ করতে মেট্রো রেলওয়ে গত নভেম্বর থেকে ব্যাপক টিকিট চেকিং ড্রাইভও চালু করেছে।

সরকারি স্কুল থেকে যখন মুখ ফিরিয়ে বেসরকারি স্কুলের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে

দুরন্ত বার্তা,কালনা,২৬ ডিসেম্বর ঃ সরকারি স্কুল থেকে যখন মুখ ফিরিয়ে বেসরকারি স্কুলের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে অভিভাবকদের তখন সরকারি শিক্ষার মান কে আরো উন্নত করতে নয়া উদ্যোগ কালনা অম্বিকার মহিষমর্দিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের। এতদিন ছাত্রছাত্রীরা দেখে এসেছিল স্টেজের উপরে বরণ করে সম্বর্ধিত করতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের, কিন্তু এ বছর কালনা অম্বিকা মহিষমর্দিনী উচ্চ বিদ্যালয় তরফ থেকে বাসরিক মূল্যায়নে ৮০ শতাংশের উপরে প্রাপ্ত নম্বরের ৬৫ জন ছাত্রদেরকে স্কুলের উত্তরিও দিয়ে সম্বর্ধিত করে সার্টিফিকেট সহ নগদ অর্থ পুরস্কার দেয়া হলো। এই ধরনের সম্মান পেয়ে ছাত্ররা ভীষণ খুশি স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত রায় জানান এই বছর প্রথমেই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা যেন আরো তাদের বাৎসরিক মূল্যায়নের মান আরো বাড়াতে আগ্রহী হয় এবং অভিভাবকেরা যেন সরকারি স্কুলে পড়াবার প্রবণতা বাড়ে তাই এই উদ্যোগ। এমএলএ দেবপ্রসাদ বাগ জানান শিক্ষার মান বাড়াবার জন্য এই সরকার উদ্যোগী, ক্রমশ সরকারি স্কুলে চাপ বাড়ছে ছাত্র সংখ্যা আগে তুলনা অনেক বেড়ে চলেছে।

শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, মহাব্যবস্থাপক, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০২৪-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৬৯তম রেলওয়ে সপ্তাহ উদযাপন-বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার, ২০২৪ উপলক্ষে সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন।

মুর্শিদাবাদে পাঁচিল চাপা পড়ে শিশুর মৃত্যু, শোকস্তব্ধ পরিজনরা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৬ ডিসেম্বর ঃ বাড়ির পাশে খেলার সময় পাঁচিল চাপা পড়ে মৃত্যু হল চার বছরের এক শিশুর। বৃহস্পতিবার সকালের এই ঘটনায় মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের প্রসাদপুরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম, জয় দাস (৪)। তার বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার প্রসাদপুর গ্রামে। ছোট্ট শিশুর দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। ছোট্ট জয়ের অকাল-মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

মির্জাপুর,পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দু'জনের, পরিবারে শোকের ছায়া

মির্জাপুর, ২৬ ডিসেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় সামাদপুর গ্রামের কাছে বারাণসী-শক্তিনগর সড়কে প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে। নঃদু গুপ্তা (৫০) নামে এক কৃষক একটি ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় মারা যান। দুর্ঘটনার পর থেকে ট্যাঙ্কার চালক পলাতক। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি আবার ঘটে বুধবার রাতে। করণপুর ফাঁড়ির কাছে একটি কনটেইনারের ধাক্কায় এক মোপেড আরোহী রাজেশ (৫৫) মারা যান। জানা গেছে, তিনি শ্বশুরবাড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কাটমানি দিতে না পারায় বাতিল রূপশ্রীর ফর্ম, মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের

তনুজ জৈন, মলদা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ কাটমানি দিতে না পারায় বাতিল হয়ে গেল রূপশ্রী প্রকল্পের ফর্ম। বিস্ফোরক অভিযোগ রূপশ্রী প্রকল্পের ব্লক এবং পঞ্চায়েতের সমীক্ষক কর্মীদের বিরুদ্ধে। প্রশ্নের মুখে ব্লক প্রশাসনের ভূমিকা। মালদহের চাঁচল ১ নং ব্লকের খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা সালেমা বিবি। তাঁর মেয়ে শাহনাজ খাতুনের বিয়ে হয় চলতি বছরের নভেম্বর মাসে। বিয়ের ১৯ দিন আগে রাজ্য সরকারের রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা পাওয়ার জন্য নিয়ম মেনে ব্লক দপ্তরে আবেদনও করেন। বিয়ের ঠিক সাত দিন আগে ব্লক দপ্তর এবং পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে তদন্তে আসেন সমীক্ষকরা। কিন্তু তারপর ৫ হাজার টাকা দাবি করেন। পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় তারা দিতে অপারক হন। পরবর্তীতে তারা জানতে পারেন শাহনাজের রূপশ্রীর ফর্ম বাতিল হয়েছে। জানা যাচ্ছে এই ব্লক জুড়ে রূপশ্রী নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। সক্রিয় রয়েছে দালাল চক্র। প্রত্যেক জায়গাতেই নেওয়া হচ্ছে কাটমানি। আর না দিতে পারলেই বঞ্চিত হচ্ছে শাহনাজদের মত অনেকেই। অভিযোগকারী শাহনাজের মা সালেমা বিবি বলেন, রাজ্য সরকার টাকা দিচ্ছে। এই টাকাটা পেলে আমাদের জন্য অনেক উপকার হত। আমরা গরিব পরিবার। কোথা থেকে ৫ হাজার টাকা পাবো বলেন। আমাদের অনুরোধ আমার মেয়ে যাতে তার ন্যায্য টাকা পায়। শাহনাজ খাতুন জানান, আমি একদম নিয়ম মেনে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু টাকা না দিতে পারায় বাতিল হয়ে গেল। মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জির বক্তব্য,অভিযোগ এসেছে তদন্ত চলছে।

বাঁধ সেধেছে আবহাওয়া, আলু চাষে ক্ষতির আশঙ্কায় পূর্ব বর্ধমানের চাষীরা

দুরন্ত বার্তা,কালনা,২৬ ডিসেম্বর ঃ বাঁধ সেধেছে আবহাওয়া, আলু চাষে ক্ষতির আশঙ্কায় পূর্ব বর্ধমানের চাষীরা। আদও লাভের মুখ দেখতে পারবেন কিনা, সেই নিয়ে কপালে চিন্তার রেখা। ধান চাষের পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় আলু চাষ হয়। যার মধ্যে অন্যতম হলো পূর্বস্থলী।এই এলাকায় বিঘার পর বিঘা জমিতে আলু চাষ করা হয়। কিন্তু চলতি মরশুমে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায়. কার্যত ক্ষতির মুখে সেই আলু চাষ। অন্তত তেমনটাই জানাচ্ছেন আলু চাষিরা। আলু চাষীদের মারফত জানা গিয়েছে, আলু চাষের সময় অকালবৃষ্টি হওয়ায় বেশ কিছুটা দেরি হয় চাষে। পাশাপাশি চলতি সময় মেঘলা আবহাওয়া এবং কম শীতের জেরে আরও সমস্যা তৈরি হচ্ছে আলু চাষে। আলুতে ধসা লাগার আশঙ্কা করছেন অধিকাংশ কৃষক। এই প্রসঙ্গে এক আলু চাষি বলেন, এরকম মেঘলা আবহাওয়া থাকলে ফলন ভাল হবেনা। আলুতে ধসা লাগতে পারে। ফলন খারাপ হবে সেই নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে। জানা গিয়েছে, এই এলাকায় মূলত পোখরাজ এবং জ্যোতি আলুর চাষই সবথেকে বেশি। বিমান মণ্ডল নামের এক চাষীর কথায় এক বিঘা আলু চাষ করতে কম করে ৪৫ হাজার টাকা খরচ হয়। সব ঠিক থাকলে বিঘা প্রতি আলু চাষ করে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা লাভ হয়। কিন্তু এবছর সেই সম্ভাবনা একেবারেই কম। আবহাওয়ার পাশাপাশি ভিন্ন রাজ্যে আলু রপ্তানি করতে না পেরে হতাশ আলু চাষিরা। তাদের মতে ভিনরাজ্যে আলু পাঠাতে না পারলে তারা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। পশ্চিমবঙ্গের যে পরিমাণে আলু উপাদন হয় তার সবটুকু এই রাজ্যের মধ্যে বিক্রি করা কার্যত অসম্ভব বলে মত তাদের। এ প্রসঙ্গে আরেক আলু চাষির প্রতিক্রিয়া, এবছর বাজার ভাল হবেনা তার কারণ বর্ডার বন্ধ থাকার কারণে কোনও মহাজন মাঠে নামবে না। পশ্চিমবঙ্গে যা আলু উপাদন হয় তার অর্ধেক বাংলার মানুষ খেতে পারবে না। বাছাই করা আলু যায় কলকাতায়, আর বাকি আলু ভিন রাজ্যে যায়। মহাজনদের অনেক টাকা বাজারে পরে আছে, তারা কি আর নতুন করে আলু চাষে নামবে ? রাজ্যের ধানের গোলা পূর্ব বর্ধমান জেলা। জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় ধান চাষ হয়। কিন্তু ধান চাষের পাশাপাশি আলু চাষও হয় জেলা জুড়ে। তবে চলতি চাষের মরশুমে ধান চাষ করতেও নানা সমস্যায় পড়তে হয়েছিল চাষিদের। ধানের পর সেই একই ছবি দেখা গেলো আলু নিয়েও। এবার আলুর ফলন নিয়েও কপালে ভাঁজ জেলার আলু চাষীদের।

ইউপিএসসি কম্বাইন্ড জিও সায়েন্টিস্ট পরীক্ষায় দশম স্থান অর্জন করেছে ময়নাগুড়ির সুব্রত মন্ডল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি , ২৬ ডিসেম্বর ঃ ইউপিএসসি কম্বাইন্ড জিও সায়েন্টিস্ট পরীক্ষায় দশম স্থান অর্জন করেছে ময়নাগুড়ির সুব্রত মন্ডল। সুব্রতর সাফল্যে খুশি তার পরিবার থেকে শুরু করে ময়নাগুড়ির বাসিন্দারা। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের উত্তর মাধবডাঙ্গা এলাকায় বাসিন্দা মেধাবী ছাত্র সুব্রত মন্ডল। গত সোমবার এই ফলাফল জানতে পেরেছে সে। জানা গিয়েছে, ময়নাগুড়ি শহীদগড় হাই স্কুল থেকে ২০১৩ সালে মাধ্যমিক ও ২০১৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজ থেকে রসায়ন বিষয়ে স্নাতক হয় সুব্রত। এরপর পাঞ্জাবের আইআইটি রোপার থেকে রসায়নে মাস্টার্স সম্পন্ন করে। পাশাপাশি তার প্রস্তুতি চলতে থাকে সর্ব ভারতীয় পরীক্ষার জন্য। ইউপিএসসি পরীক্ষায় চারবার বসেছে এই মেধাবী ছাত্র। ২০২৩ সালে লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলেও মৌখিক পরীক্ষায়. পাশ করতে পারেননি। অবশেষে চলতি

বছরের ফের ১১ ডিসেম্বর মৌখিক পরীক্ষা দেন তিনি। আর তার ফলাফল বের হয় সোমবার। সেখানেই দেখতে পায় তার এই ফলাফল। সর্ব ভারতীয় স্তরে জিও সায়েন্টিস্ট পরীক্ষায় দশম স্থান অর্জন। এখন নিয়োগপত্রের অপেক্ষায় রয়েছে সুব্রত সহ তার পরিবার । ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কের পাশেই একটি কাঠের আসবাবপত্র তৈরির দোকান রয়েছে তার বাবা বীরেন্দ্র মন্ডলের। বীরেন্দ্র বাবুর দুই ছেলে। বড় ছেলে সুব্রত। প্রবল অর্থ কষ্টের মধ্যে দিয়ে ছেলেকে পড়াশোনা করিয়েছেন তিনি। তারপর এই সাফল্যে আত্মহারা পরিবার পরিজনেরা। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার। এদিকে এই খবর জানতে পেরে কৃতী ছাত্রকে সম্বর্ধনা দেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ। কৃতি ছাত্র সুব্রত মন্ডলের বাবা বীরেন্দ্র মন্ডল জানিয়েছেন, ছেলে আরও বড় হোক দেশের জন্য কিছু করুক এটাই চাই।

বাংলাদেশের ইলিশ কে পিছনে সরিয়ে শীতের সিজিনেও কাঁচা ভারতের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে জলপাইগুড়ির বাজারে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশের ইলিশ কে পিছনে সরিয়ে শীতের সিজিনেও কাঁচা ভারতের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে জলপাইগুড়ির বাজারে। ক্রেতা বিক্রেতা সবাই এই ধরনের ইলিশ পেয়ে খুশি প্রকাশ করেছেন। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন মাছ বাজারে কাঁচা কলকাতার আশেপাশে জায়গায় এখন থেকে দেড় কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি শুরু হয়েছে। দাম রেখেছেন চোদ্দ শো থেকে পনেরো শো টাকা। এই বিষয়ে এক ক্রেতা বলেন বাংলাদেশের ইলিশ না খেলে আমরা মরে যাবো না। ভারতের ইলিশ

যথেষ্ট ভালো মানের বিক্রি শুরু হয়েছে জলপাইগুড়িতে। তাই এই ধরনের ইলিশ আমরা কম বেশি নিচ্ছি। তবে ইলিশ খাবা আমাদের বাধ্যতামূলক নয়। তাই বাংলাদেশের ইলিশ না খেয়েও আমরা থাকতে পারি। বিক্রেতা বলেন ইলিশ বিক্রি করছি । বর্তমানে পদ্মার ইলিশ একেবারে নিষিদ্ধ এখানে আসা। কলকাতার ডায়মন্ড হারবার সহ অন্যান্য জায়গা থেকে ইলিশ জলপাইগুড়ি শহরের প্রাচীন বাজারগুলোতে আসে । তাই সেই সমস্ত ইলিশ খেয়েই মনের তৃপ্তি মেটাচ্ছেন।

ধর্ম ও কাজই আমাদের পরিচয়ের অন্যতম মাধ্যম বললেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ ধর্ম এবং কাজই আমাদের পরিচয়ের অন্যতম মাধ্যম। বৃহস্পতিবার বৈষ্ণব আচার্য শ্রীম মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর শুভ আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। আগরতলায় বনমালীপুরে শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গনে এই বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার বৈষ্ণব আচার্য শ্রীম মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর শুভ আবির্ভাব দিবস। এই উপলক্ষে এদিন শীতবস্ত্র বিতরণের আযোজন করে রাজধানীর বনমালীপুরস্থিত শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গন কর্তৃপক্ষ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, স্থানীয় কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ অন্যান্যরা।অনুষ্ঠানে দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা। এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বৈষ্ণব আচার্য মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর বিভিন্ন কার্যকলাপ তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের পর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন এবং তিনি আধ্যাত্মিক চেতনার মাধ্যমে ভারতকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধর্মের পাশাপাশি মানব সেবায়ও প্রচুর কাজ করে গেছেন মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ধর্ম এবং কাজই আমাদের পরিচয়ের অন্যতম মাধ্যম। ধর্মের কাজই হল সকলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে সমাজ থেকে অসামাজিক কাজ দূর করা এবং সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা গ্রহণ করা।

তপশিলি জাতি কল্যাণ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠক করলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস

আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বাজেট বরাদ্দ অনুসারে গৃহীত পরিকল্পনাগুলির অগ্রগতি খতিযে. দেখতে বৃহস্পতিবার পশ্চিম জেলা ভিত্তি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর এবং মস্য দপ্তরের। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন তিনটি দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, বিধায়ক, জেলা সভাধিপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা সভা করেন তপশিলি জাতি কল্যাণ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ এবং মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এই পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিন দপ্তরের আধিকারিক,পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, বিধায়িকা মিনারানী সরকার, পশ্চিম জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, সহকারী সভাধিপতি, পশ্চিম জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

বৈঠকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। এই সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রতিবন্ধকতাগুলি নিয়ে বিধায়ক ও অন্যান্যদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মাংস, মাছ, দুধ এবং ডিম উপাদনে পশ্চিম জেলার কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়। জানা গেছে পশ্চিম জেলায় দুধ, মাছ, মাংস এবং ডিম উপাদনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বৈঠক থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

দুদিনের সফরে জয়পুরে জে পি নাড্ডা

জয়পুর, ২৬ ডিসেম্বর ঃ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা বৃহস্পতিবার থেকে দুদিনের জয়পুর সফরে। জানা গেছে, তিনি এদিন সন্ধ্যায় জয়পুরে যাচ্ছেন। আর শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ফিরে যাবেন। রাজস্থানের বিজেপির রাজ্য সভাপতি মদন রাঠোর জানান, জে পি নাড্ডা সেখানে একটি সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়াল মাধ্যমে একটি কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখবেন। এই কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। জয়পুরে এই কর্মসূচিতেই অংশ নেবেন জে পি নাড্ডা। কর্মসূচীর পরে বিজেপির রাজ্য দফতরে তাঁর যাওয়ার কথা। সেখানে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে তিনি মতবিনিময় করতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে।

শহীদ সর্দার উধম সিংকে শ্রদ্ধা বাবুলাল মারান্ডি

রাঁচি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ শহীদ সর্দার উধম সিংকে শ্রদ্ধা জানালেন ঝাড়খণ্ড বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি এবং সেই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডি। বিপ্লবী ও শহীদ সর্দার উধম সিংকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বাবুলাল মারান্ডি বলেছেন, তাঁর জন্মবার্ষিকীতে প্রণাম। তিনি দেশের জন্য নিজের জীবন উসর্গ করেছিলেন। উল্লেখ্য, উধম সিং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে ইংল্যান্ডে গিয়ে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারকে পাঠ দিয়েছিলেন। তিনি দেশপ্রেমিকদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিলেন।

উত্তর পূর্ব রেলে দ্রুত গতিতে কাজ হচ্ছে

গোরখপুর, ২৬ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় রেলে ক্রমবর্ধমান যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনের পরিপ্রেক্ষিতে, পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত গতিতে করা হচ্ছে, যাতে ট্রেনগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচালনা করা যায়।

Brajarajpur GP
Under indpur Block
Mudunia, Gunnath, Bankura, Pin-722121
Notice Inviting e-Tender
NIeT-12/24-25, Memo No-506/Braja/2024, Date-23/12/2024
Last date of Submission
31.12.2024 (5p.m).
NIeT-13/24-25, Memo No-525/Braja/2024, Date-24/12/2024
Last date of Submission
07.01.2025 (5p.m)
NIeT-14/24-25, Memo No-530/Braja/2024, Date-26/12/2024
Last date of Submission
10.01.2025 (5p.m)
Pradhan, Brajarajpur GP, Indpur Block, Inviting e-Tender of defferent scheme which are available in **www.wbtender.gov.in** web site.
Sd/- **Pradhan**
Brajarajpur Gram Panchayat

CORRIGENDUM
Govt. of West Bengal
Corrigendum is hereby invited by the Superintending Engineer, PWD, IT Circle, 5th Floor, KIT Annex Building, P-16, India Exchange Place, Kolkata-700073 from the eligible contractors for the following works. 1. "Construction of Dedicated Commercial Courts at City Civil Court, Calcutta : Provision of IT and Allied Infrastructure [IT, CCTV Surveillance System, UPS Power Backup for IT Systems]."
e-TENDER No. WBPWD/SEITC/NIT-24 24-25
Tender ID: 2024_WBPWD_778649_1
Corrigendum Title: Date Corrigendum Bid Submission end Date: **31.12.2024 up to 05.00 PM.** Bid Opening Date: **02.01.2025 at 05.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- **Superintending Engineer In-Charge**
IT Circle, P.W.D.
Govt. of West Bengal

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ও পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন: **কাজের নাম:** "নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর হয়ে বারাসত অবধি মেট্রো রেলওয়ের সম্প্রসারণের সাথে সম্পর্কিত সিএইচ. ৫০৩০এম থেকে ৭০২৬এম অবধি, ধ্বংসাবশেষ/আবর্জনা নিষ্কাশন সহ এনএসসিবিআই বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন, ইয়ার্ড, কাট এন্ড কভার টানেল এবং মাটির উপরে সংলগ্ন এলাকার কনকোর্স এবং প্ল্যাটফর্ম স্তরের ব্যাকআপ হাউস এলাকা, প্রবেশ প্রস্থান এলাকা, সাবওয়ে (যশোর রোড এবং বিমানবন্দর -এর দিকে), ট্র্যাক এলাকা, আন্ডারক্রফ্ট এলাকা সহ সম্পূর্ণ পরিষ্কার, প্রতিটি মেঝে নিয়মিত পরিষ্কার করার কাজ সম্পাদন।" **কাজের আনুমানিক খরচ:** ₹ ৩,২৬,০৭,৯৪৭.০০; **বায়না মূল্য:** ₹ ৩,১৩,০০০.০০; **সমাপ্তির সময়কাল:** ৩০ মাস। **বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ১৬.০১.২০২৫ তারিখে ১২:০০ টায়। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। সংশোধনী/শুদ্ধি, যদি থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিভিল-২৫০৬-২০২৪ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

EGRA MUNICIPALITY
Office of the Councillors
Egra :: Purba Medinipur
Notice Inviting Quotation
E-Tender are invited by The Chairman, Egra Municipality from the reliable, resourceful, bonafide and experience agencies. Vide (1) NI(e)T No.-14/DEV/2024-2025, Date-23.12.2024. Last date & time of closing of submission of technical & financial bid-24.01.2025 upto 05:30 PM (I.S.T). Others details can be seen from the https://wbtenders.gov.in & Notice Board of the undersigned or website www.egramunicipality.org.in
Sd/- Chairman
Egra Municipality

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৩০/২০২৪-২৫ তারিখঃ ২৪-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ.

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/৫১০৫/ওটি/ ২৫২/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩১-১২-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এনজি ক্যারিয়েজ বোগি কম্পোনেন্টস (পরিশিষ্ট-১ অনুসারে (ক্রমিক নং. ২৪ ছাড়া ৩২ আইটেমের অন্তর্ভুক্তিরে) এবং ড্রয়িং সংলগ্ন করা হয়েছে)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, পরিমাণ- এসএসই/ডব্লিউএস/তিনধরিয়া, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১০ সেট। পিএল. সংখ্যা.- ৩০০০০৩৬২০০১৬।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ৭০/২৪/০৮৯৫/ওটি/২৫৩/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৬-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ পিভিসি ইলেক্ট্রোড ডায়া ২ মিলিমিটার - ৫০ মিটার প্রতি রোল সহিত রোল সাইজ - ২ মিলিমিটার × ১.৬২ মিটার × ১৪ মিটারএ পিভিসি, শেডস এবং প্যাটার্নস-আরডিএসও সেম্পল এনএসি এফএলজি ০২, রং-নীলা, আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০০৬/সিজি-১২ (আরইভি.১) জুলাই, ২০১৯ এর সংশোধনী ৫ সহিত। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০০০০.০০ মিটার, ২) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১২৮০০.০০ মিটার, পিএল. সংখ্যা. ৭৫৬১৩৮৩৯।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৪/০৫৫১এ/ওটি/২৫৪/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৮-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কনষ্ট্যান্ট কন্ট্যাক্ট পলিউরিথেন সাইড বিয়ারার প্যাড অ্যাসেম্ব্লী। ডিআরজি নং. আরডিএসও অনুমোদিত ড্রয়িং নং. এএএল-০২১১০১, এএলটি-৮, এমএটি. স্পেসিফিকেশনঃ নবেম্বর, ২০২২ এর ডব্লিউডি-৩৮-এমআইএসসি-২০০৪ আরইভি-০২। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, ১), পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৩৯১ সেট, ২) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৩৪৭ সেট, পিএল. সংখ্যা. - ৩৮১০৬৫২৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেণ্ডার সংখ্যা. ৪০/২৪/০৫৯৭ডি/ওটি/২৫৫/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৬-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিআরজি নং. এন/এ স্পেসিফিকেশন নং. ইডিটিএস-১০৫ (আরইভি-ই) সংশোধনী-১, ২ এবং ৩ অনুসারে আরসিএফ ড্রয়িং নং. এলডব্লিউ৭১৩০০ এবং আরডিএসও ড্রয়িং নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৭৭ (আরইভি. ১) ২০১৩ অনুসারে কাপলিং সকেট এসেম্ব্লী. কমপ্লিট (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪৫ টি, ২) পরিমাণ: নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৫ টি। পিএল. সংখ্যা. ৪৫১৫০২৪২।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫৩২৫/ওটি/২৫৬/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৮-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ওয়াগন/পথ বাহনে যথোচিতভাবে লোড করা আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৮৭৪৬ এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. টি-৩৯ অনুরূপে (টেণ্ডার খোলার তারিখ পর্যন্ত সংশোধিত অনুসারে) মোনো ব্লক প্রি-স্ট্রেসেড কংক্রিট লাইন স্লীপারের নির্মাণ এবং যোগান (প্রি-টেনশন টাইপ)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, পরিমাণ- জ্যেষ্ঠ ডিইএন/সি/কাটিহার, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ১৩৭৭৪২ টি, ২) পরিমাণ: ডিআরএম/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৪২২৩২৯ টি ৩) পরিমাণ: জ্যেষ্ঠ ডিইএন/সি/লামডিং, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬৯৪৪৯ টি ৪) পরিমাণ: ডিআরএম/ডব্লিউ/তিনসুকিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৭১৪১২ টি ৫) পরিমাণ: সিএইচ.ওএস/জি/ইএনজিজি/রঙ্গিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৯৫০৮৬ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০১৬০০৯০০১৪৩।

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেণ্ডার সংখ্যা. ৭০/২৪/০০০৩এ/ওটি/২৫৭/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১০-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এফআইআর মূল্যবান সামগ্রী আকারঃ ২৪৪০ মিলিমিটার × ১২২০ মিলিমিটার × ৩ মিলিমিটার ঘনত্ব সহিত ডেকোরেটিভ থার্মোসেটিং সিনথেটিক রেজিন বণ্ডেড ল্যামিনেটেড শীটস। ৭ সংশোধনী সহিত আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. সি-কে৫১৪ অনুসারে। সংশোধনী নং. জুন ২০১৫ এর ১ সহিত এবং আগষ্ট ২০১৬ এর অন্তিম সংশোধনী ৭। আরডিএসও অনুমোদিত সেম্পল কোড এসি .এসপি০২ অনুসারে। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, (১) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে, ৩০৯ টি (২) পরিমাণ: নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২৮৭৫ টি। পিএল. সংখ্যা. ৭৫৪০০২৫০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৭। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৪/০৬৩৬/ওটি/২৫৮/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৩-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সাইড বিয়ারার প্যাড অসেম্বলীর জন্যে পলি রিংস-৩। ড্রয়িং-এএএল-০২১১০১। আইটেম-৫এমএএলটি-৮। এমএটি. স্পেসিফিকেশন-আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. ডব্লিউডি-৩৮-এমআইএসসি-২০০৪ (আরইভি.২)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, ১) পরিমাণ: নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫৯৯১ টি ২) পরিমাণ: নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৭০৬ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩৮১০৬৫৩০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেণ্ডার সংখ্যা. ৪০/২৪/৫৪২৭/ওটি/২৫৯/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৩-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. ১৭৭৩৫৪৯/২০২৩/৩/৩ ইডি/বিএনএস/আরডিএসও অনুসারে ২৮ এমএম ডায়া হুক বোল্টের জন্যে এম-২৭ আকারের পুনরব্যবহারযোগ্য সেলফ-লকিং স্প্রিং ইনসার্টেড ষ্টীল নাট সিঙ্গল পিস এর যোগান। ০১ নং উপযুক্ত বাক্স রেঞ্চ/৫০ টি. নাট। স্পেসিফিকেশনের বিবরণ. এলএন-৩৭.৫ এমএম, এসএন-৪১.০ এমএম, এইচএন-২২.০ এমএম, বিএন-৪১.০ এমএম, সিএন-৪৭.৩ এমএম, প্লেটিং-ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজড অথবা হট- ডিপ গ্যালাভানাইজড অথবা নিকেল এল্যয়। এনএএস৩৩৫০ ভাইব্রেশন পরীক্ষণ প্রমাণপত্র যথোপযুক্ত ওইএম/অনুমোদিত প্রমাণপত্র সহিত আবশ্যক হবে। মেকঃএসএপিইআর লক অথবা সেইধরণের (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, ১) পরিমাণ: এসএসই/পি.ওয়ে/ডালখোলা, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৫০০ টি, ১) পরিমাণ- এসএসই/পি-ওয়ে/সামসি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১৫০০ টি। পিএল. সংখ্যা. ৭৩১৩০১৬৯০০১২

ক্রমিক সংখ্যা. ৯। টেণ্ডার সংখ্যা. ৭০/২৪/০৪৭৬/ওটি/২৬০/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৬-০১-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ নাট. সম্পদ শ্রেণী ৪.৬ র জন্যে (চার পয়েন্ট সিক্স) আইএসঃ ১৩৬৩-পিটি-III-২০০২ এবং বোল্টের জন্যে স্পেসিফিকেশন. বিআইএস স্পেসিফিকেশন নং.ঃ ষ্টীল, আইএস-১৩৬৩, পিটি-১-২০০২ অনুসারে নাট সহিত বোল্ট এমএস হেক্স হেড এম১৬ × ৫০ (নাটের জন্য এফপিআর বোল্ট এবং ৫ (পাঁচ))। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, ১ (১) পরিমাণ-নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ওয়ার্কশপ/ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১১০০০ কেজি ২) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬০০০ কেজি ৩) পরিমাণ: পাণ্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪০০ কেজিএস ৪) পরিমাণ-নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১৯০০০ কেজিএস। পিএল. সংখ্যা. ৭৩০৩১৩৭৯।

নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাওঁ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারাতে মুম্বইয়ে অস্ত্রোপচার তালালের

মুম্বই, ২৬ ডিসেম্বরঃ হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারাতে অস্ত্রোপচার করাতে চলেছেন ইস্টবেঙ্গলের তারকা বিদেশি মাদিহ তালাল। মুম্বইয়ে প্রখ্যাত চিকিৎসক অনন্ত জোশীর অধীনে অস্ত্রোপচার হতে চলেছে তাঁর। সে জন্য ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় মুম্বই উড়ে গিয়েছেন এই ফ্রেঞ্চ-মরোক্কান মিডফিল্ডার। আজ, বৃহস্পতিবার তাঁর চোটের কিছু পরীক্ষা করা হয়। সব কিছু ঠিক থাকলে শুক্রবার তালালের অস্ত্রোপচার হবে। এরপর ফ্রান্সে রিহ্যাব করার কথা তাঁর। পরবর্তীতে ফের জুনে ভারতে ফিরতে পারেন তালাল। এই মরশুমে যে তাঁকে আর পাওয়া যাবে না, তা আগেই বিবৃতি দিয়ে নিশ্চিত করেছে ইস্টবেঙ্গল। ইতিমধ্যে মরশুমের বাকি সময়ের জন্য তাঁর পরিবর্ত খোঁজার কাজও শুরু হয়েছে। টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে খবর, আইএসএলে খেলে যাওয়া বিদেশিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। আইএসএলে শেষ পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটি জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। এবার শনিবার হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে

অ্যাওয়ে ম্যাচ জিতে বছর শেষ করাই লক্ষ্য লাল-হলুদ শিবিরের। তাই ক্রিসমাসেও ফুটবলারদের ছুটি দেননি কোচ অস্কার ব্রুজো। তবে বুধবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি আক্রমণের তিন সদস্য দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, নন্দকুমার এবং পিভি বিষ্ণু। যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে এলেও মিনিট পনেরোর টিম মিটিং শেষেই চলে যান তাঁরা। বাকি দল নিয়ে ঘণ্টা দেড়েক অনুশীলন করালেন কোচ অস্কার ব্রুজো। ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের পর দীর্ঘক্ষণ সিচুয়েশন প্র্যাকটিস করেন ক্লেটন সিলভারা। পরে সেট-পিসের অনুশীলনও চলে। তবে এদিন অনুশীলনে আসেননি মহম্মদ রাকিপ। শেষ ম্যাচে মিনিট পনেরোর মধ্যেই পায়ে অস্বস্তি হওয়ায় মাঠ ছাড়েন এই রাইট ব্যাক। তাঁকে কয়েক ম্যাচ পাবে না ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে, আইএসএলের ‘টিম এফ দ্য উইকে’ জায়গা পেলেন লাল-হলুদের আনোয়ার আলি ও বিষ্ণু। এই দলের কোচ হয়েছেন অস্কার।

বিরাট-স্যামের ‘ধাক্কা’ কাণ্ডের জের, আইসিসি ঝুলিয়ে দিল শাস্তির খাঁড়া!

মেলবোর্ন, ২৬ ডিসেম্বরঃ মাঝ পিচে ধাক্কা বিরাট কোহলি ও স্যাম কন্টাসের। শুরু হয়ে গেল কথা কাটাকাটি। তাঁদের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হতে হতে আম্পায়ার মাইকেল গফ হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হলেন। এ দৃশ্য দেখা গিয়েছে মেলবোর্নে। বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দিন। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, ক্রিকেট মাঠে ইচ্ছাকৃত কোনও বডি কন্টাক্ট হলে সেটি অপরাধ হিসেবে ধরা হয়। এই ঘটনার ভিডিয়ো পার্টনার উসমান খোয়াজার সঙ্গে কথা বলতে এগোচ্ছিলেন স্যাম কন্টাস। আর বল হাতে নিয়ে অন্য প্রান্তে যাচ্ছিলেন বিরাট কোহলি। আর পিচের মাঝে গিয়ে দু’জনের ধাক্কা লাগে। শুরু হয় তাঁদের কথা কাটাকাটি। ঝামেলা থামাতে এগিয়ে আসতে বাধ্য হন আম্পায়ার মাইকেল গফ। উসমান খোয়াজাও এসে স্যামকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। কন্টাসকে ‘ধাক্কা’ দিয়ে কী শাস্তি পেলেন বিরাট? আইসিসির

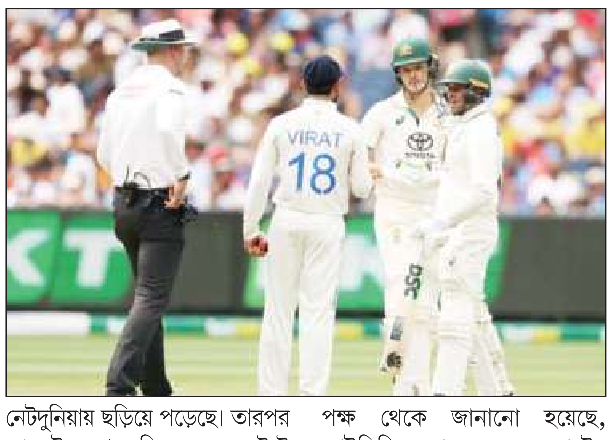

নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তারপর থেকেই বলা হচ্ছিল, এক টেস্ট নির্বাসিত হতে পারেন বিরাট কোহলি। সঙ্গে হতে পারে আর্থিক জরিমানা। এ বার আইসিসির পক্ষ থেকেও জানিয়ে দেওয়া হল, শাস্তি পাচ্ছেন বিরাট কোহলি। কী সেই শাস্তি? মেলবোর্ন টেস্টের ১০ ওভারের শেষে ঘটনাটি ঘটেছিল। সেই সময় বিধ্বংসী মেজাজে ব্যাটিং করছিলেন অভিষেককারী স্যাম কন্টাস। অপর প্রান্তে থাকা ওপেনিং পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইসিসি কোড অব কন্ডাক্টের লেভেল ১ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বিরাট কোহলির ২০ শতাংশ ম্যাচ ফি কাটা গিয়েছে। একইসঙ্গে তাঁকে ১ ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। কন্টাসের কোনও শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি। আর বিরাটকে যেহেতু নির্বাসিত করা হয়নি, তাই তাঁর বর্ডার গাভাসকর ট্রফির বাকি ম্যাচ খেলায় কোনও সমস্যা রইল না।

৮৭২৪২! বুমরা ম্যাজিকেও মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার ‘বড়দিন’

মেলবোর্ন, ২৬ ডিসেম্বরঃ টেস্ট ক্রিকেটের ঘটনাবহুল দিন। অস্ট্রেলিয়ার ঝোড়ো শুরু, মিডল ওভারে দুর্দান্ত পার্টনারশিপ, সিরাজের বেল-বদল, স্যাম কন্টাসের সঙ্গে বিরাট বিতর্ক, বুমরা ম্যাজিক। দ্বিতীয় নতুন বলে পুরস্কার পেলেন আকাশ দীপও। এরপরও মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ারই বড় দিন। কারণ, দিনের শেষে ক্রিজে রয়েছেন স্টিভ স্মিথ। প্রথম দিন ৩০০ পার অস্ট্রেলিয়ার। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন। ভরসা সেই জসপ্রীত বুমরাই। নিশ্চয়ই ভাবছেন, ৮৭২৪২ কী? মেলবোর্নে টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম দিন রেকর্ড দর্শক উপস্থিতি। সকলের জন্য দিনটা বিনোদনের জন্য হলেও ভারতীয় টিমের জন্য নয়। টস হার দিয়ে অস্বস্তি শুরু হয়েছিল ভারতের। টিম কম্বিনেশও চমকে দেওয়ার মতো। শুভমন গিল বাদ। পরিবর্তে ওয়াশিংটন সুন্দর। সিদ্ধান্ত সঠিক কি না, সেটা বুঝতে আরও সময় লাগবে। তাঁকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করা যায়নি প্রথম দিন, এটুকু বলা যায়। নতুন বলে জসপ্রীত বুমরা একদিকে চাপ তৈরি করলেও উল্টো দিকে মাথাব্যথা হয়ে

দাঁড়িয়েছেন সিরাজ। এ দিন বুমরা চাপে পড়তেই পুরো টিমই অস্বস্তিতে। লাল-বলের ফরম্যাট বাদই দেওয়া যাক, জসপ্রীত বুমরাকে কেউ চাপে ফেলছেন, এমনটা দেখা যায় না। সেটা যে কোনও ফরম্যাটেই হোক। অভিষেক ম্যাচে নামা অজি ওপেনার স্যাম কন্টাস সেটাই করলেন। বুমরার প্রথম ৬ ওভারের স্পেলে উসমান খোয়াজা সামলেছেন মাত্র তিনটি ডেলিভারি। বাকি সময় শুধুই স্যাম কন্টাসের দাপট। সেই দুর্দান্ত শুরুটাই অস্ট্রেলিয়ার ভিত গড়ে দেয়। ভারত এ দলের বিরুদ্ধে গোলাপি বলে প্রস্তুতি ম্যাচে খেলেছিলেন স্যাম। সেই ম্যাচে অবশ্য বুমরা নামেননি। সেঞ্চুরি করেছিলেন তরুণ ব্যাটার। সিনিয়র দলে প্রথম সুযোগেই বিধ্বংসী হাফসেঞ্চুরি। মাত্র ২ উইকেট হারিয়েই ২০০ পেরিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। মার্নাস লাবুশেনকে ফিরিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক থ্রু দেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ২৩৭-২ থেকে দ্রুতই অস্ট্রেলিয়া ২৪৬-৫। একদিক থেকে উইকেট পড়লেও উল্টোপ্রান্ত আগলে রাখেন স্টিভ স্মিথ। দ্বিতীয় নতুন বলে বুমরার সঙ্গী করা হয় আকাশ দীপকে। পুরো দিন ভালো বোলিংয়ের পুরস্কার পেলেন শেষ বেলায়। দুর্দান্ত ডেলিভারিতে অ্যালেক্স ক্যারিকে ফেরান আকাশ দীপ। সঙ্গে যেন রোহিত-গম্ভীরের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, বুমরার সঙ্গে নতুন বলে তাঁকেই সুযোগ দেওয়া উচিত, সিরাজ নন। প্রথম ইনিংসে ইতিমধ্যে ৬ উইকেটে ৩১১ রান তুলে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। জসপ্রীত বুমরা ৩ এবং আকাশ দীপ, জাডেজা, সুন্দর একটি করে উইকেট নেন। ভারতের বড় বাধা স্টিভ স্মিথ ৬৮ রানে ক্রিজে রয়েছেন।

৮ দিনে ১৩৭*, ১৫৩, ২০১*, ২০২*! ২২ গজে ধামাকা ধোনির সিএসকে-র প্রাক্তনীর

বরোদা, ২৬ ডিসেম্বরঃ এক সপ্তাহও পেরোয়নি, চলতি পুরুষদের অনূর্ধ্ব-২৩ স্টেট এ ট্রফিতে দ্বিতীয় বার ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকালেন চেন্নাই সুপার কিংসের প্রাক্তনী। মহেন্দ্র সিং ধোনির সিএসকে তাঁকে রিটেইন করেনি। ২০২৪ আইপিএলের নিলামে ৮.৪ কোটি টাকায় সমীর রিজভিকে কিনেছিল সিএসকে। এ বার জেড্ডায় হওয়া মেগা নিলামে ৯৫ লক্ষ টাকায় দিল্লি ক্যাপিটালস কিনেছে সমীরকে। সেই সমীরের ব্যাটে যে তাণ্ডব চলছে, তা দেখে কি হাত কামড়াচ্ছে সিএসকে? গত আট দিনে উত্তরপ্রদেশের তারকা সমীর রিজভি করেছেন যথাক্রমে ১৩৭*, ১৫৩, ২০১*, ২০২* রান। বিদর্ভর বিরুদ্ধে মাত্র ১০৫ বলে ২০২ রানের অপরাজিত ইনিংস উপহার দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের ক্যাপ্টেন সমীর। ১৯২.৩৮ স্ট্রাইকরেটে ১০টি চার ও ১৮টি ছয় মেরেছেন ডান হাতি ব্যাটার। বরোদায় ওই ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করে ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে বিদর্ভ তুলেছিল ৪০৬ রান। ৫২ বল বাকি থাকতেই ৮ উইকেটে জয় উত্তরপ্রদেশের। পুরুষদের অনূর্ধ্ব-২৩ স্টেট এ ট্রফিতে একুশ বছরের সমীর এই নিয়ে চতুর্থ সেঞ্চুরি হাঁকালেন। ছ’টি ইনিংসে সমীর ৭২৮ রান করেছেন। টুর্নামেন্টে এখনও অবধি তিনিই সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ব্যাটার। উত্তরপ্রদেশের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে সুযোগ পাননি সমীর রিজভি। তাই তিনি খেলছেন অনূর্ধ্ব-২৩ এই প্রতিযোগিতায়। বিজয় হাজারেতে খেলার সুযোগ না পাওয়ার প্রতিবাদ কি এই টুর্নামেন্টে ব্যাট দিয়ে দিচ্ছেন সমীর? মুখে জবাব না দিয়ে হয়তো ব্যাটেই জবাব দিচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের ছেলে।

বিদেশি নির্বাচনে নয়া পরিকল্পনা, সাউলের রিপোর্টে বাড়তি নজর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরঃ অস্কার ব্রুজনের তত্ত্বাবধানে নিজেদের পুরনো ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। আইএসএলের দ্বিতীয় ডার্বি ম্যাচে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে রুখে দেওয়ার পর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ময়দানের এই প্রধান। তবে চোট আঘাতের সাউল ক্রেসপো এবং ডিফেন্ডার হেক্টর ইউস্তে। হেক্টরের চোট খুব একটা গুরুতর না হলেও সকলকে চিন্তায় রাখছেন সাউল ক্রেসপো। ভারতীয় তারকা জিকসন সিং থেকে শুরু করে আনোয়ার আলির মতো ফুটবলারদের মাঝেমাঝে খেলানো হলেও বিদেশি ফুটবলারদের অনুপস্থিতি কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে রাখছে ম্যানেজমেন্ট। খতিয়ে দেখা হচ্ছে দলের বর্তমান খেলোয়াড়দের চোটের পরিস্থিতি। সেই অনুযায়ী ফুটবলার সই করাবে ইস্টবেঙ্গল। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, এক্ষেত্রে সাউল ক্রেসপোর মেডিকেল রিপোর্টের দিকে ও নজর রয়েছে মশাল ব্রিগেডের। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২৮শে ডিসেম্বর চলে আসবে ক্রেসপোর

সমস্যা যথেষ্ট ভোগাচ্ছে লাল-হলুদ শিবিরকে। ইতিমধ্যেই এসিএল ইঞ্জুরির কারণে ছিটকে গিয়েছেন দলের তারকা মিডফিল্ডার মাদিহ তালাল। যারফলে এই মরসুমে আর হয়তো খেলতে পারবেন না তালাল। নিঃসন্দেহে যা বড়সড় ধাক্কা ইস্টবেঙ্গলের কাছে। কিন্তু তিনি একানন নন। বর্তমানে চোটের সমস্যায় ভুগছেন দলের দুই স্প্যানিশ ফুটবলার। মিডফিল্ডার লাল-হলুদ শিবিরকে। তাই সবদিক খতিয়ে দেখেই আসন্ন উইন্টার ট্রান্সফার উইন্ডোকে কাজে লাগিয়ে বিদেশি ফুটবলার নিতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল। সেক্ষেত্রে গত কয়েকদিন ধরেই উঠে আসতে শুরু করেছে দুই বিদেশি ফুটবলারদের কথা। যদিও এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত নয় বিষয়টি। আসলে খেলোয়াড় চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ধীরে চলো নীতি গ্রহন করছে লাল-হলুদ বর্তমান পরিস্থিতির রিপোর্ট। তারপরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে গতবারের সুপার কাপ জয়ীরা। তবে সপ্তাহ কয়েক আগেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই স্প্যানিশ ফুটবলারের চোটের পরিস্থিতি তুলে ধরেছিলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তা বিভাস বর্ধন আগরওয়াল। সেই অনুযায়ী জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকেই অনুশীলনে ফেরার কথা ক্রেসপোর।

পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত কামব্যাক, স্বপ্ন দেখাচ্ছে সঞ্জয় সেনের দল

তেলেঙ্গানা, ২৬ ডিসেম্বরঃ সন্তোষ ট্রফির সেমিফাইনালে বাংলা। ওড়িশাকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে শেষ চারে পৌঁছে গেল সঞ্জয় সেনের দল। ওড়িশার বিরুদ্ধে অবশ্য শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছিল বাংলা। রবি হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠারা অবশ্য বাংলাকে সেমিফাইনালে তুলেই মাঠ ছাড়লেন। কলার তুলে দ্বিতীয়ার্ধে ১)। দ্বিতীয়ার্ধে সঞ্জয় সেনের ভোকাল টনিকেই উজ্জীবিত বাংলা। একের পর এক আক্রমণে বেসামাল হয়ে যায় ওড়িশার রক্ষণ। ৭৭ মিনিটে রবি হাঁসদা গোল করে এগিয়ে দেন বঙ্গব্রিগেডকে (২-১)। দ্বিতীয়ার্ধের ইনজুরি টাইমে ওড়িশার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা মনোতোষ মাজি (৩-১)।

দাপট দেখাল সঞ্জয় সেনের দল। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলার চেয়ে খাতায় কলমে তুলনামূলক দুর্বল দলই ছিল ওড়িশা। যদিও ম্যাচ জিততে বেশ বেগ পেতে হল বাংলাকে। খেলার ২৫ মিনিটে রাকেশ ওরাওঁয়ের গোলে এগিয়ে যায় ওড়িশা। সুপ্রিয়, নরহরি, রবিদের কার্যত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না তখন। ওড়িশার আরও একটি প্রচেষ্টা পোস্টে লেগে প্রতিহত হয়। প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে বাংলাকে সমতায় ফেরান নরহরি শ্রেষ্ঠা (১- সন্তোষে শেষ কয়েক বছর ধরে টানা ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বাংলা। ৩২ বারের চ্যাম্পিয়নরা শেষ বার খেতাব জিতেছিল ২০১৭ সালে। মাঝে দুবার ফাইনালে ওঠা ছাড়া বলার মতো পারফরমেন্স নেই বাংলার। ট্রফি খরা কাটাতে এ বছর আইলিগ জয়ী কোচ সঞ্জয় সেনের দ্বারস্থ হয় আইএফএ। এখনও পর্যন্ত সঠিক দিশায় এগোচ্ছেন চাকু মান্ডিরা। সামনের দুটো কঠিন লড়াইয়ের আগে দলকে সতর্কই রাখছেন সঞ্জয় সেন।

নির্বাসন উঠল নভেম্বরে, দৌড়বিদ হিমা প্রতিযোগিতায় নামছেন আগে থেকেই!

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বরঃ এই বছর নভেম্বরে নির্বাসন উঠেছে হিমা দাসের। কিন্তু এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী দৌড়বিদ এই বছর এপ্রিল থেকেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুরু করে দিয়েছেন। বিতর্ক শুরু হলেও এই বিষয়ে কথা বলতে চাননি হিমা। ডোপ করার অপরাধে ২০২৩ সালের ২২ জুলাই থেকে নির্বাসিত ছিলেন হিমা। এই বছর ২১ নভেম্বর পর্যন্ত নির্বাসিত করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু অসমের এই দৌড়বিদকে এপ্রিল থেকেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নামতে দেখা যায়। জুনে বেঙ্গালুরুতে গ্রাঁ প্রি এবং পাঁচকুলায় জাতীয় রাজ্যভিত্তিক মিটে নেমেছিলেন তিনি। জুনে চারটি প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন হিমা। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের তরফে হিমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু এই বিষয়ে কোনও কথাই বলতে চাননি আন্তর্জাতিক স্তরে পদকজয়ী দৌড়বিদ। ভারতের অ্যাথলেটিক্স সংস্থার (এএফআই) তরফে যদিও জানানো হয়েছে যে, হিমার নির্বাসন ছিল নভেম্বর পর্যন্ত। তা হলে তিনি কী করে জুন মাসে প্রতিযোগিতায় নামলেন তার কোনও উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। অ্যান্টি-ডোপিং সংস্থার পক্ষ থেকে যদিও জানানো হয়েছে যে, সব নিয়ম মেনে শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে হিমার। গত বছর হিমাকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। কিন্তু এই বছর মার্চে একটি শুনানি হয়। সেখানে অ্যান্টি-ডোপিং ডিসিপ্লিনারি প্যানেল (এডিডিপি) হিমাকে ক্লিনচিট দেয়। তার পরেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নামতে শুরু করেন হিমা। তা হলে নভেম্বরে তাঁর নির্বাসন ওঠার বার্তা কেন দিল নাডা? তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

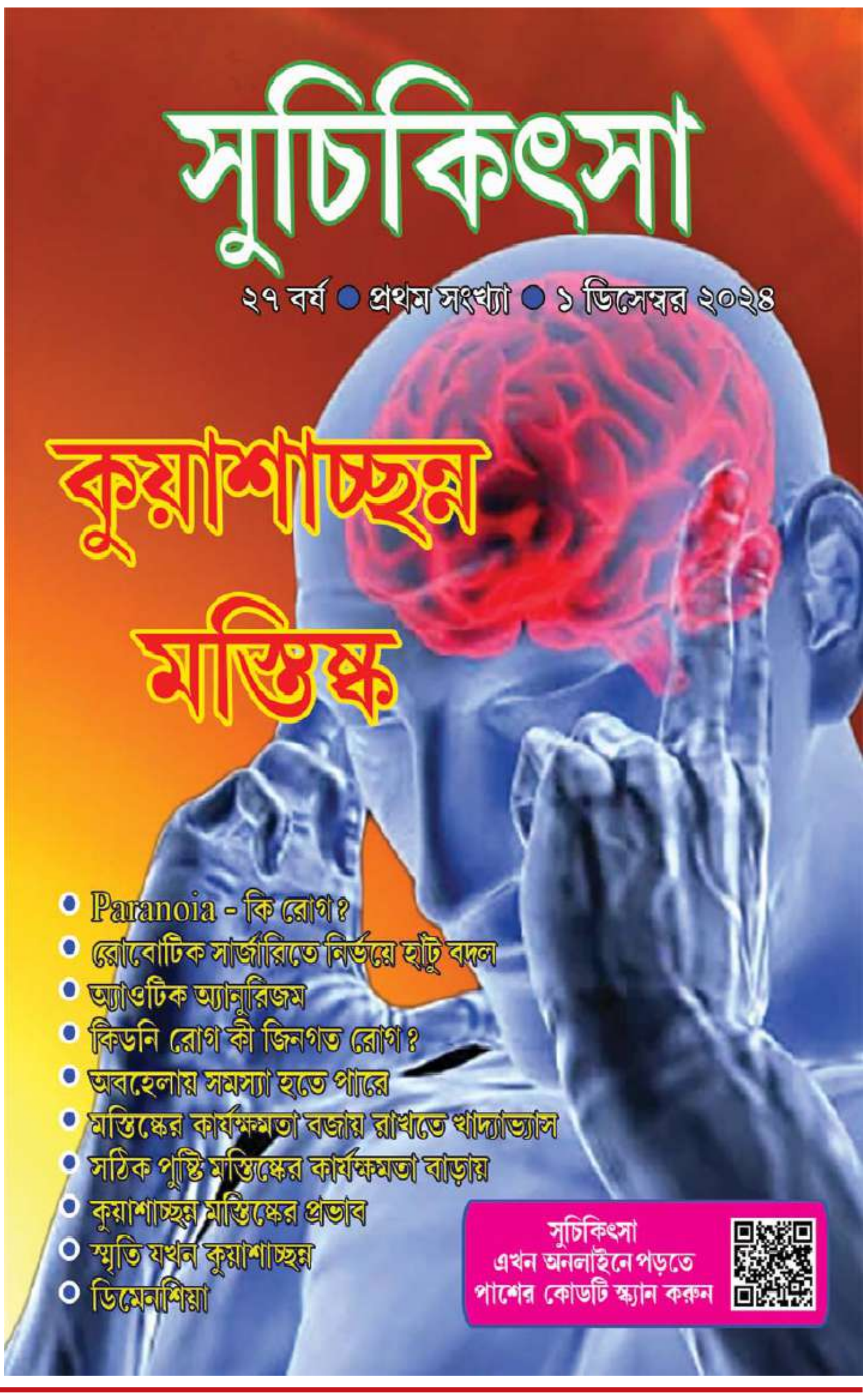

২০২৬ বিশ্বকাপে আরও ভালো দল হয়ে ওঠার আশা স্পেন কোচের

বছর দুয়েক আগে স্পেনের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে একটি স্বপ্নই দেখেছেন লুইস দে লা ফুয়েন্তে- দলের মধ্যে ২০১০ বিশ্বকাপ জয়ের মানসিকতা ফিরিয়ে আনা। সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। এই বছরে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পর ২০২৬ বিশ্বকাপেও দারুণ কিছুর আশায় আছেন ৬৩ বছর বয়সী কোচ।

মাদ্রিদ, ২৬ ডিসেম্বরঃ নিজেদের একমাত্র বিশ্বকাপ ট্রফি স্পেন জেতে ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত আসরে। এর আগে-পরে ২০০৮ ও ২০১২ সালে তারা ঘরে তোলে ইউরোর ট্রফি। মাঝে অনেকটা সময় আর কোনো শিরোপার স্বাদ তারা পাচ্ছিল না। পারফরম্যান্সও খুব একটা ভালো হচ্ছিল না। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে দে লা ফুয়েন্তে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বদলে যেতে শুরু করে তারা। ২০২২-২৩ মরসুমে তারা জেতে উয়েফা নেশন্স লিগের শিরোপা। আর গত জুন-জুলাইয়ে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ইউরোতে হয় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন। শুধু শিরোপা জয়ই নয়, দে লা ফুয়েন্তের কোচিংয়ে খেলার ধরনও পাল্টে ফেলেছে স্পেন। বছরের পর বছর ধরে অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে ছোট ছোট পাসে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার ‘তিকি-তাকা’ কৌশল বদলে এখন তারা আরও বেশি গতিময়, প্রতিপক্ষের গোল-মুখে আরও বেশি

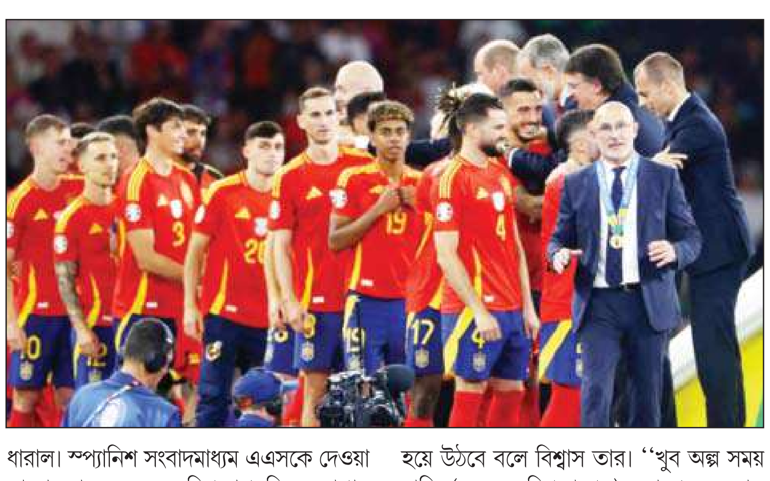

ধারাল। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে আশার কথা শোনালেন দে লা ফুয়েন্তে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় যৌথভাবে হতে যাওয়া এই আসরে দল এখনকার চেয়ে আরও ভালো হয়ে উঠবে বলে বিশ্বাস তার। ‘‘খুব অল্প সময় বাকি (২০২৬ বিশ্বকাপের), কারণ ১৮ মাস খুব দ্রুত চলে যাবে। তবে আমরা প্রস্তুত, সত্যি বলতে আমি খুব আশাবাদী। কারণ এই দলের খেলোয়াড়দের সম্পর্কে আমি জানি, তারা তৃপ্ত নয়, তারা জিততে চায়। জানি না আমরা কতদূর যাব (বিশ্বকাপে), তবে এই ১৮ মাসের মধ্যে আমরা এখনকার চেয়ে আরও ভালো দল হয়ে উঠব। সেখানে নতুন খেলোয়াড় থাকবে এবং যারা এখন আছে, তারা আরও পরিণত হবে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার বিশ্বকাপের জন্য আমরা এখনকার চেয়ে আরও ভালো দল হব।’’ আমি জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার মুহূর্ত থেকে আমার লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার (২০১০ বিশ্বকাপের) মানসিকতা পুনরুদ্ধার করা এবং আমি মনে করি, বেশি বা কম, আমরা তা অর্জন করেছিঃ আমাদের একটি চ্যাম্পিয়ন দল আছে, যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং জেতে। আমরা যারা ২০০৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত স্পেনের জয়ের চক্র উপভোগ করেছি, তাদের সবসময় সেই গর্ব পুনরুদ্ধারের আশা ছিল। আমি মনে করি, এই গ্রীষ্মে আমরা আবার তা অনুভব করতে শুরু করেছি।’’

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com